নিবিড় পরিবীক্ষণের চূড়ান্ত প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (তৃতীয় পর্যায়; ১ম সংশোধিত)

কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টর
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

জুন ২০১৬

নিবিড় পরিবীক্ষণের চূড়ান্ত প্রতিবেদন

প্রণয়নেঃ

ব্যক্তি পরামর্শক

মোঃ মোকাম্মেল হোসেন।

আইএমইডি কর্মকর্তাবৃন্দ

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
মহাপরিচালক

মোঃ কামাল আতাহার হোসেন
পরিচালক

দেবোত্তম সান্যাল
সহকারী পরিচালক

কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টর
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

জুন ২০১৬

সূচিপত্র

ABBREVIATION		ix
নির্বাহী সার সংক্ষেপ		v-ix
প্রথম অধ্যায়ঃ প্রকল্পের বর্ণনা		
১.১	প্রকল্পের পটভূমি	১
১.২	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	১
১.৩	প্রকল্পের বিবরণ	১
১.৪	প্রকল্পের অনুমোদনের অবস্থা	২
১.৫	বছর ভিত্তিক বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়	২
১.৬	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ	৩
১.৭	প্রকল্পের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	৩
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম ও কার্যপরিধি		
২.১	নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের পটভূমি	৪
২.২	পরামর্শকের কার্যপরিধি (TOR)	৪
২.৩	কর্ম পরিকল্পনা	৫
	তৃতীয় অধ্যায়ঃ কার্যপদ্ধতি **(Methology)**	৬
	চতুর্থ অধ্যায়ঃ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা	১২
	পঞ্চম অধ্যায়ঃ ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা	২২
	ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ সংখ্যাগত উপাত্ত বিশ্লেষণের ফলাফল	২৭
	সপ্তম অধ্যায়ঃ গুণগত উপাত্ত বিশ্লেষণ	৩৯
	অষ্টম অধ্যায়ঃ কেস স্টাডি	৪৩
	নবম অধ্যায়ঃ SWOT বিশ্লেষণ	৪৪
	দশম অধ্যায়ঃ TOR মোতাবেক অন্যান্য প্রতিবেদন	৪৭
	একাদশ অধ্যায়ঃ পর্যবেক্ষণ	৫৬
	দ্বাদশ অধ্যায়ঃ সুপারিশমালা ও উপসংহার	৬০
	পরিশিষ্ট	**৬৩-৯৩**

ABBREVIATION

ADP	Annual Development Program
BADC	Bangladesh Agriculture Development Corporation
CHT	Chittagong Hill Tracts
DG	Director General
DoF	Department of Fisheries
DPP	Development Project Proposal
ECNEC	Executive Committee of National Economic Council
FGD	Focus Group Discussion
FY	Financial Year
FAO	Food and Agriculture Organization
GoB	Government of Bangladesh
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
KII	Key Informant Interview
M&E	Monitoring and Evaluation
PPA	Public Procurement Act
PPR	Public Procurement Rules
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities andThreats
ToR	Terms of Reference

নির্বাহী সার সংক্ষেপ

তিন পার্বত্য জেলা যথাঃ রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের পাহাড়ি জনগোষ্ঠী ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া জনপদগুলোর অন্যতম। এ অঞ্চলটি প্রাকৃতিক সম্পদ, পাহাড়ি ছড়া, ক্রীক গিরিখাদ দ্বারা সমৃদ্ধ। দুর্গম এলাকা ও অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, পুঁজির সংকট এবং প্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞানের অভাবে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে পারেনি। প্রকল্পটি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (তৃতীয় পর্যায়) প্রকল্পটি এ অঞ্চলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর অন্যতম। বর্তমান প্রকল্পটি ২০১২-২০১৭ মেয়াদে তৃতীয় পর্যায় চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছেঃ

১. পার্বত্য জেলাসমূহে মৎস্য চাষ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, পাহাড়ি জনগণের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি ও পুষ্টির মান উন্নয়ন;
২. মৎস্য চাষ উন্নয়নের লক্ষ্যে পাহাড়ে ক্রীক নির্মাণের মাধ্যমে জলাশয় উন্নয়ন যা পরবর্তীতে পানির রিজার্ভার হিসেবে ব্যবহার; এবং
৩. মৎস্য পোনা উৎপাদন ও লালন-পালনের লক্ষ্যে নার্সারী পুকুর স্থাপন এবং স্থানীয় মৎস্য চাষিদের মাছ চাষ বিষয়ক বিভিন্ন প্রযুক্তি প্যাকেজের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সম্প্রসারণ সেবা প্রদান।

প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচেছ। সরকারের মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর দ্বারা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

প্রতিবেদনে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (তৃতীয় পর্যায়, ১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের কর্মপদ্ধতি ও ফলাফলসমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজটি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক সম্পন্ন হয়ে থাকে। নির্বাচিত প্রকল্পটি নিবিড় পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে গত ১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টরের মহা পরিচালকের সাথে ব্যক্তি পরামর্শকের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি সম্পাদনের পর ব্যক্তি পরামর্শক, সংশ্লিষ্ট মহা পরিচালক ও সহকারী পরিচালক সহ অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সংগে কাজের পরিধি, উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি সভায় মিলিত হন। উক্ত সভার পর সংশ্লিষ্ট শাখা হতে ব্যক্তি পরামর্শককে প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করা হয়। প্রাপ্ত দলিলাদি ও তথ্যাদি পর্যালোচনার পর ব্যক্তি পরামর্শক উল্লেখিত প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশ্নমালা তৈরী করে। যা এই প্রতিবেদনের শেষাংশে পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে।

আইএমইডি এডিপিভূক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিজস্ব জনবল দ্বারা পরিবীক্ষণের পাশাপাশি প্রতি বৎসর আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ব্যক্তি পরামর্শকের সহায়তায় সীমিত সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ (In-depth Monitoring) করে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় আইএমইডি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘‘পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারন (তৃতীয় পর্যায়;১ম সংশোধিত)’’ শীর্ষক প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে আইএমইডি এর পরিপত্র অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়ায় দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেনকে এ প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের ব্যক্তি পরামর্শক হিসেবে গত ১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখ নিয়োগ প্রদান করা হয়।

কার্যপদ্ধতি (Methodology):

মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংখ্যাগত ও গুণগত উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়েছে। সেকেন্ডারী তথ্যাদি পর্যালোচনা, সুফলভোগীদের সাক্ষাৎকার, কেআইআই, এফজিডি ও স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনটি তৈরী করা হয়েছে। জমির আকারভেদে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে স্ট্রার্টিফাইড নমুনা ডিজাইন অনুসরণ করে মোট ১০ টি উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত ১০ উপজেলায় অবস্থিত মোট ৩৩৫ টি ক্রীকের ৩০% (১০০ টি) ক্রীক থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের খানা নির্বাচনের ক্ষেত্রে দৈবচয়ন (Systematic Random Sampling) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, টেকনিক্যাল কমিটির পরামর্শক্রমে প্রতিটি ক্রীক থেকে ১ জন সুফলভোগী ও ১ জন ক্রীক মালিকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

সংখ্যাগত তথ্যকে Supplement করার জন্য গুণগত তথ্য যথাঃ কেআইআই, এফজিডি, স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা ও কেস স্টাডি করা হয়। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যেমনঃ প্রকল্প ও উপ-প্রকল্প পরিচালক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, প্রকল্পের উপ-সহকারী প্রকৌশলী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের (জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান, পৌর মেয়র) ও ব্যবসায়িদের সাথে কেআইআই করা হয়েছে। ১০টি উপজেলাতে ৪টি পেশাভিত্তিক শ্রেণির (মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষী, নারী ও মৎস্য সেক্টরে নিয়োজিত শ্রমিক) মোট ১০টি এফজিডি আয়োজন করা হয়। এছাড়াও ৫টি উপজেলা যথাঃ বাঘাইছড়ি, দিঘিনালা, মহালছড়ি, থানচি ও নাইক্ষ্যাংছড়িতে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার গ্রুপের অংশগ্রহণে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করা হয়। প্রকল্পের সফলতার দিক বিবেচনায় বেশ কয়েকটি কেস স্টাডিও করা হয়েছে। এছাড়াও এ প্রকল্পের কাজের বিভিন্ন কারিগরি দিক নিয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সাথে মতবিনিময় করা হয়েছে।

এ প্রকল্পের অধীনে শুরু থেকে এযাবৎ যে সকল নির্মাণ কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে সেগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এসব তথ্যের মাধ্যমে নির্মাণ কাজ কোন পর্যায়ে আছে (বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি), কার্যাদেশ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হয়েছে কিনা, না হলে তার কারণ, সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাব্য সময়, আর্থিক অগ্রগতি ইত্যাদি জানা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া মালামাল, নির্মাণ ও সেবা ক্রয়ে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি-না এবং টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণে কোন ব্যত্যয় হয়ে থাকলে তা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়ের প্রধান প্রধান কয়েকটি প্যাকেজের টেন্ডার ডকুমেন্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সম্পাদিত কাজের গুণগত মান তথা টেন্ডারের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পাদন করা হয়েছে কি-না সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রেখে তথ্য সংগ্রহকারীদের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়েছে। ব্যক্তি পরামর্শক তথ্য সংগ্রহকারীদের কাজের নমুনা পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

প্রকল্পের সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত দলিলাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী ও তার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে কিনা তা প্রশিক্ষণ রেজিষ্টার খাতা যাচাই, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কয়েকজন সুফলভোগীর সাথে প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

প্রকল্পের মূল ৪টি কম্পোনেন্টগুলো হচ্ছে ক্রীক উন্নয়ন, সুফলভোগী সদস্যদের মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, মৎস্য পোনা উৎপাদনের জন্য নার্সারী স্থাপন ও খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাতে একটি মিনি হ্যাচারী স্থাপন করা। কম্পোনেন্টগুলোর বাস্তব অবস্থা নিম্নরূপঃ

- জানুয়ারী ২০১৬ এর প্রথম সংশোধনী মোতাবেক প্রকল্পের আওতায় ৮৬৩ হেক্টর এলাকায় মোট ৮২৮টি ক্রীক উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা নেয়া হয়। ইতোমধ্যে ৫৩৩টি ক্রীক উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে ও ২৯৫টি ক্রীক উন্নয়নের জন্য টেন্ডার শেষ করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে;
- প্রকল্পের প্রথম সংশোধনী মোতাবেক মোট ৬৬০০ জন সুফলভোগীর মধ্যে ৪৪৭০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- আইনগত জটিলতার কারণে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাতে প্রকল্পের হ্যাচারী নির্মাণ কাজ শুরুতে বিলম্ব হয়েছে। ইতোমধ্যে হ্যাচারী নির্মাণের জন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনসহ এর সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মূল ভবন ও পুকুর নির্মাণ, পানির পাম্প কাজের কার্যাদেশ আগামী এপ্রিল-মে/১৬ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে; [১] এবং
- প্রকল্পের নার্সারী স্থাপনের কাজও যথারীতি শুরু করা যায়নি। ডিপিপিতে কোন তালিকা না থাকায় নতুন তালিকা ডিপিপিতে সংযোজন করা উচিত ছিল । না করার কারণে দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি হয়েছে বিধায় কাজ করা যায়নি। প্রকল্পের প্রথম সংশোধনীতে ২৫ একর জমিতে নার্সারী স্থাপনের লক্ষ্য ধার্য করা হয়। নার্সারীর জায়গা চিহ্নিতকরণের কাজ অদ্যবধি শুরু করা হয়নি। ফলে ক্রীকে পোনা সরবরাহের চেইন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

[১] প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের পরে ভূমির মালিক উচ্চ আদালতে রীট আবেদন করেন। মামলা চলমান থাকায় হ্যাচারী স্থাপনের কাজ থেমে থাকে। পরবর্তীতে রায় প্রকল্পের পক্ষে আসলে হ্যাচারীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের মধ্য দিয়ে নির্মাণ কাজের প্রস্তুতি শুরু করা হয়।

প্রাপ্ত তথ্য হতে পর্যবেক্ষণঃ

সংখ্যাগত উপাত্তঃ

নিবিড় পরিবীক্ষণে দেখা যায় যে, ক্রীক মালিক ও সুফলভোগীদের ৯২.৭% বলেছেন দৈনিক খাদ্যাভাসে মৎস্য খাওয়ার পরিমাণ বেড়েছে যা ইতিবাচক। ক্রীকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি বার্ষিক প্রতি হেক্টর ৭১৫ কেজি (প্রকল্প দপ্তর) ১০৯৪ কেজি হেক্টর (নিবিড় পরিবীক্ষন ২০১৬) বৃদ্ধি পাওয়ায় সুফলভোগীদের ৮৯.৪৭% মৎস্য বিক্রির মাধ্যমে অতিরিক্ত আয় রেড়েছে বলে জানান। ক্রীক মালিকদের ৯৫.৮০% অভিমত প্রকাশ করেন যে, মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির সুযোগ বেড়েছে। ৪৮.৭৫% ক্রীক সুফলভোগদের মতে মৎস্য চাষ সম্পর্কে ধারণা বৃদ্ধি হয়েছে বলে জানান । প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মৎস্য চাষের উপকরণ সহজলভ্য হয়েছে বলে জানান ৮৬.৯% উত্তরদাতা । এছাড়া মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মীর সহায়তা সেবা বেড়েছে ৫৩.৫% ।

গুণগত উপাত্তঃ

গুণগত উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII), ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD), স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা কেস স্টাডি করা হয়েছে। এর থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপঃ

কেআইআইঃ

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও অন্যান্যদের সাথে সম্পাদিত কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলোর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

- ➢ পাহাড়ি গিরিখাতকে পরিবেশ বান্ধব জলাশয়ে রূপান্তর করে সমন্বিত মৎস্য চাষ সহ কৃষিতে সেচ, শাক-সবজি ও ফলের আবাদের সুযোগ তৈরী হয়েছে;
- ➢ প্রকল্পের কাজ তদারকি ও পর্যবেক্ষণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের পাহাড়ি উপজেলাগুলোতে প্রয়োজনীয় জনবল, যানবাহন ও ভ্রমণ ভাতা বৃদ্ধি করা জরুরী; এবং
- ➢ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে সম্পৃক্ত করা।

এফজিডি পর্যবেক্ষণঃ

প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ৩টি জেলার ২৫টি উপজেলার নমুনায়িত ১০টি উপজেলার প্রত্যেকটিতে ১টি করে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) করা হয়। চারটি পৃথক স্টেকহোল্ডার গ্রুপের সাথে এসব ডিসকাশন সভা করা হয়। চারটি গ্রুপ হচ্ছে যথাক্রমেঃ মৎস্যজীবী, মৎস্য চাষী, মৎস্য সেক্টরে নিয়োজিত শ্রমিক ও নারী। এসকল মতবিনিময় সভা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

- ➢ পাহাড়ি ঢল ও আকষ্মিক বন্যার ঝুঁকি থেকে রক্ষার জন্য ক্রীকের বাঁধ মজবুতকরণে প্যালাসাইটি (বল্লি, ড্রামসীট), বাঁধে ঘাস লাগানো, এছাড়াও ড্রেনের প্রশস্থতা বৃদ্ধিসহ (গেট বাল্ব স্থাপনের মাধ্যমে) পানি ধারণ ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা;
- ➢ ''ক্রীকে মৎস্য চাষ সংক্রান্ত মডিউল'' তৈরী করে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা; এবং
- ➢ গুণগত মান সম্মত পোনার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য অতি দ্রুত হ্যাচারী ও নার্সারীর ব্যবস্থা করা। বর্তমান পরিস্থিতিতে পার্বত্য জেলার নিকটস্থ জেলাগুলো থেকে দ্রুত বর্ধণশীল মৎস্য তেলাপিয়া , পাঙ্গাস মাছের পোনা সরবরাহ করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের অগ্রনী ভূমিকা পালন করা দরকার।

স্থানীয় কর্মশালার পর্যবেক্ষণঃ

- প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, যেমন মৎস্য সেক্টরে অনেক মানুষের কাজের ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে, যথাঃ মাছের ব্যবসা, মৎস্য সেক্টরে শ্রমিক, পেশাদার মৎস্য চাষী;
- জীব বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ হচ্ছে;
- সেচের পানি পাওয়া যাচ্ছে;
- মানুষের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- বাজার ও রপ্তানী ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে;
- পানির সমস্যার সমাধান হচ্ছে;
- ক্রীক প্রতি চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ কম;
- যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা খারাপ;
- চলমান প্রকল্পের হ্যাচারী স্থাপন হয়নি, পূর্বেকার প্রথম পর্যায়ে কাউখালী হ্যাচারী ও দ্বিতীয় পর্যায়ে বান্দরবানে নির্মিত হ্যাচারী থেকে যা পোনা উৎপাদন হয় তা দিয়ে প্রকল্প এলাকার চাহিদা পূরণ হয় না। ফলে মানসম্পন্ন পোনার সংস্থান নাই; এবং
- প্রায় প্রতি বছরই বিশেষত বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ি ঢল ও পাহাড়ি ধ্বস ক্রীকের বাঁধ ও ড্রেন ক্ষতিগ্রস্থ করে থাকে। যা টেকশইভাবে নির্মান ও সংস্কার একান্ত দরকার।

ক্রয় সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে। ক্রয় পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে বাস্তব ক্রয়ের সাথে পরিকল্পনার মিল নেই। উদাহরণস্বরূপ, ক্রয় পরিকল্পনাতে গাড়ি, পিক-আপ ও মোটর সাইকেল ক্রয়ের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির কথা থাকলেও তা করা হয়নি। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয় নির্ধারিত ভেন্ডর প্রগতির নিকট থেকে গাড়ি ও পিকআপ ক্রয় করা হয়। এছাড়া প্রকল্পের জন্য হোন্ডা ব্র্যান্ডের ২৫টি মোটরসাইকেল এটলাস বাংলাদেশ এর নিকট থেকে সরাসরি পদ্ধতিতে (DPM) সরাসরি ক্রয় করা হয়। ফাইবার বোট ক্রয়ের জন্য মূল ডিপিপিতে বাজেট ধার্য ছিলো ৭.৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু নির্ধারিত ওই টাকায় সংকুলান না হওয়ায় সংশোধনীতে ২০ লক্ষ টাকা PPR -২০০৮ এর বিধি ৭৪, ৭৫ ও ৭৬ অনুযায়ী বরাদ্দ রয়েছে। বর্তমানে ফাইবার বোট (স্প্রিড বোট) ক্রয়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

প্রতিবন্ধকতাঃ

এখানকার বেশীরভাগ ক্রীকই দুর্গম অঞ্চলে তাই যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রকল্পের মূল প্রস্তাবনাতেও কিছু ত্রুটি বিদ্যমান রয়েছে। যেমন: এত বড় একটি প্রকল্পের জন্য নেই প্রয়োজনীয় জনবল। বিশেষ করে কাজ তদারকি ও পর্যবেক্ষণের জন্য কোন মনিটরিং কর্মকর্তার সংস্থান ডিপিপিতে নেই। আনুষাঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা (ভ্রমণ ভাতা ও জ্বালানি খরচ) যা রয়েছে তা ও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

প্রকল্পের প্রভাবঃ

ইতিবাচক দিকগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে দরিদ্র পাহাড়ি জনগোষ্ঠির আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এটা একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। এ প্রকল্পে রয়েছে সাধারন মানুষের সম্পৃক্ততা ও গ্রহণযোগ্যতা । এখানকার নানাবিধ সমস্যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পানি সংকট যা সমাধানে প্রকল্পটি ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠি দৈনন্দিন জীবনে নানাবিধ গৃহস্থালী কাজ ছাড়াও ক্রীকগুলোকে সুপেয় পানির উৎস হিসেবে ব্যবহার করছে।

সুপারিশঃ

স্বল্প মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য:

- প্রকল্পটি জুন, ২০১৭ সালে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ক্রীকে মৎস্য চাষে গুণগত পোনা প্রাপ্তির সমস্যা নিরসনে প্রকল্পের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হ্যাচারী ও নার্সারী স্থাপনের কাজ সমাপ্ত করার উদ্যোগ নেওয়া জরুরী; এ ব্যাপারে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন খুবই জরুরী।
- মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট (মৎস্য) অধিদপ্তর নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প কার্যক্রম সমাপ্তির লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নিবিড় তদারকি আরো জোরদার করে প্রকল্পের অন্যান্য অংগগুলি (হ্যাচারী , নার্সারী, ফাইবার বোট ক্রয় ইত্যাদি) সহ ক্রীক উন্নয়নে ঠিকাদারের কাজ সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা অতীব প্রয়োজন;
- প্রকল্প শেষে এর বহির্গমন কৌশল (Exit Plan) নির্ধারণ করা জরুরী যাতে উন্নয়ন কর্মকান্ড দীর্ঘমেয়াদী হয় ও চলমান থাকে।
- টেকসইকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প শেষে উন্নয়নকৃত ক্রীকসমূহ হস্তান্তরের যথাযথ ব্যবস্থা মৎস্য অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন।
- ক্রীক উন্নয়নের কাজ শুষ্ক মৌসুমে বাস্তবায়ন করা;
- ক্রীকে কার্যকরী মৎস্য চাষ মডিউল প্রনয়ন করে মৎস্য চাষিদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহন করা ।
- ক্রীক দ্রুত বর্ধনশীল মৎস্য পাঙ্গাস, তেলাপিয়া চাষের জন্য মৎস্যচাষিদের উদ্ধুদ্ধ করা; এবং

দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য:

- সংগঠন ব্যবস্থাপনার জন্য নেতৃত্ব উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে সুফলভোগী দল শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে যাতে প্রকল্প শেষ হয়ে গেলেও সংগঠনগুলো নিজেদের চেষ্টায় প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে দীর্ঘস্থায়ী ভাবে কাজ করে যেতে পারে;
- ব্যাপক মানুষের অংশগ্রহণ থাকায় প্রকল্পটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বিধায় প্রকল্পের পরিধি ও সময়সীমা বৃদ্ধি/প্রকল্প সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। বিবেচ্য প্রকল্প সমাপ্তির পর ধারাবাহিকভাবে অবশিষ্ট ক্রীক উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য এর ৪র্থ পর্যায়ে গ্রহণ;
- প্রকল্প শেষে উন্নয়নকৃত ক্রীকগুলো মৎস্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকারের যৌথ ব্যবস্থাপনায় আনয়ন এবং মৎস্য অধিদপ্তরের প্রয়োজনে কারিগরি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে দীর্ঘ মেয়াদী নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।
- পার্বত্য অঞ্চলে সহনশীল মৎস্য চাষের জন্য ক্রীকে মাছ চাষ সম্পর্কিত গবেষণা করা দরকার;এই ব্যাপারে মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের সম্পৃক্ততা বাঞ্চনীয়।
- উন্নত পোনা মজুদ, শতাংশ প্রতি পোনা মজুদের সংখ্যা নির্ধারণ, মাছের খাবারের পরিমাণ নির্ধারণ এবং কখন কোন সাইজের পোনা মজুদ, কখন কোন সাইজের মৎস্য আহরণ এবং মৎস্যের রোগ বালাই সম্পর্কিত তথ্যাদি সম্বলিত করে ক্রীকে কার্যকরী মৎস্য চাষ মডিউল তৈরী করা প্রয়োজন;

প্রথম অধ্যায়ঃ
প্রকল্পের বর্ণনা

১.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম (তিন পার্বত্য জেলা- রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান) বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া জনপদগুলোর অন্যতম। দুর্গম পাহাড় আর অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এ অঞ্চলের জীবন-যাত্রার উন্নয়নের পথের অন্যতম বাঁধা। এ অঞ্চলটি পাহাড়ি ছড়া, ক্রীক, পাহাড়ের পাদদেশের ক্রীক ও গিরিখাদ দ্বারা সমৃদ্ধ। ক্রীক বলতে বোঝায় পাহাড়ে অবস্থিত ছড়া বা ঝিরি যেখানে দুই অথবা তিনদিকে পাহাড় বা টিলা এবং অন্যদিকে খোলা। সেই খোলা অংশে বাঁধ দিয়ে পানি আটকে যে জলাশয় সৃষ্টি করা হয় তাকে ক্রীক বলে। সাধারণত ক্রীকের পানির উৎস হয়ে থাকে ঝর্ণার পানি, পাহাড়ের গা চোঁয়ানো পানি এবং বৃষ্টির পানি। এসমস্ত খাদের একপাশ আটকে ক্রীক উন্নয়নের মাধ্যমে জলাশয় সৃষ্টি করা হচ্ছে, যা একদিকে সেচের পানির চাহিদা পূরণ করছে, পাশাপাশি গৃহস্থালী পানির যোগান ও মৎস্য চাষের কাজেও ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব ক্ষেত্র মৎস্য উৎপাদনের উৎস হলেও আধুনিক মৎস্য চাষ প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাব এবং পুঁজির সংকটের কারণে অধিকাংশ দরিদ্র পাহাড়ি জনগোষ্ঠী তা সদ্বব্যবহার করতে পারছিল না। এছাড়াও গুণগত মানসম্পন্ন পোনার অভাব এবং স্থানীয় পর্যায়ে সময়মত পোনা সরবরাহ না থাকায় মৎস্য চাষ কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হচ্ছিলো। এই অবস্থা বিবেচনায় এনে, মৎস্য অধিদপ্তর ''পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ'' প্রকল্পটির (প্রথম পর্যায়) ৪৮৫.৪৫ লক্ষ টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে জুন ২০০২ হতে জুন, ২০০৫ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটি দ্বিতীয় পর্যায়ে ৭৯১.১৫ লক্ষ টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০০৬ হতে জুন, ২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় সফলতার ভিত্তিতে (প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ১০১.৫৫ হেক্টর আয়তনে ৭৮ ক্রীকে বার্ষিক হেক্টর প্রতি ১ টন মৎস্য উৎপাদন এবং ২য় পর্যায়ে ১৩০.২৪ হেক্টর আয়তনে ২০৬ টি ক্রীকে বার্ষিক হেক্টর প্রতি ১.৬ টন মৎস্য উৎপাদন হওয়ায়) তৃতীয় পর্যায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- পার্বত্য জেলা সমূহে মৎস্য চাষ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, পাহাড়ি জনগণের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি এবং পুষ্টির মান উন্নয়ন;
- মৎস্য চাষ উন্নয়নের লক্ষ্যে পাহাড়ে ক্রীক নির্মাণের মাধ্যমে জলাশয় উন্নয়ন যা পরবর্তীতে পানির রিজার্ভার হিসেবে ব্যবহার;
- মৎস্য পোনা উৎপাদন ও লালন-পালনের লক্ষ্যে স্থায়ী নার্সারী পুকুর স্থাপন; এবং
- স্থানীয় মৎস্য চাষিদের মাছ চাষ বিষয়ক বিভিন্ন প্রযুক্তি প্যাকেজের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সম্প্রসারণ সেবা প্রদান।

১.৩ প্রকল্পের বিবরণঃ

- প্রকল্পের নাম : পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (তৃতীয় পর্যায়;১ম সংশোধিত)
- বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মৎস্য অধিদপ্তর
- প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয়
- প্রকল্প এলাকা : পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলার ২৫টি উপজেলা
- বাস্তবায়নকাল, অনুমোদিত ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদন পর্যায়	মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয়	হ্রাস/বৃদ্ধি
মূল অনুমোদন	জুলাই ২০১২ – জুন, ২০১৭	৬৮৪৭.২৪	-
১ম সংশোধিত	জুলাই ২০১২ – জুন, ২০১৭	৭১৫৯.০৫	+ (৫.৯৫%)

১.৪ প্রকল্প অনুমোদনের অবস্থাঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (তৃতীয় পর্যায়) মূল প্রকল্পটি ৬৮৪৭.২৪ লক্ষ টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে জুলাই ২০১২ হতে জুন, ২০১৬ মেয়াদ বাস্তবায়নের জন্য ১৬ অক্টেবর ২০১২ তারিখ অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ৭২৫৯.০৫ লক্ষ টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে জুলাই ২০১২ হতে জুন, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রথম বার ০১/০১/২০১৬ তারিখে সংশোধন করা হয়।

অনুমোদিত এই প্রকল্পের মোট ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ৬৮৪৭.২৪ লক্ষ । ১ জানুয়ারি ২০১৬ তে প্রথম সংশোধনীর মাধ্যমে প্রকল্পের ব্যয় ৭২৫৯.০৫ লক্ষ টাকা অনুমোদন নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত।

১.৪.১ প্রকল্প সংশোধনের কারণঃ

- ফাইবার বোট এর মূল্য বৃদ্ধি।
- নতুন বেতন স্কেল।
- জ্বালানী খাতে বরাদ্দ কমানো।
- ভূমি অধিগ্রহনে অর্থ হ্রাস।
- PWD রেট সিডিউল পরিবর্তন*
- অফিস ভাড়া বাবদ বরাদ্দ কর্তন।

*(PWD রেট সিডিউল ২০১১ অনুযায়ী নির্মাণ ব্যয় বাঁধের জন্য প্রতি মিটার ১০,৪০৫.০০ টাকা এবং আরসিসি ড্রেনের জন্য প্রতি মিটার ১০,৬৬৯.০০ টাকা। PWD রেট সিডিউল ২০১৪ অনুযায়ী নির্মাণ ব্যয় বাঁধের জন্য প্রতি মিটার ১৩৬৩২.০০ টাকা এবং আরসিসি ড্রেনের জন্য প্রতি মিটার ১২১১৪.০০ টাকা।)

১.৪.২ প্রথম সংশোধনে প্রধান প্রধান ব্যয় বৃদ্ধি / হ্রাসের বিবরণঃ

ক্রমিক নং	অংগের নাম	অনুমোদিত ব্যয়		ব্যয় হ্রাস / বৃদ্ধি
		মূল ডিপিপি অনুযায়ী	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ব্যয়	
রাজস্ব				
১	টিএ/ডিএ	৯০.০০	১২৩.০০	+৩৩.০০ (৩৬%)
২	জ্বালানী	১১০.০০	৬০.০০	-৫০.০০ (৪৫%)
মূলধন				
৩	বোট ক্রয় (ফাইবার রিইনফোর্সড)	৭.৫০	২০.০০	+১২.৫০ (১৬৬%)
৪	আসবাবপত্র	২০.০০	৩০.০০	+১০.০০ (৫০%)
৫	ভূমি অধিগ্রহণ	৯৪১.৬২	৮৩১.৪১	-১০২.২১ (১১%)
৬	খাগড়াছড়িতে মিনি হ্যাচারি স্থাপন	২৭৫.৮১	৪৪০.২২	+১৬৪.৬১ (৭%)
৭	ক্রীক উন্নয়ন	৪৫৩৭.১৬	৪৮৪৮.৩০	+৩১১.১৪ (৭%)

১.৫ বছর ভিত্তিক বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

বছর ভিত্তিক আর্থিক অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ (লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মূল প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত অর্থ	প্রকৃত ছাড়কৃত অর্থ	ব্যয়কৃত অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি
২০১২-১৩	৭০০০.০০	২৫০০.০০	২৪৯৯.০০	৯৯%৯৬.
২০১৩-১৪	১১৬৪.০৩	৯০০০০.	৮৯৯৫৮.০০	৯৯%৯৬.
২০১৪-১৫	১৩৬০.৫৩	২২৬১০০.	২২৫৯৬৮.০০	৯৯%৯৪.
২০১৫-১৬	১৮৪৫.৫৮	১৫৭৫.০০	১৩৬৭.১৮ (এপ্রিল/১৬ পর্যন্ত)	৬৫.১০%

উৎসঃ প্রকল্প দপ্তর - ২০১৬

১.৬ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহঃ

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যসমূহ নিম্নে ছক-১ এ দেখানো হল:

ছক-১: প্রধান প্রধান কার্যক্রম সমূহ

ক্রম	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা
১	ক্রীক/ জলাভূমি উন্নয়ন	প্রকল্পের প্রথম সংশোধনী মোতাবেক ৮৬৩ হেক্টর এলাকায় ৮২৮ টি ক্রীক উন্নয়ন করা।
২	হ্যাচারী স্থাপন	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাতে একটি মিনি হ্যাচারী স্থাপন করা।
৩	নার্সারী উন্নয়ন	প্রথম সংশোধনীতে নার্সারী পুকুরের পরিমাণ ২৫ একর নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তা অনুমোদন নেওয়া হয়েছে। (অনুমোদনের তারিখ ১ জানুয়ারি ২০১৬)
৪	সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ	প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রথম সংশোধনীতে প্রশিক্ষণের জন্য সুফলভোগীর সংখ্যা ৬৬০০ নির্ধারণ করা হয়েছে। সুফলভোগীদের মৎস্য চাষ সংক্রান্ত কারিগরী বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ।

উৎসঃ প্রকল্পের ডিপিপি

১.৭ প্রকল্পের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রাঃ

প্রকল্প শেষে পার্বত্য চট্টগ্রামের মৎস্য উৎপাদন বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যতে বৃদ্ধির একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

উৎপাদন (মৎস্য ও রেণুপোনা) বিবরণ	বর্তমান অবস্থা	ভবিষ্যৎ লক্ষ্যমাত্রা
৮৬৩ হেক্টর ক্রীক সংরক্ষিত এলাকায় বার্ষিক উৎপাদন	৬৮.৯৩ মেট্রিক টন	১৭২৬ মেট্রিক টন
মৎস্য পোনার বার্ষিক উৎপাদন হ্যাচারী পুকুর থেকে (৩ হেক্টর + নতুন ১ হেক্টর= ৪ হেক্টর	৫.৫ লক্ষ পোনা	৮ লক্ষ পোনা
ব্যাক্তি মালিকানা নার্সারী পুকুর থেকে (২৫ হেক্টর) বার্ষিক পোনা উৎপাদন	৩৭.৫ লক্ষ পোনা	৫০ লক্ষ পোনা
রেণুপোনা উৎপাদন (প্রতি হ্যাচারী থেকে ৩০ কেজি X ৪ টি)	*৬৫ কেজি প্রতি বছর (কাউখালী ও রামগড়)	১২০ কেজি প্রতি বছর

নোট * বর্তমানে কাউখালী মিনি হ্যাচারী থেকে বার্ষিক রেণুপোনা উৎপাদন ৩৩.৬ কেজি এবং রামগড় মিনি হ্যাচারী থেকে বার্ষিক রেণুপোনা উৎপাদন ৩১.৪ কেজি। উক্ত দুটি মিনি হ্যাচারী থেকে মোট ৬৫ কেজি রেণুপোনা উৎপাদন হচ্ছে। পানি স্বল্পতার কারণে বর্তমানে বান্দরবান মিনি হ্যাচারী থেকে রেণুপোনা উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না এবং অন্যদিকে খাগড়াছড়ি মিনি হ্যাচারী এখন পর্যন্ত স্থাপিত হয় নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম ও কার্যপরিধি

২.১ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের পটভূমিঃ

উন্নয়ন প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের কেন্দ্রীয় সংগঠন হচ্ছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়াধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)। এই বিভাগের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হিসেবে সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়িত / বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রনয়ণ করা হয়। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) তে অন্তর্ভুক্ত চলমান প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যা ও সম্ভাবনা নিরূপণের জন্য আইএমইডি ২০০৪ সাল হতে প্রতি বছরই কিছু গুরুত্বপূর্ণ চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ করে থাকে। এ ধারাবাহিকতায় প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি উপযোগিতা ও কার্যকারিতা জেনে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্তে আলোচ্য প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ করা হয়। স্বল্প মেয়াদী পরামর্শক হিসেবে নিয়োজিত পরামর্শকগণ নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ চলমান প্রকল্পসমূহ পরিবীক্ষণ করে সুপারিশ প্রনয়ণ করে থাকেন।

নির্বাচিত প্রকল্পটি নিবিড় পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে ১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টরের মহাপরিচালকের সাথে ব্যক্তি পরামর্শকের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। **''পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারন (তৃতীয় পর্যায়,১ম সংশোধিত)''** শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের কর্মপদ্ধতি ও ফলাফলসমূহ Report-এ অন্তভূর্ক্ত করা হয়েছে।

চুক্তি সম্পাদনের পর ব্যক্তিপরামর্শক, সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক ও সহকারী পরিচালকসহ অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সংগে কাজের পরিধি, উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি সভায় মিলিত হন। উক্ত সভার পর সংশ্লিষ্ট শাখা হতে ব্যক্তি পরামর্শককে প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করা হয়। প্রাপ্ত দলিলাদি ও তথ্যাদি পর্যালোচনার পর, ব্যক্তি পরামর্শক উল্লিখিত প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশ্নমালা তৈরী করে, যা এই প্রতিবেদনের শেষাংশে পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে।

২.২ পরামর্শকের কার্যপরিধি (TOR):

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজে পরামর্শকের যে সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন দায়িত্ব সম্পাদন করতে হবে তা নিম্নরূপ:

- প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/ সংশোধন, অর্থায়নের অবস্থা ইত্যাদি) পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের সার্বিক এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশ, বিশ্লেষণ, সারণীতে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের সিভিল ওয়ার্ক এর গুণগত ও পরিমাণগত দিক যাচাই এবং এ সংক্রান্ত পন্য ক্রয় সম্পর্কিত দিক বিশ্লেষণ;
- প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজের ক্রয় প্রক্রিয়া (টেন্ডার আহবান, মূল্যায়ন, অনুমোদন, কার্যাদেশ) পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ এর আলোকে হয়েছে কি না তা যাচাই করা;
- বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের চলমান কার্যক্রমসমূহের সার্বিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও মতামত তৈরী;
- প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের কাজ বিলম্বিত হয়ে থাকলে তার কারণ বিশ্লেষণ;
- SWOT বিশ্লেষণ;
- প্রকল্পের কোন কার্যক্রম/ কম্পোনেন্ট ওভারল্যাপিং হয়েছে কিনা তা যাচাই করা;
- নিবিড় পরিবীক্ষণের প্রাপ্ত ফলাফল (Findings) এর উপর সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান;
- প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জন ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য এর ডিজাইনে কোন সংযোজন বা পরিবর্তন দরকার আছে কি না তা যাচাই করা;
- চলমান প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের সাথে ইতিপূর্বে সমাপ্ত প্রকল্পের তুলনামূলক বিবরণী; এবং
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

২.৩ কর্ম পরিকল্পনা:

ক্রম	কাজ	সম্পন্ন হওয়ার সময়সীমা	মন্তব্য
১	চুক্তি সম্পাদন	১ ডিসেম্বর, ২০১৫	সম্পন্ন হয়েছে
২	ইনসেপশন প্রতিবেদন দাখিল	১৫ ডিসেম্বর, ২০১৫	সম্পন্ন হয়েছে
৩	টেকনিক্যাল কমিটিতে উপস্থাপন	২৯ ডিসেম্বর, ২০১৫	সম্পন্ন হয়েছে
৪	সংশোধন পূর্বক স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন	২৫ জানুয়ারী, ২০১৬	সম্পন্ন হয়েছে
৫	ইনসেপশন প্রতিবেদন ও প্রশ্নমালা অনুমোদন	১২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬	সম্পন্ন হয়েছে
৬	তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষন	১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬	সম্পন্ন হয়েছে
৭	মাঠ পর্যায় হইতে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ	২২ ফেব্রুয়ারী - ১৩ মার্চ, ২০১৬	সম্পন্ন হয়েছে
৮	প্রথম খসড়া প্রতিবেদন দাখিল	২৭ মার্চ, ২০১৬	সম্পন্ন হয়েছে
৯	প্রথম খসড়া টেকনিক্যাল কমিটিতে উপস্থাপন	৩০ মার্চ, ২০১৬	সম্পন্ন হয়েছে
১০	প্রথম খসড়া সংশোধনপূর্বক স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন	০৮ মে, ২০১৬	সম্পন্ন হয়েছে
১২	জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালা	০১ জুন , ২০১৬	সম্পন্ন হয়েছে
১৩	চুড়ান্ত খসড়া টেকনিক্যাল কমিটিতে উপস্থাপন	১৪ জুন , ২০১৬	সম্পন্ন হয়েছে
১৪	চুড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল	২০ জুন, ২০১৬	সম্ভাব্য

তৃতীয় অধ্যায়ঃ
কার্যপদ্ধতি (Methodology)

৩.১ ধারণাগত কাঠামো (Conceptual Framework):

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- পার্বত্য জেলাসমূহে মৎস্য চাষ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, পাহাড়ি জনগণের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি এবং পুষ্টির মান উন্নয়ন। নিম্নোক্ত সুচকসমূহ বিস্তৃত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ করা হয়েছে (ছক-২)।

ছক - ২: ধারণাগত কাঠামো

যোগান	লক্ষ্যমাত্রা	প্রমাণযোগ্য সূচক	
		বাস্তবায়ন অবস্থা	প্রত্যাশিত ফলাফল
১	২	৩	৪
• মাঠ পর্য়ায় থেকে প্রাথমিক তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ • প্রকল্প অফিস থেকে সেকেন্ডারী তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ • ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ও কেআইআই, স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা সেশনের আয়োজন • ডিপিপি, মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রকল্পের অগ্রগতি এবং অনুরূপ অন্যান্য প্রতিবেদন পর্যালোচনা	• প্রকল্পের অগ্রগতি নিরূপন ও মূল্যায়ন • প্রকল্প কর্মকান্ডের গুণগত ও পরিমাণগত মানের মূল্যায়ন, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও দিক নির্দেশনা তৈরী • প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা • প্রকল্পের নকশাতে কোন পরিবর্তন দরকার আছে কি না তা যাচাই করে সুপারিশমালা প্রনয়ণ। • ক্রয়সংক্রান্ত • বিলম্বের কারন • SWOT	• সুফলভোগী দল গঠন ও সহায়তা প্রদান • সুফলভোগী দলের প্রশিক্ষণ • ক্রীক উন্নয়ন • নার্সারী উন্নয়ন • মিনি হ্যাচারী স্থাপন	• প্রকল্প চলাকালীন সময়ে ৮৬৩ হেক্টর এলাকায় ৮২৮ টি ক্রীক ও জলাভূমি উন্নয়ন • প্রকল্প চলাকালীন সময়ে একটি মিনি হ্যাচারী স্থাপন (৬ টি হ্যাচিং পিট স্থাপন) রেনু উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা • ২৫ একর আয়তনে নার্সারী স্থাপন • ৬৬০০ সুফলভোগীর মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি • মৎস্য উৎপাদন বার্ষিক ১৭২৬ মেট্রিক টন ।

উৎসঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ - ২০১৬

৩ ২.কার্যপদ্ধতি (Methodology)

কার্যপদ্ধতিটি পরিমাণগত (quantitative) এবং গুণগত (qualitative) এ দুভাগে পরিচালনা করা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে কার্যপদ্ধতি এবং যৌক্তিকতা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

এই প্রকল্পের অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলার (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) ২৫টি উপজেলার সকল ইউনিয়নে প্রকল্প কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত। সর্বশেষ আইএমইডি-র স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্বাচিত ১০টি উপজেলার সর্বমোট ৩৩৫টি ক্রীকের ৩০% জরীপের জন্য ১০০টি ক্রিক বিবেচনায় আনা হয়। আইএমইডির ১ম টেকনিক্যাল কমিটির পরামর্শ বিবেচনায় এনে নিবিড় পরিবীক্ষণের কার্যপরিধি অনুযায়ী প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তিনটি জেলার প্রতিটি থেকে ৩ টি করে ৯ টি এবং রাঙ্গামাটি থেকে ১টি অতিরিক্ত সহ মোট ১০টি উপজেলা নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমটি পরিচালনা করার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ক্রীকের সংখ্যা বিবেচনা করা হয়েছে। যে সকল উপজেলাতে ক্রীক সংখ্যা বেশী সেকল উপজেলাকে নির্বাচিত করা হয়েছে। ক্রীকের আয়তনকে ৪টি শ্রেণিতে বিভাজন করা হয়েছে। ১০০টি নমুনা ক্রীকের মধ্যে ১ হেক্টরের নিচে ৫০টি , ১.১ হেক্টর হতে ১.৫ হেক্টরে ২৯টি, ১.৫১ থেকে ২.০ হেক্টরে ৭টি এবং ২.১ হেক্টরের উর্দ্ধে ১৪টি ক্রীক। নমুনা হিসেবে প্রত্যেক উপজেলায় স্ট্রাটা (strata) অনুযায়ী ৩০% ক্রীক নির্ণয় করা হয়েছে। নমুনা ক্রীক নির্বাচনের ক্ষেত্রে Systematic Random Sampling পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম নমুনা সংখ্যা দৈবচয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহের জন্য নিম্নে উল্লেখিত প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছে (ছক - ৩)।

ছক - ৩: প্রশ্নমালার ধরণ ও সংখ্যা

প্রশ্নমালা	তথ্য প্রদানকারীর ধরণ	সংখ্যা	প্রশ্নালার ধরণ
ক্রীকভিত্তিক জরীপ	ক্রীক মালিক ও সুফলভোগী (১০০+১০০)	২০০	প্রশ্নমালা
মূল তথ্য প্রদানকারীর সাক্ষাৎকার (KII)	প্রকল্প/উপ প্রকল্প পরিচালক, জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপ-সহকার প্রকৌশলী এবং সুফলভোগী নয় এমন ব্যক্তি (স্থানীয় জন প্রতিনিধি, মৎস্যচাষী, মৎস্য ব্যবসায়ী, নারী ও স্থানীয় গন্যমান্য)	২৩	মূল তথ্য প্রদানকারীর সাক্ষাৎকার প্রশ্নমালা
ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন (FGD)	মৎস্যচাষী, মৎস্য ব্যবসায়ী, নারী এবং মৎস্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিক সুফলভোগী	১০	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) চেকলিস্ট
গ্রাম ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালা	উপজেলা পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, মৎস্যচাষী, মৎস্য ব্যবসায়ী, নারী এবং স্থানীয় গন্যমান্য	৫	কর্মশালা সূচি
	মোট	২৩৮	

উৎসঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ - ২০১৬

ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রশ্নমালা তৈরী করে টেন্ডার মোতাবেক কাজের অগ্রগতি তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

একইসাথে প্রকল্পের অধীন চলমান পর্যায়ের একটি ও বিগত পর্যায়ের ২টি হ্যাচারীর কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যাদিও পর্যালোচনা করা হয়েছে। অধিকন্তু প্রকল্পের ১ম ও ২য় পর্যায়ের বাস্তবায়িত কিছু ক্রীক ও তার সুফলভোগীগণের বর্তমান অবস্থাও প্রতিবেদন দেখানো হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য/ উপাত্ত সংগ্রহের জন্য নমুনায়িত ১০০টি ক্রীকের মালিক ও ক্রীকভিত্তিক সংগঠনের সদস্য (নারী/পুরুষ) এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে (ছক -৪)। এছাড়া প্রকল্প/উপ-প্রকল্প পরিচালক, জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও বিভিন্ন এলাকার পেশাজীবীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

ছক-৪: ক্রীকের নমুনা সংখ্যা

জেলা	উপজেলা	সমাপ্ত/চলমান ক্রীক সংখ্যা	নমুনা সংখ্যা
রাঙ্গামাটি	কাউখালী	৩০	১০
	বরকল	১৬	৫
	বাঘাইছড়ি	৩৬	১১
	নানিয়ারচর	৫১	১৫
খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর	৪৪	১৩
	দিঘিনালা	৫০	১৫
	মহালছড়ি	৩৭	১১
বান্দরবান	রোয়াংছড়ি	২৮	৮
	নাইক্ষ্যংছড়ি	২৫	৭
	থানচি	১৮	৫
মোট	১০টি উপজেলা	৩৩৫	১০০

উৎসঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ - ২০১৬

৩.৩ তথ্য সংগ্রহ ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর ধরণঃ

প্রকল্প এলাকার কার্যক্রমসমূহ বাস্তব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পর্যালোচনা করে অগ্রগতি নিরূপণ করা হয়েছে। নমুনা গ্রহণের মাধ্যমে বাছাই করা (পূর্বে উল্লিখিত) এলাকার চলমান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে নমুনায়িত ক্রীকগুলো হতে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া এফজিডি, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, গ্রাম ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালা, সেকেন্ডারী তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩.৩.১ ক্রীকভিত্তিক সংগঠনের সদস্যদের মতামত পর্যালোচনা:

মাঠ পর্যায়ে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রস্ততকৃত ও আইএমইডি কর্তৃক অনুমোদিত প্রশ্নমালা ও চেকলিষ্ট ভিত্তি করে ৬ জন তথ্য সংগ্রহকারীকে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠে পাঠানো হয়। মোট তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে তথ্য সংগ্রহকারীরা ৩ টি জেলার নির্বাচিত ১০ টি উপজেলার ১০০ টি নমুনায়িত ক্রীক পরিদর্শন করে উপাত্ত সংগ্রহ করে। প্রতিটি ক্রীক থেকে ২ জন করে মোট ২০০ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রশ্নমালা পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া হলো।

৩.৩.২ ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন (FGD):

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (তৃতীয় পর্যায়) এর চলমান কার্যক্রমের সমস্যা চিহ্নিতকরণ, বর্তমান অবস্থা, এর সাথে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা, স্থানীয় জনগোষ্ঠী কিভাবে এই প্রকল্প দ্বারা উপকৃত হচ্ছে, প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা গ্রহণের জন্য পেশাভিত্তিক জনগোষ্ঠীর (সুফলভোগী- মৎস্যচাষী, নারী, মৎস্যজীবী ও মৎস্য সেক্টরে নিয়োজিত শ্রমিক) সাথে মোট ১০ টি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) আয়োজন করা হয় (ছক-৫) । এ সংক্রান্ত চেকলিস্ট পরিশিষ্ট ২ এ দেয়া হলো।

ছক - ৫: ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন তালিকা

উপজেলা	স্থান	তারিখ	দল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
খাগড়াছড়ি সদর	ভাইবোনছড়ি	২৫/০২/২০১৬	মৎস্যজীবী	১০
দিঘিনালা	মধ্য বেতছড়ি	২২/০২/২০১৬	মৎস্যচাষী	১০
দিঘিনালা	মধ্য আদাম	২৩/০২/২০১৬	মহিলা	১০
মহালছড়ি	উল্টোছড়ি	২৭/০২/২০১৫	মৎস্য শ্রমিক	১০
বাঘাইছড়ি	মুসলিম ব্লক	২৫/০২/২০১৬	মৎস্য শ্রমিক	১০
বরকল	কলাবুনিয়া বাজার	৩১/০১/২০১৬	মৎস্যজীবী	১১
কাউখালী	রাংচিপাড়া	২৩/০২/২০১৬	মৎস্যজীবী	৮
নানিয়ারচর	খামারপাড়া	২২/০২/২০১৬	মৎস্য শ্রমিক	৮
নাইক্ষ্যংছড়ি	আশারতলী	২৭/০২/২০১৬	মৎস্যচাষী	৯
রোয়াংছড়ি	নোথাপতং বাজার	২৭/০২/২০১৬	মৎস্যচাষী	১০

উৎসঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ — ২০১৬

৩.৩.৩ মূল তথ্য প্রদানকারীর সাক্ষাৎকার (KII):

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন, প্রকল্পের অবকাঠামো সমূহের গুণগত মান ও পরিমাণ/সংখ্যা, ক্রয় পদ্ধতি, প্রকল্পের কার্যক্রমের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি, সময়মত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে কিনা, প্রকল্পটি আরো বেশী কার্যকর ও ফলপ্রসু করার নিমিত্ত প্রকল্পের নকশা উন্নয়নে আরো কিছু প্রয়োজন আছে কিনা তা যাচাই ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণের জন্য প্রকল্প/উপ-প্রকল্প পরিচালক, জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা এবং উপসহকারী প্রকৌশলীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এছাড়া নির্বাচিত ১০ টি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের স্থানীয় গন্যমান্য ও পেশাজীবীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় (ছক-৬)। এ সংক্রান্ত চেকলিস্ট পরিশিষ্ট ৩ এ দেয়া হলো।

ছক - ৬: কেআইআই'র তালিকা

জেলা	সাক্ষাৎকারদানকারীর ধরণ	মোট সাক্ষাৎ সংখ্যা
রাঙ্গামাটি	প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (কাউখালী, নানিয়ারচর, বাঘাইছড়ি ও বরকল), উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।	১১
বান্দরবান	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (নাইক্ষ্যংছড়ি, রোয়াংছড়ি ও থানচি) উপজেলা চেয়ারম্যান- বান্দরবান এবং স্থানীয় গন্যমান্য ।	৬
খাগড়াছড়ি	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (দিঘিনালা, খাগড়াছড়ি সদর ও মহালছড়ি) এবং স্থানীয় গন্যমান্য ।	৬
	মোট সাক্ষাৎকার গ্রহণ	২৩

উৎসঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ – ২০১৬

৩.৩.৪ গ্রাম ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালা:

গ্রাম ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ দলীয় আলোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত করে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে (ছক-৭)। এ কর্মশালায় প্রকল্পভূক্ত সুফলভোগী দলের বিভিন্ন পেশাভিত্তিক সদস্য, উপজেলা পর্যায়ের মৎস্য কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। এসংক্রান্ত সূচীপত্র পরিশিষ্ট ৪ এ দেয়া হলো।

ছক- ৭: কর্মশালার তালিকা

জেলা	উপজেলা	অংশগ্রহণকারীর ধরণ	মোট অংশগ্রহণকারী
রাঙ্গামাটি	বাঘাইছড়ি	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পৌর মেয়র, শিক্ষক প্রতিনিধি, মসজিদের ইমাম, মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষী, ইউপি প্রতিনিধি এবং সুফলভোগী।	২৩
বান্দরবান	নাইক্ষ্যংছড়ি	মৎস্য কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, শিক্ষক প্রতিনিধি, মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষী, ক্রীক মালিক, সাংবাদিক, এমপি'র প্রতিনিধি এবং সুফলভোগী।	২১
	থানচি	মৎস্য কর্মকর্তার প্রতিনিধি, পৌর মেয়র, শিক্ষক প্রতিনিধি, মসজিদের ইমাম, মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষী, ইউপি প্রতিনিধি এবং সুফলভোগী।	১৯
খাগড়াছড়ি	দিঘিনালা	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, নার্সারী মালিক, মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষী, ক্রীক মালিক, এমপি'র প্রতিনিধি এবং সুফলভোগী।	২৭
	মহালছড়ি	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, নার্সারী মালিক, মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষী, ক্রীক মালিক, এমপি'র প্রতিনিধি এবং সুফলভোগী।	২৫

উৎসঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ – ২০১৬

৩.৩.৫ মুদ্রিত রচনাবলী/ ডকুমেন্টস পর্যালোচনাঃ

প্রকল্পের ডকুমেন্টস যথা ডিপিপি, প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং হ্যাচারীর উৎপাদনের বিভিন্ন তথ্য ও পূর্বের প্রকল্পের মূল্যায়ন জরিপের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৩.৪ দরপত্র মোতাবেক নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ

এ প্রকল্পের অধীনে শুরু থেকে এপ্রল ২০১৬ পর্যন্ত যে সকল নির্মাণ কাজের দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে সেগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এসব তথ্যের মাধ্যমে নির্মাণ কাজ কোন পর্যায়ে আছে (বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি), কার্যাদেশ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হয়েছে কিনা, না হলে তার কারণ, সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাব্য সময়, আর্থিক অগ্রগতি ইত্যাদি জানা সম্ভব হয়েছে। এসংক্রান্ত প্রশ্নমালা পরিশিষ্ট ৫ এ দেয়া হলো।

৩.৫ পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণঃ

মালামাল, নির্মাণ ও সেবা ক্রয়ে পিপিএ-২০০৬ পিপিআর-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি-না এবং টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণে কোন ব্যত্যয় হয়ে থাকলে তা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়ের প্রধান প্রধান কয়েকটি প্যাকেজের টেন্ডার ডকুমেন্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সম্পাদিত কাজের গুণগত মান তথা টেন্ডারের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পাদন করা হয়েছে কি-না সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যা পরিশিষ্ট ৬ এ দেয়া হলো

৩.৬ তথ্য সংগ্রহের মান নিয়ন্ত্রণঃ

গুণগতমান সম্পন্ন তথ্য যে কোন সমীক্ষারই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার উপর নির্ভর করে, একটি গুণগত মানের প্রতিবেদন। গুণগতমানের তথ্য প্রবাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ নিবিড় পরিবীক্ষণের তথ্য সংগ্রহ থেকে যাচাই ও বিশ্লেষণে বিশেষ গুরুত্বসহ প্রতি ধাপে কাজ করা হয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

৩.৬.১ তথ্য সংগ্রহঃ

তথ্য সংগ্রহকারীগণ প্রাপ্ত তথ্য প্রতিদিন শেষে সংশোধন ও কোডিং করতেন। এসময় তথ্যে কোন অসামঞ্জস্যতা পাওয়া গেলে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নিতেন।

৩.৬.২ তথ্য যাচাইঃ

মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যগুলো পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন স্তরে যাচাই করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রেখে তথ্য সংগ্রহকারীদের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়েছে। ব্যক্তি পরামর্শক তথ্য সংগ্রহকারীদের কাজের নমুনা পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং এসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এছাড়া প্রকল্প/ উপ-প্রকল্প পরিচালক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান একাধিক উপজেলা চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট হ্যাচারী ব্যবস্থাপকদের (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের) সাথে পোনা উৎপাদন ও হ্যাচারীর বর্তমান অবস্থা বিশেষকরে কোন সমস্যা আছে কিনা সে ব্যাপারে মত বিনিময় করেন। এছাড়া নির্মাণ কাজের উপকরন পরীক্ষা, টেন্ডার ডকুমেন্টস পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং টেন্ডার ডকুমেন্টস এ বর্ণিত ও সমাপ্ত কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা তা যাচাই করা হয়েছে।

৩.৭ অবজারভেশন চেকলিস্টঃ

নমুনায়িত প্রতিটি ক্রীকের সামগ্রিক অবস্থা পর্যবেক্ষণপূর্বক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সাক্ষাৎ গ্রহণকারী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং ক্ষেত্র বিশেষে মৎস্য অধিদপ্তরের ও প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সহায়তা নিয়ে এ কাজ সম্পাদন করেছেন। নির্মাণ নকশা অনুযায়ী নির্মাণ কাজের বিশেষতঃ ক্রীক, হ্যাচারী ও নমুনায়িত নার্সারী পুকুর সরেজমীনে পরিমাপ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত চেকলিস্ট পরিশিষ্ট-৭ এ দেয়া হলো।

৩.৮ সুফলভোগী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণঃ

প্রকল্পের সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত দলিলাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী ও তার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে কি না তা যাচাই, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কয়েকজন সুফলভোগীর সাথে প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.৯ প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাঃ

প্রকল্প/ উপ-প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সবল ও দুর্বল দিক, প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি, বিভিন্ন কার্যক্রমের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.১০ এডিটিং ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণঃ

পূরণকৃত প্রশ্নাবলী সমূহকে প্রাথমিক তথ্যের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শক্রমে Tabulation Plan করা হয়েছে। নিম্নোক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ক) প্রশ্নাবলী সম্পাদনা ও কোডিং : কম্পিউটারে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে প্রতিটি প্রশ্নপত্রকে সম্পাদনা ও কোডিং করা হয়েছে।

খ) তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ : সংগৃহীত তথ্যসমূহ বিশ্লেণের জন্য কম্পিউটারে ডাটাবেইস তৈরী করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে SPSS প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়েছে।

৩.১১ SWOT বিশ্লেষণঃ

প্রকল্পের সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে SWOT বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই অনুশীলনের থেকে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং প্রতিবেদনের পরবর্তীতে অষ্টম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে। SWOT বিশ্লেষেনের ক্ষেত্রে Brain Storming পদ্ধতিটি মাঠ পর্যায়ে অনুশীলন করা হয়েছে। এই অনুশীলনের অংশগ্রহনকারী হিসেবে প্রকল্পের সুফলভোগী ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের কর্মীদেরকে চিহ্নিত ও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। নমুনায়িত ১০টি উপজেলা থেকে ৫টি উপজেলাতে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা

৪.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রকল্পের বাস্তব অবস্থার অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। নিম্নে এসংক্রান্ত একটি ছক দেওয়া হলোঃ

ছক - ৮: প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন

ডিপিপি অনুযায়ী উদ্দেশ্য	প্রকৃত বাস্তবায়ন	মন্তব্য
পার্বত্য জেলা সমূহে মৎস্য চাষ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, পাহাড়ি জনগণের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি এবং পুষ্টির মান উন্নয়ন;	উন্নয়নকৃত ৫৩৩ টি ক্রীকের মধ্যে ৪৩৯টি ক্রীকে মৎস্য চাষ শুরু হয়েছে এবং উৎপাদন হয়েছে ১৯৯টি ক্রীকে। প্রকল্পের প্রাপ্ত প্রকল্প দপ্তরের সূত্রমতে হেক্টর প্রতি মাছের উৎপাদন হচ্ছে ৭১৫ কেজি, পক্ষান্তরে নিবিড় পরিবীক্ষণের তথ্য থেকে প্রতি হেক্টর উৎপাদন ১০৯৪.১৩ কে.জি. পাওয়া গেছে যা এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও পুষ্টির মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।	প্রকল্প শুরুর প্রথম দিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে হেক্টর প্রতি ৩৭৮ কেজি যা উন্নিত হয়ে ৭১৫.২৪ কেজি হয়েছে। (তথ্যসূত্র: প্রকল্প দপ্তর) নিবিড় পরিবীক্ষণের তথ্য হেক্টর প্রতি ১০৯৪.১৩ কে.জি. রেকর্ড করা হয়েছে। প্রকল্পের হেক্টর প্রতি লক্ষ্যমাত্রা ২টন কে.জি. যা অর্জিত হয়নি। প্রথমতঃ সকল ক্রীকে মৎস্য চাষ শুরু হয়নি, দ্বিতীয়ত সকল ক্রীকে মৎস্য আহরণ শুরু হয়নি। এছাড়াও নিয়ম মাফিক পোনা মজুদ, খাবার প্রদান না করায় মৎস্য উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটে।
মৎস্য চাষ উন্নয়নের লক্ষ্যে পাহাড়ে ক্রীক নির্মাণের মাধ্যমে জলাশয় উন্নয়ন যা পরবর্তীতে পানির রিজার্ভার হিসেবে ব্যবহৃত হবে;	সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক ৮২৮ টি ক্রীকের মধ্যে ৫৩৩ টির উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ক্রীকগুলো স্থানীয়ভাবে পানির আধার হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। এখানে মৎস্য চাষ ছাড়াও গৃহস্থালী, ধান ও শাক-সবজি চাষে ক্রীকের পানি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হাঁস পালন শুরু হয়েছে।	অবশিষ্ট ২৯৫ টি উন্নয়নের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে কিন্তু কাজ শুরু হয়নি। তবে প্রকল্প মেয়াদকালীন সময়ে সমাপ্ত হবে বলে প্রকল্প অফিস থেকে জানা গেছে, কোন কর্মপরিকল্পনা নেই, সম্পাদনের বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। প্রকল্প ক্রীক নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালকের সংরক্ষিত ক্ষমতা স্বচ্ছতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নে জটিলতা সৃষ্টি করেছে।
মৎস্যের পোনা উৎপাদন ও লালন-পালনের লক্ষ্যে স্থায়ী নার্সারী পুকুর স্থাপন;	নার্সারী পুকুর স্থাপন কাজ শুরু করা হয়নি	যেহেতু ডিপিপিতে নার্সারীর তালিকা দেওয়া ছিলো না, প্রকল্পের দ্বিতীয় বছরেই এ বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া যেতো, অথচ অদ্যবধি নার্সারীর চুড়ান্ত তালিকা সম্পন্ন করা হয়নি।
স্থানীয় মৎস্য চাষীদের মাছ চাষ বিষয়ক বিভিন্ন প্রযুক্তি প্যাকেজের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সম্প্রসারণ সেবা প্রদান।	প্রকল্পের আওতায় ১৪৯ ব্যাচে মোট ৪৪৭০ জন সুফলভোগীকে সমন্বিত রুই জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে	অবশিষ্ট ২১৯০ জনকে প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে শেষ হবে বলে প্রকল্প অফিস থেকে জানা গেছে। ক্রীকে মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী করে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

উৎসঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ - ২০১৬

৪.২ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (তৃতীয় পর্যায়) [প্রথম সংশোধিত] মোট প্রকল্প ব্যয় ৬৮৪৭.২৪ থেকে প্রকল্পের মেয়াদকাল ঠিক রেখে ৭২৫৯.০৫ লক্ষ টাকায় উন্নিত করা হয়েছে। *প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর থেকে আনা এপ্রিল ২০১৬ মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদনে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় দেখানো হয়েছে ৪৫৪৮.৪৩ লক্ষ টাকা, যা প্রকল্পের মোট ব্যয়ের শতকরা ৬৫.১%। নিম্নে এপ্রিল ২০১৬ মাস পর্যন্ত প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষমাত্রা ও অগ্রগতি দেখানো হলো:

এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ছক - ৯: অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

ক্রম	ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গ সমূহ	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি বছরের লক্ষ্যমাত্রা (২০১৫-২০১৬)		এপ্রিল/১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)
ক) রাজস্ব ব্যয়								
১	কর্মকর্তাদের বেতন	১০০.৭৯	৩৩.০৪	৩২.৭৮%	৩১.৪৪	৩১.১১%	১৭.৯৫	১৭.৮১%
২	কর্মচারীদের বেতন	১৯.৮৭	৫.১৮	২৬.০৭%	৫.৪১	২৭.২৩%	২.৩৪	১১.৭৮%
৩	কর্মকর্তা কর্মচারীদের ভাতা	৯৩.৬৫	৪৩.৫২	৪৬.৪৭%	১৬.৮৮	১৮.০২%	১৭.৭৫	১৮.৯৬%
৪	আউটসোর্সিং (২১ জন)	১২০.২৬	৬০.৪০	৫০.২২%	৪২.৪১	৩৫.২৭%	২৭.২৬	২২.৫৯%
৫	ওভারটাইম	৩.৫০	১.৩৯	৩৯.৬৭%	০.৬০	১৭.১৪%	০.০০	০.০০%
৬	টিএ/ডিএ	১২৩.০০	৬৩.৭৪	-	৩৪.৪৩	-	১৮.৬৬	-
৭	অফিস ভাড়া	০.০০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
৮	ভুমি/ পৌর ট্যাক্স	০.৫০	০.০৮	১৬.৭৩%	০.২০	৪০.০০%	০.০০	০.০০%
৯	ডাক	০.২৫	০.১৩	৫২.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
১০	টেলিফোন বিল	০.৪০	০.১০	২৪.৮৫%	০.১০	২২.২২%	০.৫০	৫.৫০%
১১	গাড়ি নিবন্ধন ফিস	৬.৭৫	৫.৯১	৮৭.৫৬%	০.৮৩	১২.৩০%	০.০০	০.০০%
১২	বিদ্যুৎ বিল	৯.০০	৫.০২	৫৫.৭৯%	২.০০	২২.২২%	০.৫০	৫.৫০%
১৩	জ্বালানী	৬০.০০	২১.৭১	৩৬.১৯%	১৩.০০	২১.৬৭%	৬.২০	১১.০৭%
১৪	প্রিন্টিং	১০.০০	৫.৫০	৫৪.৯৮%	২.৭৫	২৭.৫০%	২.০০	২০.০০%
১৫	স্টেশনারী	১৯.০০	১১.০৫	৫৮.১৪%	৩.০০	১৫.৭৯%	২.০০	১০.৫২%
১৬	বিজ্ঞাপন	১৩.০০	৭.১০	৫৪.৬৫%	২.৭৫	২৭.৫০%	২.০০	২০.০০%
১৭	প্রশিক্ষণ (২২০ ব্যাচ)	৫৫.০০	৩০.২৫	৫৫.০০%	১৩.৫০	২৪.৫৫%	৪.০০	৭.২৭%
১৮	কর্মশালা/সেমিনার	৫.০০	০.০০	০.০০%	৫.০০	১০০.০০%	০.০০	০.০০%
১৯	মজুরী	৭.০০	৩.০০	৪২.৮৬%	২.০০	২৮.৫৭%	১.৫০	২১.৪৬%
২০	কেমিক্যাল	১৫.০০	৮.৪৭	৫৬.৪৫%	৩.৭০	২৪.৬৭%	৩.৬১	২৪.৬৩%
২১	সার	১০.০০	৫.১৪	৫১.৪৩%	২.৫০	২৫.০০%	২.৫০	২৫.০০%
২২	মা মাছ	১৫.০০	৭.০০	৪৬.৬৫%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
২৩	মাছের খাদ্য	৩২.০০	১৯.৯৮	৬২.৪৪%	৫.০০	১৫.৬৩%	৪.৯৯	১৫.৬১%
২৪	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	৭.০০	২.৩০	৩২.৮৬%	৩.৫০	৫০.০০%	০.০০	০.০০%
২৫	বিবিধ	৪.০০	২.৩৯	৫৯.৮৩%	১.০০	২৫.০০%	০.৫০	১২.৪৯%
২৬	গাড়ি মেরামত	৭.০০	১.৪৯	২১.২৫%	৩.০০	৪২.৮৬%	০.০০	০.০০%
২৭	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত	২.৫০	০.৫০	১৯.৮৮%	০.৭৫	৩০.০০%	০.০০	০.০০%
২৮	হ্যাচারী সংস্কার	৩৫.০০	২৩.৯৩	৬৮.৩৭%	৫.০০	১৪.২৯%	০.০০	০.০০%
উপমোট (ক) রাজস্ব		**৭৭৪.৪৭**	**৩৬৮.৩২**	**৪৫.৮৭%**	**২০০.০০**	**২৫.৬০%**	**১১৩.১৮**	**২৬.৮১%**

ক্রম	ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গ সমূহ	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি বছরের লক্ষ্যমাত্রা (২০১৫-২০১৬)		এপ্রিল/১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)
২৯	জিপ	৭২.২৬	৭২.২৬	১ টি ১০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
৩০	পিকআপ	৪৩.৬২	৪৩.৬২	১টি (১০০%)	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
৩১	মোটর সাইকেল	৩২.২৫	৩২.২৫	২৫টি (১০০%)	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
৩২	ফাইবার বোট (এফআরবি)	২০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
৩৩	মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর	১.০০	১.০০	১টি (১০০%)	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
৩৪	ডিজিটাল ক্যামেরা	০.৫০	০.২৫	১টি (১০০%)	০২৫	৫০.০০%	০.০০	০.০০%
৩৫	কম্পিউটার/ল্যাপটপ	২৮.০০	২৫.০০	২৮টি (১০০%)	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
৩৬	হ্যাচারী/ নার্সারী সরঞ্জাম	২৫.০০	১২.৬৬	৫০.৬৩%	৫.০০	২০.০০%	৫.০০	১৯.৯৯%
৩৭	ফটোকপিয়ার (২ টি)	৩.০০	৩.০০	২টি (১০০%)	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
৩৮	কম্পিউটার সফ্টওয়্যার	০.৪০	০.৩০	৭৫.০০%	০.১০	২৫.০০%	০.০০	০.০০%
৩৯	টেলিফোন	০.০২	০.০২	২টি (১০০%)	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
৪০	ফ্যাক্স মেশিন	০.৪০	০.৪০	১টি (১০০%)	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
৪১	আসবাবপত্র	৩০.০০	৪.৯৯	১৬.৬৫%	৫.০০	১৬.৬৭%	৫.০০	১৬.৬৭%
৪২	ভূমি অধিগ্রহণ	৮৩৯.৪১	০.০০	০.০০%	৮৩৯.৪১	২.৫ হে. (১০০%)	৮৩৯.৪১	১০০.০০%
৪৩	খাগড়াছড়ি মাছের হ্যাচারী	৪৪০.৪২	৩.০৭	১.১১%	৫০.০০	১১.৩৫%	১৫.০০	৩.৪১%
৪৪	ক্রীক উন্নয়ন (৮৬৩ হে.)	৪৮৪৮.৩০	২৬১৭.১১	৫৭.৬৮% (৫২০.৮৭ হে)	১০০০.২৪	১৮.৭৩%(১৬৯.১৫ হে)	৩৮৯.৬০	০% (হে)
৪৫	নার্সারী উন্নয়ন	১০০.০০	০.০০	০.০০%	৫০.০০	৫০% (১২.৫ হে)	০.০০	০.০০%
উপমোট খ (মুলধন)		**৬৪৮৪.৫৮**	**২৮১৫.৯৩**	**৪৩.৪২%**	**১৯০০.০০**	**২৯.৩০%**	**১২৫৪.০০**	**১৯.১১%**
-সর্বমোট (ক+খ)		**৭২৫৯.০৫**	**৩১৮৪.২৫**	**৪৪.০০%**	**২১০০.০০**	**৩০.৬৩%**	**১৩৬৭.১৮**	**১৮.৯০%**

উৎসঃ * প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর

৪.৩ প্রকল্প বাস্তবায়নের আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

ক্র:নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা		এপ্রিল, ২০১৬ পর্যন্ত			মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	আর্থিক অগ্রগতির %	
১	কর্মকর্তা নিয়োগ (প্রেষণে)	৬ জন	১০০.৭৯	৪ জন	৫৭.০৫	৫৬.৬০	
২	জনবল নিয়োগ (সরাসরি -১০, আউটসোর্সিং-২১)	৩১ জন	১২০.২৬	সরাসরি নিয়োগ ৯ জন এবং ১৯ জন (আউটসোর্সিং)	৯০.২৭	৭৫.০৬	৪টি গাড়ীর মধ্যে ২টি গাড়ি না থাকায় ২জন ড্রাইভার নিয়োগ হয়নি। হিসাব রক্ষক পদে নিয়োগ দেয়া হয়নি। কম্পিউটার অপারেটরের ১টি পদ শূন্য আছে।
৩	খাগড়াছড়ি সদরে মিনি মৎস্য হ্যাচারী নির্মাণ (ভূমি অধিগ্রহনসহ)	১টি	১২৭৯.৮৩	-	৮৫৭.৪৮	৬৭.০২	ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং সীমানা প্রাচীর নির্মান কাজ চলমান। অন্যান্য কাজের জন্য ই-দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
৪	ক্রিক উন্নয়ন	৮২৮ টি (৮৬৩ হেক্টর)	৪৮৪৮.৩০	৫৮১টি ক্রীকের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২৪১টি ক্রীকের উন্নয়ন কাজ চলমান	৩০০৬.৭১	৬২.০১	২৩০.৩৭ হেক্টর জলায়তন উন্নয়নে ১৯৬টি ক্রীকের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।
৫	নার্সারী উন্নয়ন	২৫ একর	১০০.০০	উপজেলা ও জেল কমিটির মাধ্যমে নার্সারীর তালিকা চাওয়া হয়েছে।	-	০	চলতি বছরে নার্সারী উন্নয়ন কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে।
৬	প্রশিক্ষণ প্রদান	৬৬০০ জন (২২০ ব্যাচ)	৫৫.০০	ইতিমধ্যে ১৪৯ ব্যাচে ৪৪৭০ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	৩৭.২৫	৬৭.৭২	
৭	গাড়ী ক্রয় (জীপ-১, পিকআপ-১, মোটরসাইকেল-২৫ টি)	২৭ টি	১৫৬.০০	জীপ, পিকআপ ও ২৫টি মোটর সাইকেল ক্রয় সম্পন্ন	১৪৮.১২৭		৪টি মোটর সাইকেল ব্যতিত সকল গাড়ির রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন
৮	অফিস সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ক্রয় (কম্পিউটার-২৮, ফটোকপিয়ার-২, ফ্যাক্স-১, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর-১, টেলিফোন-১, ডিজিটাল ক্যামেরা-১)	৩৪ টি	২৯.৬৭	৩৩টি	২৮.১৭		অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করত: প্রকল্পভুক্ত জেলা/উপজেলায় বিতরণ সম্পন্ন।
৯	রেণু ও পোনা উৎপাদন উপকরণ (ব্রুড ফিস, মৎস্য খাদ্য, ক্যামিক্যালস, সার ইত্যাদি)	থোক	৭৫.০০	মৎস্য খাদ্য ও ব্রুড ফিস, সার, ক্যামিকেলস, নার্সারী উপকরণ ইত্যাদি	৩৭.০০		কাউখালী ও রামগড় হ্যাচারীতে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রেণু ও পোনা উৎপাদিত হচ্ছে। তবে বান্দরবান হ্যাচারীতে গভীর নলকূপ না থাকায় সেখানে শুধু পোনা উৎপাদন হচ্ছে।

উৎসঃ * প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর

৪.৪ অঙ্গাভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

প্রকল্পের কয়েকটি অঙ্গ ছিলো যেমনঃ হ্যাচারী নির্মাণ, নার্সারী পুকুর নির্মাণ, ক্রীক নির্মাণের মাধ্যমে জলাশয় উন্নয়ন, সুফলভোগী দল গঠন, সুফলভোগী দলের প্রশিক্ষন, অফিস সরঞ্জাম যেমন ক্যামেরা, ফটোকপিয়ার, কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া, টেলিফোন, ফ্যাক্স মেশিন, আসবাবপত্র ক্রয়, বিজ্ঞাপন, কর্মশালা/ সেমিনার, যানবাহন ক্রয়, জনবল উন্নয়ন, ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন এবং জনবলের বেতন । প্রকল্পের মূল কম্পোনেন্টগুলো হচ্ছে হ্যাচারী নির্মাণ, নার্সারী উন্নয়ন, ক্রীক উন্নয়ন ও সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ। উল্লিখিত কম্পোনেন্ট গুলোর পর্যালোচনা পর্যায়ক্রমে নিম্নে প্রদান করা হয়েছে।

৪.৪.১ জনবল, যানবাহন ও অফিস ব্যবস্থাপনাঃ

প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও দেখভালের জন্য আলাদাভাবে কোন জনবলের সংস্থান ডিপিপিতে রাখা হয়নি। মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়মিত জনবল দিয়েই এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। যা এ প্রকল্পের কাজে পরিধি বিবেচনায় খুবই কম। ফলে বিভিন্ন উপজেলার সীমিত জনবলের পক্ষে তাদের দৈনন্দিন রুটিন কাজের বাইরে এ কাজের দেখাশোনার জন্য পর্যাপ্ত সময় বের করা খুবই কঠিন। ফলে অনেক সময় প্রকল্পের কাজ ব্যহত হচ্ছে এবং সময়মত কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রয়োজনীয় যানবাহনের সংস্থানেরও ঘাটতি রয়েছে। রাঙ্গামাটি ছাড়া বাকি দুই জেলা যথাক্রমে বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে জেলা মৎস্য কর্মর্তকর্তার কোন গাড়ি নেই। কিছু কিছু উপজেলা দুর্গম ও যাতায়াত বেশ ব্যয়বহুল বিধায় অনেক সময় প্রয়োজন থাকলেও সেখানে যাতায়াত করা সম্ভব হয়না। এছাড়া এখানকার ২৫ টি উপজেলার মধ্যে ৩ টি উপজেলাতে (বরকল, থানচি ও রুমা) মৎস্য অধিদপ্তরের কোন সেট-আপ ই নেই। অন্য উপজেলার মৎস্য কর্মকর্তা ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রকল্পের আউটসোর্সিং জনবল হিসেবে মোট ১৯ জন নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ড্রাইভার ২ জন, স্পিডবোট ড্রাইভার ১ জন, এমএলএসএস ৪ জন, নৈশ প্রহরী ৪ জন, ফিশারম্যান ৪ জন, পাম্প অপারেটর ৪ জন।

৪.৪.২ হ্যাচারীঃ

পার্বত্য তিন জেলাতে এই প্রকল্পের অধীনে মোট ২টি হ্যাচারীতে উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রয়েছে। উক্ত হ্যাচারিগুলোতে বেতন ও উৎপাদন খাতে অর্থ প্রকল্প থেকে নির্বাহ করা হচ্ছে। রামগড় হ্যাচারী জেলা পরিষদ থেকে প্রকল্পের আওতাধীনে এনে ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। তৃতীয় পর্যায়ের জন্য প্রস্তাবিত হ্যাচারী নির্মাণের কাজ এখনো শুরু হয়নি। গতবছর নভেম্বর মাসে মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এ কাজটি আরো আগেই শুরু করার কথা থাকলেও জমির মালিক কর্তৃক হাইকোর্টে রিট করায় প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে শুরু করা যায়নি। পরবর্তীতে উচ্চ আদালতের রায় প্রকল্পের পক্ষে আসলে জটিলতার অবসান হয়। আগামী মার্চ-এপ্রিল ২০১৬ মাসে মূল ভবন ও পুকুর নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা সম্ভব হবে বলে প্রকল্প/উপ-প্রকল্প পরিচালক জানান। ইতোমধ্যে গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে হ্যাচারীর সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বান্দরবন হ্যাচরীর কার্যক্রম ২৫ শে জুন ২০১০ উদ্বোধন করা হয় এবং ৩০ শে জুন প্রকল্পের মেয়াদ শেষ। কাউখালী হ্যাচারী প্রকল্পের ৩য় ও ৪র্থ অর্থ বছরে সম্পন্ন হয় এবং পঞ্চম অর্থ বছরে উৎপাদন সক্ষম হয়। একইভাবে খাগড়াছড়ি হ্যাচারীর কাজ এখন পর্যন্ত আরম্ভ হয় নাই। মূল কারন জমি অধিগ্রহনের দীর্ঘ সূত্রিতা।

৪.৪.৩ নার্সারীঃ

প্রকল্পের ডিপিপির প্রথম সংশোধনীতে ২৫ হেক্টরের পরিবর্তে ২৫ একর জমিতে নার্সারী স্থাপনের বিষয়টি অনুমোদিত হয়েছে। এক্ষেত্রে নতুন মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এব্যাপারে কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় আনা হয়েছে এগুলো হচ্ছে:

- পূর্বে ২৫ হেক্টর এলাকার জন্য ১ কোটি টাকা ধার্য্য ছিলো বর্তমানে উক্ত মূল্য ঠিক রেখে জমির পরিমাণ কমিয়ে ২৫ একর করা হয়েছে; এবং
- নার্সারীর তালিকা তৈরী করে উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকার প্রাপ্ত তালিকা সরকারী নিয়ম অনুযায়ী জেলা কমিটি হয়ে অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে জমা দিতে হবে, যা মূল প্রকল্প দলিলে উল্লেখ নেই ফলে নার্সারী উন্নয়নের কাজ বিলম্বিত হচ্ছে।

৪.৪.৪ ক্রীক উন্নয়নঃ

প্রকল্পের প্রথম সংশোধনীতে ৯০৩ হেক্টর আয়তন কমিয়ে ৮৬৩ হেক্টর ও ক্রীকের সংখ্যা ৮০৪ টি থেকে বৃদ্ধি করে ৮২৮ টির প্রস্তাব অনুমোদন হয়েছে। ইতোমধ্যে উন্নয়নকৃত ক্রীকসমূহে মাছ চাষ করা হচ্ছে। এপর্যন্ত ক্রীক উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে ৫৩৩ টি। ৫৩৩ টি ক্রীক উন্নয়নে এপর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৬৯২.৯১ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট ২৯৫ ক্রীকের দরপত্র আহবান হয়েছে এবং কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। এ কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে সর্বমোট ২১৫৫.৩৯ লক্ষ টাকা। প্রকল্পভূক্ত ৩ টি জেলার জেলাওয়ারী সমাপ্ত, চলমান ও কার্যাদেশপ্রাপ্ত অবশিষ্ট ক্রীকের প্রাক্কলিত ব্যয় বিবরণীর বর্তমান চিত্র নিম্নরূপ:

চিত্র-১ : ক্রীক পরিবীক্ষণ

ছক - ১০: জেলাওারী ক্রীক উন্নয়ন কাজের অগ্রগতির তথ্য

জেলা	ক্রীকের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিবরণ	উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত (ব্যয় সমূহ লক্ষ টাকায়)							
		সংখ্যা (টি)	আয়তন (হেঃ)	বাঁধের দৈর্ঘ্য (মিটার)	বাঁধের ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ড্রেনের দৈর্ঘ্য (মিটার)	ড্রেনের ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আনুসাঙ্গিক ব্যয়	মোট ব্যয়
রাঙ্গামাটি	সমাপ্ত	২০৮	২১৯.৪২	৮৬৩৭.০০	৮৮৪.২২	২৬৪৪.০০	২৭৯.৫২	২০.৬২	১০৬২.৭৮
	চলমান ও অবশিষ্ট	১০৪	১৪৭.৬২	৪৫৯২.০০	৬২১.১০	১৩৩৮.০০	১৬২.১২	১৫.৪৫	৭৯৮.৬৬
	মোট	৩১২	৩৬৭.০৪	১৩২২৯	১৫০৫.৩২	৩৯৮২	৪৪১.৬৩	৩৬.০৭	১৮৬১.৪৪
বান্দরবান	সমাপ্ত	১০৪	১০২.৮৫	৪৬৬৪	৪৮৫.১৩৫	১৩৭৭	১৪৭.১৮৫	১০.৪৫	৫৭৫.৪৬
	চলমান ও অবশিষ্ট	৮৪	৯১.০৯	৩৭০৪	৫০৪.৯২৯	১০৭০	১২৯.৬২	১২.৫৫	৬৪৭.১
	মোট	১৮৮	১৯৩.৯৪	৮৩৬৮	৯৯০.০৬	২৪৪৭	২৭৬.৮০	২৩.০০	১২২২.৫৬
খাগড়াছড়ি	সমাপ্ত	২২১	২০৭.৮	৮৮৬৪	৯২৩.১	২৪২৪	২৫৯.২	২২.১	১০৫৪.৭
	চলমান ও অবশিষ্ট	১০৭	৯৪.২২	৪০৭৫	৫৫৫.৫০৪	১১৪৮	১৩৯.০৬৯	১৫.০৫	৭০৯.৬২
	মোট	৩২৮	৩০২.০২	১২৯৩৯	১৪৭৮.৬০	৩৫৭২	৩৯৮.২৭	৩৭.১৫	১৭৬৪.২৯
সর্বমোট (ক+খ+গ)	সমাপ্ত	৫৩৩	৫৩০.০৭	২২১৬৫.০০	২২৯২.৪৫	৬৪৪৫.০০	৬৮৫.৯০	৫৩.১৭	২৬৯২.৯১
	চলমান ও অবশিষ্ট	২৯৫	৩৩২.৯৩	১২৩৭১.০০	১৬৮১.৫৩	৩৫৫৬.০০	৪৩০.৮১	৪৩.০৫	২১৫৫.৩৯
	মোট	৮২৮	৮৬৩.০০	৩৪৫৩৬.০০	৩৯৭৩.৯৮	১০০০১.০০	১১১৬.৭১	৯৬.২২	৪৮৪৮.৩০

উৎসঃ প্রকল্প দপ্তর ২০১৬

নোট: PWD রেট সিডিউল ২০১১ অনুযায়ী নির্মাণ ব্যয় বাঁধের জন্য প্রতি মিটার ১০,৪০৫.০০ টাকা এবং আরসিসি ড্রেনের জন্য প্রতি মিটার ১০,৬৬৯.০০ টাকা।

নোট: PWD রেট সিডিউল ২০১৪ অনুযায়ী নির্মাণ ব্যয় বাঁধের জন্য প্রতি মিটার ১৩৬৩২.০০ টাকা এবং আরসিসি ড্রেনের জন্য প্রতি মিটার ১২১১৪.০০ টাকা।

৪.৪.৫ সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানঃ

প্রকল্পের সুফলভোগীদের মধ্য থেকে মোট ৬০০০ জনকে মৎস্য চাষের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। প্রথম সংশোধনীতে তা পরিবর্তন করে ৬৬০০ জনকে প্রশিক্ষণের জন্য পুণ:নির্ধারিত করা হয়। প্রকল্পের সুফলভোগীর সংখ্যা ৬০০০ থেকে ৬৬০০ তে উন্নিত করা হয়েছে যা প্রকল্প মেয়াদকালীন সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান সমাপ্ত করা সম্ভবপর হবে বিধায় ১০% বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৪৯ টি ব্যাচে মোট ৪৪৭০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে সমন্বিত রুই জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ মডিউল ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতি ব্যাচ প্রশিক্ষণের মেয়াদ ২ দিন। প্রশিক্ষণে উপস্থিত সদস্যদের রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। জেলাওয়ারী প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো (ছক-১১):

ছক - ১১: প্রশিক্ষণের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য

জেলা	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি		অগ্রগতির হার (%)
	ব্যাচ	সুফলভোগী	ব্যাচ	সুফলভোগী	
রাঙ্গামাটি	২২০	৬৬০০ (প্রতি ব্যচে ৩০ জন করে)	৫৮	১৭৪০	৭০
খাগড়াছড়ি			৬০	১৮০০	৬৯
বান্দরবান			৩১	৯৩০	৬২
মোট			১৪৯	৪৪৭০	৬৮

উৎসঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ — ২০১৬

৪.৪.৬ সুফলভোগী দল গঠন:

উন্নয়নকৃত ৫৩৩ টি ক্রীক হস্তান্তরের পূর্বেই তার প্রতিটিতে সুফলভোগী দল গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি দলে নারী ও পুরুষ সদস্যের সংমিশ্রণ রয়েছে। ক্রীকভিত্তিক সুফলভোগী দলের সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে জলাশয়ের আয়তনের ভিত্তিতে। উপ-প্রকল্প পরিচালকের বরাত থেকে জানা যায় যে, এক হেক্টর আয়তনের ক্রীকের ক্ষেত্রে সুফলভোগীর সংখ্যা ধার্য্য করা হয়েছে ৮-১০ জন। এর মধ্যে নূন্যতম ৩০ শতাংশ নারী সদস্য অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে ক্রীক পরিদর্শনকালে চলমান পর্যায়ের পাশাপাশি প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময় করা হয়। দেখা গেছে প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী দুটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করা হয়। একটি ক্রীক মালিকের সাথে এবং প্রকল্পের অপরটি ক্রীক মালিকের সাথে সুফলভোগী দলের। উভয় চুক্তির মেয়াদ ৫ বছর। পাঁচ বছর পর আর চুক্তি বলবৎ না থাকায় ক্রীক মালিক তার মালিকানাতে অন্যের অংশীদারিত্ব আর মেনে নেয় না বলে সুফলভোগীরা মতামত প্রদান করেন। ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে বিঘ্ন ঘটে। এছাড়া দলগুলোতে ক্রীক মালিকের নিকট আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের সংগঠিত করে দল গঠন করা হয়ে থাকে। এতে করে এলাকার অন্যান্য উৎসাহী মৎস্যচাষীরা প্রকল্পের সুফল সরাসরি ভোগ করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সুফলভোগীদের অংশীদারিত্তের সমস্যাটা খুবই গুরুত্তপূর্ণ বিষয় বিধায় নীতি নির্ধারক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত বাঞ্ছনীয়।

৪.৪.৭ যানবাহন ক্রয়ঃ

প্রকল্পের প্রস্তাবিত ১ টি জিপ, ১ টি পিক-আপ ও ২৫ টি মোটরসাইকেল ক্রয় সম্পাদন হলেও ফাইবার বোট ক্রয় করা হয়নি। ফাইবার বোট ক্রয়ের প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে শুরু করা হয়েছে। নির্বাচিত ভেন্ডর ফাইবার বোটের ছবি প্রেরন করলেও কোন স্পেসিফিকেশন দেয় নাই। এ ব্যাপারে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃপক্ষের সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করে এখন পর্যন্ত এর কোন সুরাহা করতে পারেন নাই বলে জানান। মূলত ফাইবার বোট ক্রীকের কাজ মনিটরিং করার জন্য ক্রয় করার সংস্থান আছে।

৪.৪.৮ অন্যান্য অফিস সরঞ্জাম ক্রয়ঃ

প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য প্রস্তাবিত মাল্টি মিডিয়া প্রোজেক্টর ১টি, ডিজিটাল ক্যামেরা ১টি, কম্পিউটার ৮টি, ল্যাপটপ ২০টি, ফটোকপিয়ার ২টি, টেলিফোন ২টি, ফ্যাক্স মেশিন ১টি, স্টীল আলমিরা ১২টি, ফাইল কেবিনেট ১৩টি, সেক্রেটারিয়েট টেবিল ৬টি ,

চেয়ার ১০টি ও কাঠের আলমারী ১টি ক্রয় করা হয়েছে। ক্রয়কৃত আসবাবপত্রের কিছু বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ে ও হ্যাচারীতে সরবরাহ করা হয়েছে।

৪.৪.৯ হ্যাচারী/ নার্সারী সরঞ্জাম ক্রয়ঃ

প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মিত রামগড়, বান্দরবান ও কাউখালী হ্যাচারীর জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম যেমনঃ বিভিন্ন স্পেসিফিকেশনের জাল, হাপা, সার, ওষুধ, মাছের খাবার, মোটর, গামলা, বালতি, দড়ি ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে।

৪.৪.১০ ভূমি অধিগ্রহণঃ

খাগড়াছড়িতে মিনি হ্যাচারী স্থাপনের জন্য ২.৫ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারী কাজের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের সরকারী যে বিধি রয়েছে তা অনুসরন করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতার কারণে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের থেকে বিলম্ব হওয়ায় জমির মালিকানা হস্তান্তরে অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। বিশেষ করে জমির মালিক হাই কোর্টে রিট পিটিশন করে।

৪.৪.১১ ক্রীকের মৎস্য উৎপাদন পর্যালোচনাঃ

মৎস্য অধিদপ্তরের ২০১৫ সালের প্রতিবেদন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তিন পার্বত্য জেলায় (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) ক্রীক উন্নয়ন কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে ৫৩৩টি। সুফলভোগীরা এর মধ্যে ৪৩৯টি ক্রীকে মৎস্য চাষ শুরু করেছেন। এ পর্যন্ত ১৯৯টি ক্রীক থেকে মৎস্য উৎপাদনের তথ্য পাওয়া গেছে। প্রকল্প দপ্তর থেকে আগস্ট ২০১৫ তথ্য ভিত্তিতে হেকটর প্রতি ক্রীকে বার্ষিক মৎস্য উৎপাদন ৭১৫ কেজি (আহরণ ভিত্তিক) পাওয়া গেছে। অপরদিকে নমুনায়িত ১০০টি ত্রীকে নিবিড় পরিবীক্ষণে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি বার্ষিক ১০৯৪.১৩ কে.জি. মৎস্য উৎপাদনের তথ্য পাওয়া গেছে।মৎস্য উৎপাদনের সফলতা নির্ভর করে সময়মতো পোনা প্রাপ্তি। কিন্তু প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী হ্যাচারী ও নার্সারীর কাজ এখন পর্যন্ত হয় নাই যা প্রকল্পের মৎস্য উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটাবে। বর্তমানে ক্রীকে মিশ্র রুই জাতীয় মাছের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ক্রীক মালিক ও সুফলভোগীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে ক্রীকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অতি দ্রুত ও বর্ধনশীল মৎস্য পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া চাষের সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। আশেপাশের জেলা থেকে পোনা প্রাপ্তির সুযোগ আছে বিধায় মালিক ও সুফলভোগীরা উক্ত মৎস্য ক্রীকে চাষ করতে পারে। এছাড়াও ক্রীকে বর্তমানে সরপুটি মাছের চাষ করা হচ্ছে। মৎস্য উৎপাদনের প্রাপ্ত তথ্য জেলা ভিত্তিক, উপজেলা ভিত্তিক ছক আকারে নিম্নে প্রনয়ণ করা হলো (ছক-১২ ও ১৩)। এছাড়া নমুনায়িত ক্রীকের মধ্যে উৎপাদনের তালিকা পরিশিষ্ট-৮ এ দেখানো হলো।

৪.৪.১১.১ জেলাভিত্তিক অর্জনঃ

ছক - ১২: জেলাভিত্তিক মাছ উৎপাদনের অবস্থা[1]

জেলা	আওতাধীন উপজেলা সংখ্যা	সমাপ্ত ক্রীক সংখ্যা	মাছ চাষ শুরু হয়েছে	মোট আয়তন	মোট উৎপাদন (মে.টন)	হেক্টর প্রতি উৎপাদন (কেজি)
রাঙ্গামাটি	১০	১৭১	৯৮	১১২.৩১	৭৩.৭৮	৬৫৬
খাগড়াছড়ি	৮	১৪৮	৭৮	৭৯.২৬	৫৭.৮৩	৭৩০
বান্দরবান	৭	১১৯	৩১	১১.৮৩	১৩.৮৭	১১৭২
মোট	২৫	৪৩৮	২০৭	২০৩.৪	১৪৫.৪৮	৭১৫.২৪ (গড়)

উৎসঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ - ২০১৬

৪.৪.১১.২ উপজেলাভিত্তিক অর্জনঃ

ছক - ১৩: উপজেলাভিত্তিক মাছ উৎপাদনের অবস্থা

জেলা	উপজেলা	সমাপ্ত ক্রীক সংখ্যা	মাছ চাষের বর্তমান অবস্থা		মোট উৎপাদন (মে. টন)	হেক্টর প্রতি উৎপাদন (কেজি)	মন্তব্য
			সংখ্যা	আয়তন (হেক্টর)			
রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি সদর	১৬	০৯	৪.৩৯	৪.৪৭	১০০১	
	বাঘাইছড়ি	১২	০৮	৮.৫৫	৬.৭০	৭৮০	
	নানিয়ারচর	২০	০৭	১০.০৫	২.৬৫	২৫২	
	কাউখালী	২৭	২০	৩২.৪৩	২১.৭৩	৬৭০	
	রাজস্থলী	২০	৮	৩.১৯	৩.২৯	১০৩১	
	লংগদু	২৪	১৯	২৮.০৮	৯.১১	৩২৪	বেইস উৎপাদন ১৯৪ কেজি
	কাপ্তাই	২০	৯	৪.০৯	৩.২০	৭৮২	
	জুরাছড়ি	১৪	৬	৯.৫৩	৯.৪৩	৯৮৯	
	বরকল	৭	৭	৮.৮	৯.৪০	১০৬৭	সবগুলোতে মৎস্য চাষ হচ্ছে
	বিলাইছড়ি	১১	৫	৩.২	৩.৮০	১১৮৭	
খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর	২০	১৩	১০.৩১	১৭.৫৫	১৭০২	বেইস উৎপাদন ৯১৭ কেজি
	দিঘিনালা	২৭	২৭	৩৮.০৭	৬.২৫	১৬৪	বেইস উৎপাদন ৭১ কেজি
	মাটিরাঙ্গা	২০	৮	৬.০২	৫.৮৪	৯৭০	বেইস উৎপাদন ৩১৫ কেজি
	মহালছড়ি	২০	৬	৬.০৮	৩.৫৯	৫৯০	বেইস উৎপাদন ২৫৫ কেজি
	পানছড়ি	২১	১১	৬.৩০	৮.৬৮	১০৬০	বেইস উৎপাদন ৯৩৩ কেজি
	রামগড়	২৭	১	২.৪৩	৩.৬	১৪৮১	বেইস উৎপাদন ৬১৭ কেজি
	মানিকছড়ি	১৬	৭	৫.৮১	৮.২০	১৪১১	
	লক্ষীছড়ি	১৭	৫	৪.২৪	৪.১২	৯৭১	বেইস উৎপাদন ৫৫২ কেজি
বান্দরবান	বান্দরবান সদর	২৪	৫	৩.৬১	৪.৭১	১৩০৫	
	রোয়াংছড়ি	১২	৪	২.৯	২.৯৩	১০১০	পোনা মজুদ হলেও মাছ ধরা হয়নি
	রুমা	৪	০	০	০	০	কোন তথ্য নেই
	থানচি	০	০	০	০	০	কোন তথ্য নেই
	লামা	১৫	৪	৩.৩	৩.৭৪	১১৩৩	
	আলীকদম	১৩	২	২.০২	২.৪৯	১২৩৫	
	নাইক্ষ্যংছড়ি	৮	৮	০	০	০	পোনা মজুদ হয়েছে, তথ্য নেই

উৎসঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ — ২০১৬

৪.৪.১১.৩ নিবিড় পরিবীক্ষণের অর্জনঃ

Enumarator কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের মৎস্য উৎপাদন তথ্য (সাক্ষাৎকার ভিত্তিক) বিশ্লেষণ করে প্রতীয়মান হয়েছে যে বার্ষিক প্রতি হেক্টর ক্রীকের মৎস্য উৎপাদন মৎস্য অধিদপ্তরের সংগৃহীত তথ্যের সাথে কিছু পার্থক্য দেখা গিয়েছে। কারন হিসেবে ধারনা করা হচ্ছে যে সুফলভোগীরা ধারনা থেকে সম্ভাব্য মৎস্য উৎপাদনের তথ্য Enumarator কে প্রদান করেছে। থানচি ও বড়কল উপজেলায় আবস্থিত ক্রীকগুলিতে পোনা মজুদ হয়েছে কিন্তু মাছ ধরা হয় নাই তাই এর সম্ভাব্য উৎপাদনের হিসাব প্রদান করা হয় নাই। নিম্নের ছকে নমুনায়িত ১০০ টি ক্রীকের মৎস্য উৎপাদন তথ্য প্রদান করা হলঃ

মাছের উৎপাদন সংক্রান্ত ছকঃ

ছক - ১৪: মাছের উৎপাদন সংক্রান্ত ছক

জেলা	উপজেলা	ক্রীকের আয়তন	উৎপাদন (মে. টন)	হেক্টর প্রতি উৎপাদন (কেজি)
রাঙ্গামাটি	নানিয়ারচর	১০.৫২	৮৬.৪৭	৮২২
	বাঘাইছড়ি	১১.৭৮	১২০.৭৯	১৩২৫
	বরকল	৮.৫৫	০	০
	কাউখালি	১৬.৪৫	১.১২৩	৬৮
খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর	৭.৪২	২৯.২৫৭	৩৮৯০
	দিঘিনালা	১৭.৯৫	৩০.২৫	১৬৮৫
	মহালছড়ি	১২.৯৬	৯.১২৬	৭০৫
বান্দরবান	রোয়াংছড়ি	৭.৭	১.৪৬	১৮৯
	নাইক্ষ্যংছড়ি	৫.১৩	০.৩৫৯	৬৯
	থানচি	৫.১৪	০	০
			গড়	১০৯৪.১৩

উৎসঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ - ২০১৬

৪.৪.১১.৪ সেমিনার / কর্মশালাঃ

এ বাবদ ৫ লক্ষ টাকা সংস্থান আছে কিন্তু জুন, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় কোন সেমিনার/কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রকল্প দপ্তর জানিয়েছে আগামী ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আগষ্ট/সেপ্টেম্বর মাসে সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করা হবে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ

ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা

৫.১ ক্রয় পর্যালোচনাঃ

ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়। প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা ও বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে। হ্যাচারী ও নার্সারীর উপকরণ, মাছের খাবার, ব্রুড ফিশ ইত্যাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে কোটেশন পদ্ধতি ও তদূর্ধ্ব ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। যদিও মাছের খাবার ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরাসরি কোটেশনের কথা ক্রয় পরিকল্পনাতে উল্লেখ রয়েছে। কিছু কিছু আইটেম ব্যতিত (যা পরবর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে) সকল ধরণের কেনাকাটা ক্রয় পরিকল্পনা মোতাবেক করা হয়েছে। নিম্নে প্রধান প্রধান কম্পোনেন্টের ক্রয়ের বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো: তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বাস্তব ক্রয়ের সাথে পরিকল্পনার মিল নেই।

উদাহরণস্বরূপ, ক্রয় পরিকল্পনাতে গাড়ি, পিক-আপ ও মোটর সাইকেল ক্রয়ের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির কথা থাকলেও তা করা হয়নি। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে অধিদপ্তর নির্ধারিত ভেন্ডর প্রগতির নিকট থেকে গাড়ি ও পিকআপ ক্রয় করে। এছাড়া প্রকল্পের জন্য হোন্ডা ব্র্যান্ডের ২৫ টি মোটরসাইকেল এটলাস বাংলাদেশ এর নিকট থেকে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ক্রয় করা হয়। অবশ্য এ প্রক্রিয়াতে ক্রয়ের ফলে প্রকল্পের ব্যয় সাশ্রয় হয়েছে, কেননা এক্ষেত্রে কোন মধ্যস্বত্ত ছিলো না। ফাইবার বোট ক্রয়ের জন্য মূল ডিপিপিতে বাজেট ধার্য ছিলো ৭ .৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু নির্ধারিত টাকায় সংকুলান না হওয়ায় সংশোধনীতে ৭.৫ লক্ষ টাকাকে ২০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে ফাইবার বোট ক্রয়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। ফাইবার বোটের দরপত্র মোতাবেক প্রথম সংশোধনীতে মূল্য বাজার দরের সাথে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তন করা হয়েছে।

এ প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে লিমিটেড টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধমে ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়েছিলো। কিন্ত, তৃতীয় পর্যায়ে এসে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। তুলনামূলকভাবে লিমিটেড টেন্ডার পদ্ধতির চেয়ে বর্তমান পদ্ধতিতে প্রভাবশালীদের অপ্রত্যাশিত ও অনিয়মতান্ত্রিক হস্তক্ষেপে সঠিক ও যোগ্য ঠিকাদার বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা দুরূহ হয়ে পড়ে। বর্তমানে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির ধারাবাহিক ধাপগুলো হচ্ছে: পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান, দরপত্র তালিকাভূক্ত করা, মূল্যায়ন কমিটি তালিকাভূক্ত দরপত্র বিশ্লেষণ করে যোগ্যতার মাপকাঠিতে ঠিকাদার নির্বাচন করে প্রস্তাবনা আকারে প্রকল্প পরিচালকের কাছে অনুমোদন জন্য প্রেরণ করেন।

প্রকল্পের প্রথম সংশোধনীতে ক্রীকের সংখ্যা ৮২৮ টি এবং আয়তন ৮৬৩ হেক্টর করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২ ধাপে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে মোট ৫৩৩ টি ক্রীক নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তৃতীয় ধাপে অবশিষ্ট ২৯৫ টি ক্রীক উন্নয়নের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং যাবতীয় ক্রয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে: কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (তৃতীয় পর্যায়) প্রকল্পটি (২০১২-২০১৭) এর জন্য অনুমোদিত ডিপিপিতে একটি ক্রয় পরিকল্পনা রয়েছে। পরিকল্পনাটির পর্যালোচনা নিম্নরূপ (ছক-১৪)।

ছক - ১৪: ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি কাজ মোতাবেক ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	পরিকল্পিত ক্রয় পদ্ধতি/ধরণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবানের তারিখ	বাস্তবায়িত ক্রয় পদ্ধতি/ বর্তমান অবস্থা/ মন্তব্য
জিডি - ১	জিপ	সংখ্যা	১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	৭৮.০০	আগষ্ট ৫, ২০১২	সরাসরি প্রগতির কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে
জিডি - ২	পিক আপ	সংখ্যা	১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	৪৫.০০	আগষ্ট ৫, ২০১২	সরাসরি প্রগতির কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে
জিডি - ৩	মোটর সাইকেল	সংখ্যা	২৫	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	৩৩.০০	আগষ্ট ৫, ২০১২	সরাসরি এটলাসের কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে
জিডি - ৪	ফাইবার বোট	সংখ্যা	১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	৭.৫০	আগষ্ট ৫, ২০১২	বাজেট সংকুলান না হওয়ায় ক্রয় সম্পন্ন হয়নি,
জিডি - ৫	মাল্টি মিডিয়া প্রোজেক্টর	সংখ্যা	১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি/ কোটেশন	১.০০	আগষ্ট ৫, ২০১২	কোটেশন
জিডি - ৬	ডিজিটাল ক্যামেরা	সংখ্যা	১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি/ কোটেশন	০.২৫	আগষ্ট ৫, ২০১২	মূল্য ২৫০০০ টাকা বা তার কম হওয়ায় সরাসরি ক্রয়
জিডি - ৭	হ্যাচারী ও নার্সারীর সরঞ্জামাদি	এলএস	২৫	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি/ কোটেশন	২৫.০০	নভেম্বর ২৫, ২০১২	কোটেশন
জিডি - ৮	কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, স্ক্যানার ইত্যাদি	সংখ্যা	২৮	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি/ কোটেশন	২৫.০০	সেপ্টেম্বর ১৫, ২০১২	২ টি কোটেশন, ২৬ টি টেন্ডার
জিডি - ৯	ফটোকপি মেশিন	সংখ্যা	২	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি/ কোটেশন	৩.০০	আগষ্ট ৫, ২০১২	কোটেশন
জিডি - ১০	কম্পিউটার সফ্টওয়্যার	এলএস	এলএস	সরাসরি কোটেশন	০.৪০	নভেম্বর ২৫, ২০১২	সরাসরি ক্রয়
জিডি - ১১	ফ্যাক্স মেশিন	সংখ্যা	১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি/ কোটেশন	০.৪০	আগষ্ট ৫, ২০১২	কোটেশন
জিডি - ১২	আসবাবপত্র	এলএস	এলএস	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি/ কোটেশন	২০.০০	নভেম্বর ২৫, ২০১২	মোট দুইবারে কোটেশন পদ্ধতিতে ক্রয় করা হয়েছে
জিডি - ১৩	কেমিক্যাল	এলএস	এলএস	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি/ কোটেশন	১১.২৪	নভেম্বর ২৫, ২০১২	কোটেশন
জিডি - ১৪	সার	এলএস	এলএস	সরাসরি কোটেশন	১০.০০	নভেম্বর ২৫, ২০১২	কোটেশন
জিডি - ১৫	ব্রুড ফিস	মে.ট.	৩	সরাসরি কোটেশন	১৫.০০	নভেম্বর ২৫, ২০১২	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি কাজ মোতাবেক ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	পরিকল্পিত ক্রয় পদ্ধতি/ধরণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র আহবানের তারিখ	বাস্তবায়িত ক্রয় পদ্ধতি/ বর্তমান অবস্থা/ মন্তব্য
জিডি - ১৬	মাছের খাদ্য	মে.ট.	৮০	সরাসরি কোটেশন	৩০.০০	নভেম্বর ২৫, ২০১২	কোটেশন/ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি
ডাব্লিউ - ১	খাগড়াছড়িতে মিনি হ্যাচারী স্থাপন	সংখ্যা	১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	২৭৫.৮১	নভেম্বর ২০, ২০১৩	প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ২০১৬
ডাব্লিউ - ২	ভূমি অধিগ্রহণ	হেক্টর	২.৫	সরাসরি ক্রয়	৯৪১.৬২	নভেম্বর ২০, ২০১৩	সরকারী নিয়ম মোতাবেক জেলা প্রশাসক কর্তৃক অধিগ্রহণকৃ্ত
ডাব্লিউ-৩	ক্রীক উন্নয়ন	হেক্টর	৯০৩	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	৪৫৩৭.১৬	নভেম্বর ২০, ২০১৩	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি ব্যবহার হয়েছে
ডাব্লিউ-৪	নার্সারী উন্নয়ন	হেক্টর	২৫	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	১০০.০০	নভেম্বর ২০, ২০১৩	কোন অগ্রগতি হয়নি
ডাব্লিউ-৫	যানবাহন মেরামত	এলএস	৩	সরাসরি কোটেশন	৫.০০	নভেম্বর ২০, ২০১৩	সরাসরি
ডাব্লিউ-৬	কম্পিউটার ও অন্যান্য অফিস সরঞ্জাম	এলএস	৩	সরাসরি কোটেশন	৫.০০	নভেম্বর ২০, ২০১৩	সরাসরি ও কোটেশন
ডাব্লিউ-৭	হ্যাচারী মেরামত সংক্রান্ত কাজ	এলএস	৩	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	৩০.০০	নভেম্বর ২০, ২০১৩	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি

উৎসঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ – ২০১৬

নোট: প্রকল্পের যেকোন অংকের টাকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ প্রকল্প পরিচালক। (তথ্যসূত্র: প্রকল্প কার্যালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প- তৃতীয় পর্যায়) প্রকল্পের আওতাধীন রামগড়, কাউখালী ও বান্দরবনে হ্যাচারী মেরামতের জন্য অর্থ সংস্থান আছে। মৎস্য উৎপাদনের উপকরন হিসেবে কেমিক্যালের সংস্থান রাখা হয়েছে।

৫.২ ক্রয় কার্যক্রমে পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুসরণের চেকলিস্ট

ক্রয় পরিকল্পনা যাচাই-বাছাই করার জন্য পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ সংক্রান্ত একটি চেকলিস্ট নিম্নে দেখানো হলোঃ

ক্রয় কার্যক্রমে পিপিআর-২০০৮ অনুসরণের চেকলিষ্টঃ

ক্রম	বিবরণ	প্রাক্কলিত/ পরিকল্পিত	প্রকৃত	মন্তব্য
ক) দরপত্র আহবান সংক্রান্ত-				
১.	প্যাকেজ/ দরপত্র সংখ্যাঃ ০৩			
২.	ধরণ অনুযায়ী দরপত্রের সংখ্যাঃ ০৩ মালামালঃ কার্যঃ সেবাঃ			
৩.	দরপত্র অনুযায়ী প্যাকেজের নামঃ উ: ক্র: নং-১১, প্যাকেজ নং: W3/KR-11			
৪.	প্রতিটি প্যাকেজে কতটি করে লট আছেঃ- প্যাকেজ অনুযায়ী সংখ্যা কম বেশী হয়।			
৫.	ক্রয় পদ্ধতিঃ OTM			
৬.	দরপত্র পত্রিকায় প্রকাশ করা হতো কিনা? (প্রকাশের তারিখ ও পত্রিকার নাম সহ কপি সরবরাহ করুন)	দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক ইনকিলাম, দৈনিক আজাদি ১২/০৮/২০১৪		
৭.	দরপত্র (১ কোটি টাকার উপরে) সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		
খ) দরপত্র দাখিল সংক্রান্ত				
৮.	দরপত্র দাখিলের তারিখ কত ছিলো?	১৪/০৯/২০১৪		
৯.	কতটি দরপত্র বিক্রয় হয়েছিলো?	০৩		
১০.	কতটি দরপত্র জমা পড়েছিলো?	০৩		
১১.	পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়েছিলো কিনা	১২/০৮/২০১৪		
গ) দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত				
১২.	দরপত্র উন্মক্ত কমিটির সদস্য কত ছিলো	৩ জন		
১৩.	উন্মুক্তকরণের সময় কতজন উপস্থিত ছিলো	৭ জন		
১৪.	দরপত্র মূল্যায়নের কমিটির কাউকে দরপত্র উন্মুক্ত কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো কিনা?	হ্যাঁ		
১৫.	মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা কত ছিলো	৭ জন		
১৬.	মূল্যায়ন কমিটিতে বাইরের দপ্তরের সদস্য ছিলো কি না? থাকলে কতজন?	৪ জন		
১৭.	কত তারিখে মূল্যায়ন শেষ করা হয়েছে?	২১/১২/২০১৪		
১৮.	উপযুক্ত (Responsive) দরদাতার সংখ্যা কত?	১ জন		
১৯.	মূল্যায়ন প্রতিবেদন কত তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়া হয়েছিলো?	৭ দিন		
২০.	কত তারিখে দরপত্র চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছিলো?	৭ দিন		
২১.	দরপত্র Delegation of financial power অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিলো কি না?	হ্যাঁ		
ঘ) কার্যাদেশ প্রদান সংক্রান্ত				

ক্রম	বিবরণ	প্রাক্কলিত/ পরিকল্পিত	প্রকৃত	মন্তব্য
২২.	কত তারিখে Notification of award জারী করা হয়েছে?	৭ দিন		
২৩.	Initial Tender Validity Period এর মধ্যে Contract award করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		
২৪.	Contract award CPTU এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছিলো কি না?	না		
২৫.	প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)	৪,২৮,৮৯৯.২৭		
২৬.	উদ্বৃত দর (টাকা)	৪,২৮,৫১৫.৯৮		
২৭.	চুক্তিমূল্য (টাকা)	৩,৬৮,৫২৩.৭৫		
২৮.	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ হওয়ার তারিখ কত ছিলো?	১২০ দিন		
২৯.	বাস্তবে কাজ শেষ হওয়ার তারিখ কত ছিলো?	১২০ দিন		
৩০.	কাজ সমাপ্তিতে দেরী হলে Liquidated Damage আরোপ করা হয়েছে কি না?	হয়নি		
৩১.	কাজটি মূল ঠিকাদার (প্রথম কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদার) কর্তৃক শেষ হয়েছিলো কি না?	হ্যাঁ		

উৎসঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ — ২০১৬

মূল্যায়ন করতে সময় লাগে ১ মাস। প্রকৃত পক্ষে ওয়ার্ক অডার দেয়ার ৪ মাসের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। ঠিকাদার কর্তৃক নিম্ন দরের কারনে মূল্য কম ধরা হয়েছে। এটি ক্রীক উন্নয়নের কাজের প্যাকেজ এবং মোট ৪৭৫ টি ক্রীক উন্নয়নের প্যাকেজ এ পর্যন্ত প্রদান করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ
সংখ্যাগত উপাত্ত বিশ্লেষণের ফলাফল

৬.১ সুফলভোগীদের মতামতঃ

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্বত্য জেলা সমূহে মৎস্য চাষ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, পাহাড়ি জনগণের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি এবং পুষ্টির মান উন্নয়ন, জলাশয় উন্নয়ন। চলমান প্রকল্পটি ২০১২ সালে শুরু হলেও এর ভৌত কাজের অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। এখন পর্যন্ত প্রস্তাবিত সকল ক্রীক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি এবং সকল সুফলভোগীদের নিকট জলাশয় হস্তান্তর করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পটি আগামী ২০১৭ সালের জুন মাসে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও হ্যাচারী ও নার্সারী স্থাপনের কাজ এখন পর্যন্ত শুরু করা যায়নি। ফলে গুণগত মানসম্পন্ন পোনা সরবরাহের বিষয়টি এখনো পুরোমাত্রায় নিশ্চিত করা যায়নি। যদিও প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মিত হ্যাচারী থেকে পোনা সরবরাহ হচ্ছে, কিন্তু তা চাহিদার তুলনায় অনেক কম। প্রকল্প বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা অনুয়ায়ী প্রথম ও দ্বিতীয় বছরের মধ্যেই হ্যাচারী ও নার্সারীর কাজ সমাপ্ত হওয়া বাঞ্চনীয়। এর ব্যত্বয় ঘটিলে ক্রীকে মৎস্য উৎপাদনের বিঘ্ন ঘটবে যা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে।

৬.১.১ জেলাওয়ারী জরীপকৃত ক্রীক সংখ্যাঃ

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজে সংখ্যাগত উপাত্ত সংগ্রহের জন্য মোট ১০০ টি ক্রীক নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি ক্রীকে মালিক ও ক্রীকভিত্তিক একজন সুফলভোগী হিসেবে মোট ১০০ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। এর মধ্যে একটি ক্রীকের দুই জনের তথ্য ঠিকমত পূরণ না করায় ক্রীক ২ টি বাদ দিয়ে মোট ১৯৮ টি প্রশ্ন পত্রের উপাত্ত ডাটাবেইজে ইনপুট দেওয়া হয়। এবং তার আলোকে উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ফলাফল তৈরী করা হয়েছে।পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলাতে ক্রীক জরীপ কাজ সম্পন্ন করা হয়। আধিক্যের বিবেচনায় সর্বাধিক ক্রীক জরীপ করা হয় রাঙ্গামাটি জেলার ৪ টি উপজেলাতে এগুলো হচ্ছে কাউখালী, নানিয়ারচর, বাঘাইছড়ি ও বরকল। এছাড়া খাগড়াছড়ির দিঘিনালা, খাগড়াছড়ি সদর ও মহালছড়ি এবং বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি, থানচি ও রোয়াংছড়ি উপজেলাতে এ জরীপ কাজ সম্পন্ন করা হয়। নিচে জেলাওয়ারী ক্রীকের চিত্র ছক (ছক-১৬) আকারে তুলে ধরা হলোঃ

ছক - ১৬: জেলাওয়ারী জরীপকৃত ক্রীকের সংখ্যা

জেলা	জরীপকৃত ক্রীক সংখ্যা	জেলাভিত্তিক শতকরা হার
বান্দরবান	১৭	১৭.২
খাগড়াছড়ি	৩৯	৩৯.৪
রাঙ্গামাটি	৪৩	৪৩.৪
মোট	৯৯	১০০.০

উৎসঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ - ২০১৬

৬.১.২ সদস্যের সংখ্যার ভিত্তিতে খানার আকারঃ

পরিবীক্ষণ এলাকার মোট ১৯৮ টি খানার জরীপ কার্য সম্পাদন করা হয়। এর মধ্যে ৯৯ টি ক্রীক মালিক ও পৃথকভাবে ৯৯ জন সুফলভোগী রয়েছে। এসকল খানার আকার সর্বনিম্ন ১ সদস্যবিশিষ্ট আর সর্বোচ্চ ১২ সদস্য বিশিষ্ট। সর্বোচ্চ সংখ্যক ৩০ টি খানার সদস্য সংখ্যা পাওয়া গেছে ৪ জন। নিচে খানার আকার (ক্রীক মালিক ও সুফলভোগী) এর আনুপাতিক হার সম্বলিত ছক ও চিত্রে (ছক-১৭,১৮ এবং চিত্র-৩ ও ৪) উল্লেখ করা হলোঃ

ছক - ১৭ : খানার আকার (ক্রীক মালিক)

খানার আকার	আকারভিত্তিক খানার সংখ্যা	শতকরা হার
১	১	১.০১
৩	১৪	১৪.১৪
৪	৩০	৩০.৩০
৫	১৫	১৫.১৫
৬	২১	২১.২১
৭	৯	৯.০৯
৮	৫	৫.০৫
৯	১	১.০১
১০	২	২.০২
১২	১	১.০১
মোট	৯৯	১০০.০

মোট আকার	৯৯
গড় আকার	৫.১৩

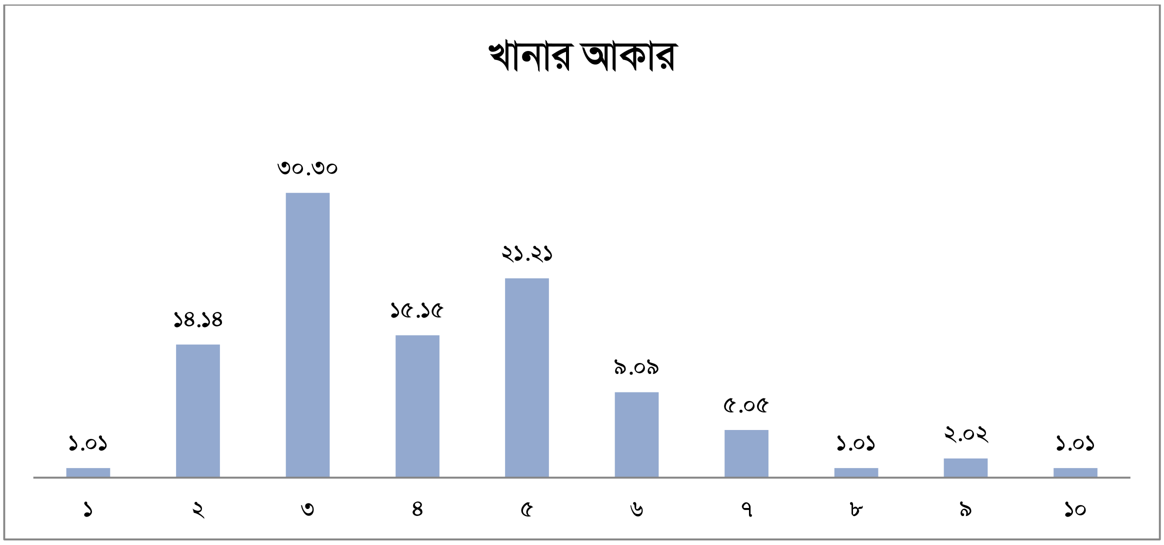

চিত্র - ২: সদস্যের ভিত্তিতে খানার আকারের কলাম চার্ট (ক্রীক মালিক)

ছক - ১৮ : খানার আকার (সুফলভোগী)

খানার আকার	আকারভিত্তিক খানার সংখ্যা	শতকরা হার
১.০০	১	১.০১
৩.০০	১০	১০.১০
৪.০০	২৫	২৫.২৫
৫.০০	২৩	২৩.২৩
৬.০০	১৯	১৯.১৯
৭.০০	১০	১০.১০
৮.০০	৬	৬.০৬
৯.০০	১	১.০১
১০.০০	৩	৩.০৩
১২.০০	১	১.০১
মোট	৯৯	১০০.০

মোট আকার	৯৯
গড় আকার	৫.৩৪

উৎসঃ প্রকল্প দপ্তর ২০১৬

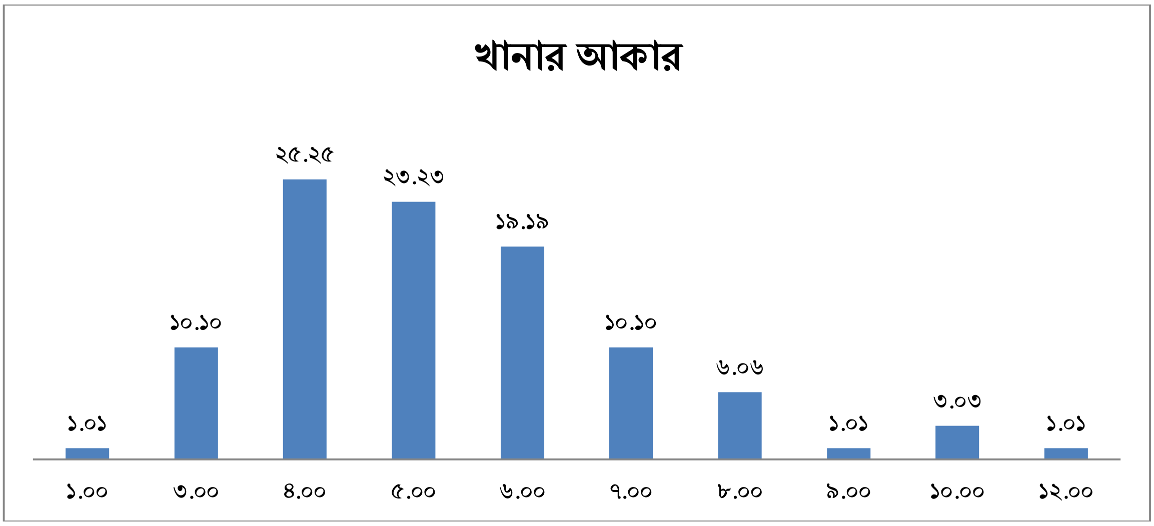

চিত্র - ৩: সদস্যের ভিত্তিতে খানার আকারের কলাম চার্ট (সুফলভোগী)

৬.১.৩ ক্রীকে মৎস্য চাষে পোনা সরবরাহের উৎসঃ

সংখ্যাভিত্তিক উপাত্ত বিশ্লেষণের দেখা যায় যে, এলাকার বেশীরভাগ পোনা ক্রয় করা হয় খুচরা বিক্রেতার নিকট থেকে। এসব পোনার গুণগত মান বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ভালো হয় না। ফলে মৎস্য চাষীরা আশানুরূপ সফলতা পাচ্ছে না। প্রকল্প হ্যাচারী থেকে পোনা সরবরাহ নিশ্চিত হয় মাত্র ১১.১% । যা এখানকার মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায় এবং চাহিদার তুলনায় অতি নগন্য। এরপর যেসব জায়গা থেকে ক্রয় করা হয় তার মধ্যে স্থানীয় নার্সারী অন্যতম। ফলাফলে দেখা যায় যে, সবচেয়ে কম পোনার যোগান আসে প্রকল্প হ্যাচারী থেকে। স্থাণীয় নার্সারী ব্যক্তি মালিকানাধীণ এবং পোনা প্রাপ্তির স্থান কুমিল্লা, রায়পুর হ্যাচারী এবং হালদা নদী থেকে । নিচের ছকে (ছক-১৯ এবং চিত্র-৫) এসংক্রান্ত উপাত্ত বিস্তারিত দেখানো হলোঃ

ছক - ১৯: মৎস্য চাষে পোনার উৎস

বিবরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
প্রকল্প হ্যাচারী	১১	১১.১
স্থানীয় নার্সারী	৩১	৩১.৩
ফড়িয়া	৩৯	৩৯.৪
অন্যান্য	১৮	১৮.২
মোট	৯৯	১০০.০

উৎসঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ — ২০১৬

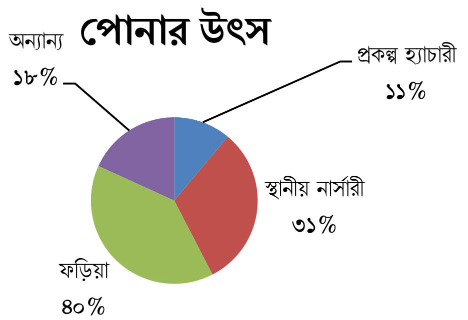

চিত্র - ৪: পোনার উৎস পাই চার্ট

৬.১.৪ দৈনন্দিন মৎস্য খাওয়ার অবস্থাঃ

ক্রীক মালিক ও সুফলভোগীদের উপাত্ত পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করে এখানকার খাদ্যাভ্যাসে পরিবার ভিত্তিক দৈনিক মাছ খাবার যে তথ্য পাওয়া গেছে তাও বেশ ইতিবাচক। মোট ৮২ সুফলভোগী মধ্যে ৯২.৭০% উত্তরদাতাই বলেছে যে, দৈনিক মাছ খাওয়ার পরিমাণ ১০ বছর পূর্বের তুলনায় বেড়েছে। ৭.৩% বলেছে এক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন হয়নি। পক্ষান্তরে ক্রীক মালিকদের মধ্যে ৯৫.৪০ % বলেছে মাছ খাওয়ার পরিমাণ বেড়েছে। নিচে দুটি ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত পৃথকভাবে দেখানো হলো (সুফলভোগী ছক-২০, চিত্র-৬ এবং ক্রীক মালিক ছক-২১, চিত্র-৭)।

ছক - ২০: দৈনন্দিন মৎস্য খাওয়ার অবস্থা (সুফলভোগী)

মৎস্য খাওয়ার অবস্থা	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
বেড়েছে	৭৬	৯২.৭০
কোন পরিবর্তন হয়নি	৬	৭.৩০
মোট	৮২	১০০.০

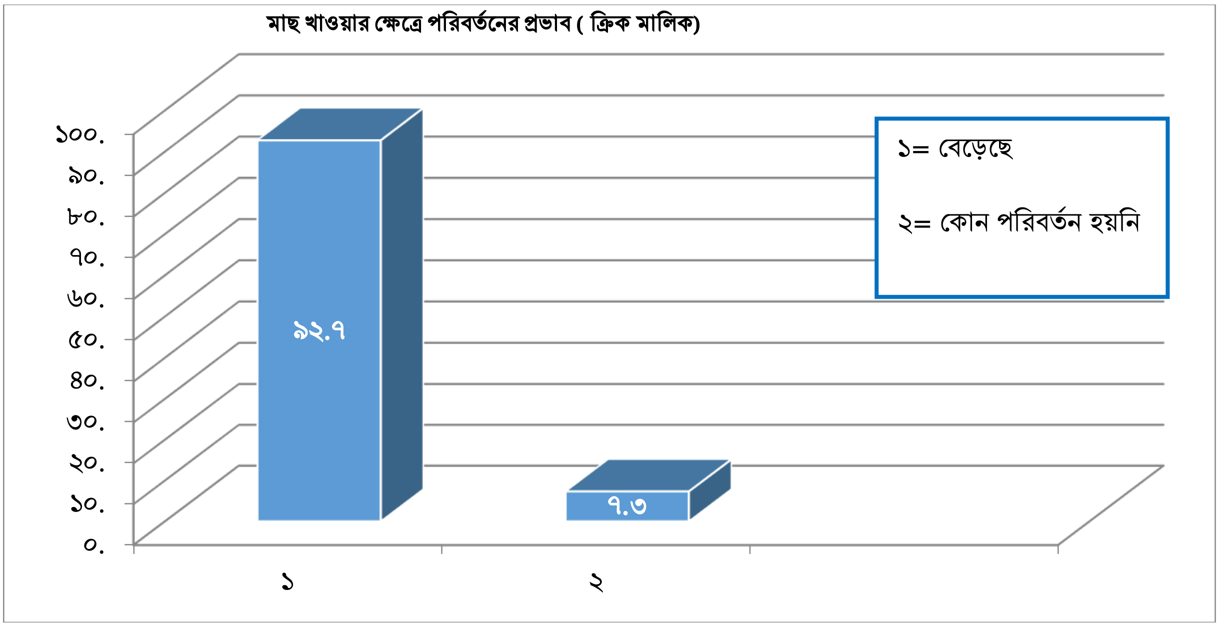

চিত্র - ৫: মৎস্য খাওয়ার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের প্রভাব (সুফলভোগী)

ছক - ২১: মৎস্য খাওয়ার পরিবর্তনের প্রভাব (ক্রীক মালিক)

পরিবর্তনের প্রভাব	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
বেড়েছে	৮৩	৯৫.৪০
কোন পরিবর্তন হয়নি	৪	৪.৬০
মোট	৮৭	১০০.০

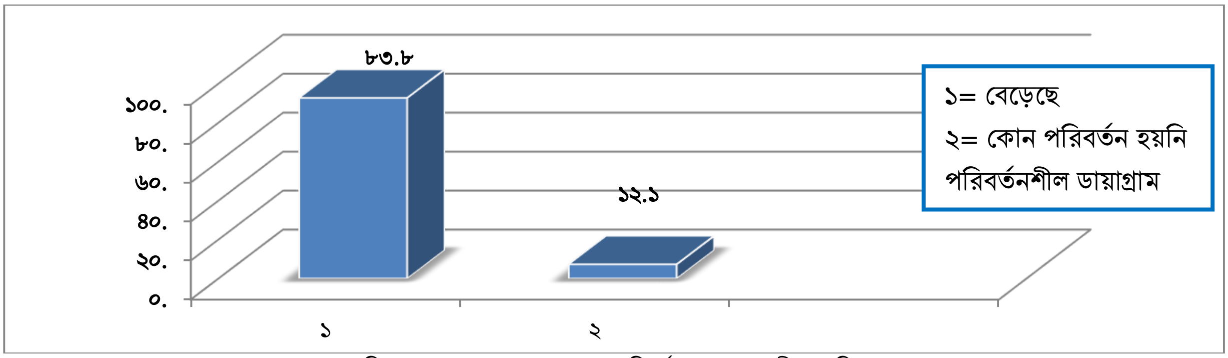

চিত্র - ৬: মৎস্য খাওয়ার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের প্রভাব (ক্রীক মালিক)

৬.১.৫ নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে প্রভাবঃ

জরিপে দেখা গেছে যে, পূর্বের চেয়ে পরিবারের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের সক্ষমতা ক্রীক মালিকদের ৭৮.৪৯%, সুফলভোগীদের ৭৩.১২ % বেড়েছে। এখন পর্যন্ত সমাপ্ত ক্রীকে মৎস্য চাষ প্রাথমিক পর্যায়ে (শুধুমাত্র পোনা মজুদ ও কিছু কিছু ক্রীকে খন্ডকালিন মৎস্য আহরন করা হয়েছে) বিধায় আয়-ব্যয়ের পরিসংখ্যানের তথ্য প্রদান সম্ভব হচ্ছে না । ক্রীক মালিক ও সুফলভোগীদের চিত্র পৃথকভাবে দেখানো হলো ((ছক-২২, ২৩):

ছক - ২২: নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ সংক্রান্ত মতামত (ক্রীক মালিকদের)

চাহিদার প্রভাব	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
সক্ষমতা বেড়েছে	৭৩	৭৮.৪৯
কোন পরিবর্তন হয়নি	২০	২১.৫১
মোট	৯৩	১০০.০

ছক - ২৩: নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ সংক্রান্ত মতামত (সুফলভোগীদের)

চাহিদার প্রভাব	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
সক্ষমতা বেড়েছে	৬৮	৭৩.১২
কোন পরিবর্তন হয়নি	২৫	২৬.৮৮
মোট	৯৩	১০০.০

৬.১.৬ প্রশিক্ষণের প্রভাব নিরূপনঃ

ক্রীক মালিকদের সাথে প্রশিক্ষণের প্রভাব সংক্রান্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়ে যে ক্রীক মালিকরে মৎস্য চাষ সম্পর্কে ৫৩.৫% ধারণা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২৫.৩% মৎস্য চাষে আগ্রহী হয়েছে। নিম্নে চিত্র ৮ ও ছক-২৪ দেখানো হয়েছে।

ছক - ২৪: প্রশিক্ষণের প্রভাব নিরূপণ

প্রশিক্ষণের প্রভাব	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
মৎস্য চাষ সম্পর্কে ধারণা বৃদ্ধি পেয়েছে	৫৩	৫৩.৫
মৎস্য চাষে আগ্রহ বেড়েছে	২৫	২৫.৩
মৎস্য চাষ শুরু করেছে	২১	২১.২
মোট	৯৯	১০০.০

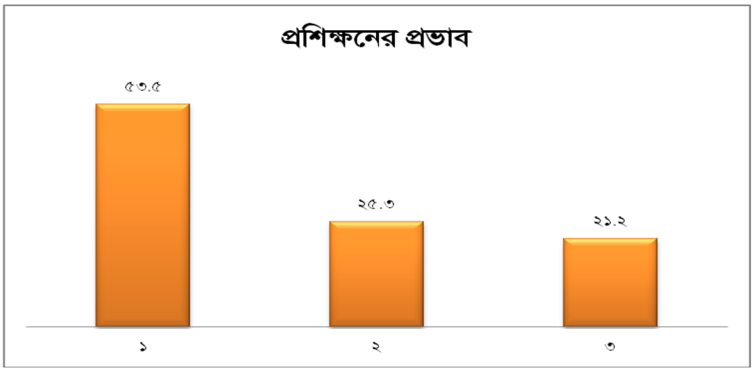

১= মাছ চাষ সম্পর্কে ধারনা বৃদ্ধি পেয়েছে
২= মাছ চাষে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে
৩= মাছ চাষ শুরু করেছে

চিত্র – ৭: প্রশিক্ষণের প্রভাব নিরূপণ

৬.১.৭ প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপনঃ

এখানকার ক্রীকের মালিক ও সুফলভোগীরা তাদের প্রশিক্ষণ চাহিদার কথা সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছে। তারা নানা ধরনের প্রশিক্ষণের কথা বললেও হাঁস পালনে তাদের বেশী আগ্রহের বিষয়টি উঠে এসেছে। কারণ অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, ক্রীকে মাছের উৎপাদনের পাশাপাশি হাস পালন করা গেলে ক্রীক থেকে একই ধরণের পুঁজি বিনিয়োগে দ্বিগুন বা তারও বেশী আয়ের সুযোগ রয়েছে। হাঁসের বিষ্ঠা মাছের খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলে মাছ চাষে খাবারের খরচ লাগে না বললেই চলে। মৎস্যের সাথে হাঁস পালন সমন্বিত মৎস্য চাষের একটি পদক্ষেপ। তাছাড়া ক্রীকে পানির প্রাপ্যতার কারণে সবজি চাষের গুরুত্বও এখানে বেড়েছে। এ সংক্রান্ত একটি চিত্র-৯ ও ছক-২৫ এ উপস্থাপন করা হলো:

ছক - ২৫: প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ

প্রশিক্ষণ চাহিদা	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
মৎস্য চাষ	৪৭	৪৭.৫
হাঁস পালন	৪৪	৪৪.৪
সবজি চাষ	৮	৮.১
মোট	৯৯	১০০.০

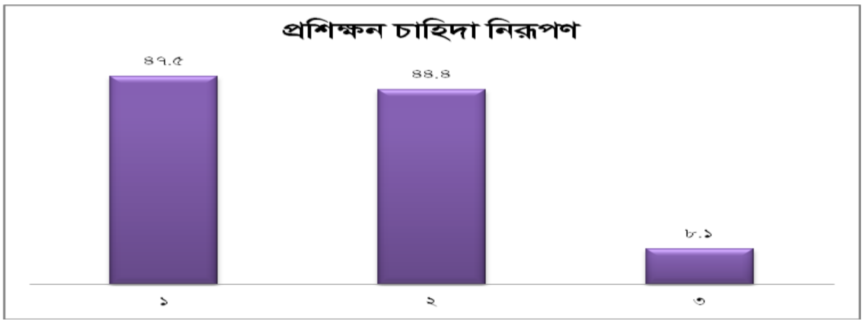

১ = মৎস্য চাষ
২ = হাস পালন
৩ = সবজি চাষ

চিত্র - ৮: প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপণ

৬.১.৮ প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রাপ্তিতে পরিবর্তনের প্রভাবঃ

এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে। ক্রীক মালিক ও সুফলভোগীদের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত নিচে পৃথকভাবে বিস্তারিত দেখানো হলো (ছক – ২৬, ২৭) । ক্রীক মালিকদের প্রশিক্ষণ সুযোগ প্রাপ্তি বেড়েছে ৯৫.৮০ % কিন্তু সুফলভোগীদের আগ্রহ ৪৮.৭৫% মাত্র। কারণ হিসাবে উত্তর দাতাদের চাহিদা, প্রশিক্ষণের ভাতা স্বল্প পরিমাণে থাকায় আগ্রহী কম পরিলক্ষিত হয়েছে।

ছক - ২৬: প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রাপ্তিতে পরিবর্তন (ক্রীক মালিক)

প্রশিক্ষণ সুযোগের ধরণ	উত্তরদাতা সংখ্যা	শতকরা হার
সুযোগ বেড়েছে	৯১	৯৫.৮০
কোন পরিবর্তন হয়নি	৪	৪.২০
মোট	৯৫	১০০.০

ছক - ২৭: প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রাপ্তিতে পরিবর্তন (সুফলভোগী)

প্রশিক্ষণ সুযোগের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
সুযোগ বেড়েছে	৩৯	৪৮.৭৫
কোন পরিবর্তন হয়নি	৪১	৫১.২৫
মোট	৮০	১০০.০

৬.১.৯ জলাশয়ের মালিকানার ধরণঃ

প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে এখানকার বেশীরভাগ জমি পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া ব্যক্তি মালিকানাধীন ৬১.৬%। এছাড়া নিজস্ব ক্রয় করা ও যৌথ মালিকানাধীন জমিও রয়েছে। খাস জমির পরিমান শতকরা ১%। প্রকল্পসূত্রে জানা গিয়েছে সরকারী খাসের জমিতে মৎস্য চাষকে অগ্রাধীকার দেয়া হয়েছে। নিচে এসংক্রান্ত একটি ছক দেওয়া হলো(ছক-২৮, চিত্র-১০):

ছক - ২৮: জমির মালিকানার অবস্থা

জমির মালিকানার ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
সরকারী/ খাস	১	১.০
পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত	৬১	৬১.৬
স্বামী-স্ত্রীর মালিকানাধীন সম্পত্তি	৬	৬.১
যৌথ মালিকানা	৫	৫.১
ক্রয়সূত্রে মালিক	২৬	২৬.৩
মোট	৯৯	১০০.০

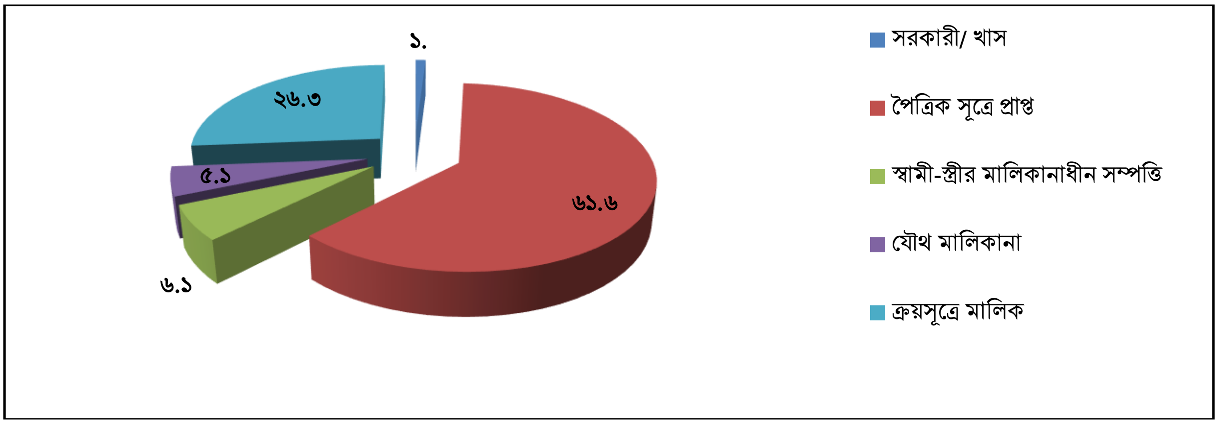

চিত্র - ০৯: জমির মালিকানার অবস্থা

৬.১.১০ মৎস্য চাষের বর্তমান অবস্থাঃ

সংখ্যাগত জরীপের প্রাপ্ত ফলাফলে মৎস্য চাষের বর্তমান অবস্থা থেকে দেখা যায় যে, নিজস্ব উদ্যোগে মৎস্য চাষীর সংখ্যা বেশী (৩৩.৩%)। কেউ কেউ যৌথ মালিকানাতে মাছ চাষ করে। তবে মাছ চাষে সরাসরি সম্পৃক্ত নয় এমন সংখ্যাই বেশী (৪৯.৫%)। যেহেতু ক্রীকের কাজ ও প্রশিক্ষণের কাজ এখন সম্পন্ন না হাওয়ায় বর্তমানে মৎস্য চাষে আগ্রহ কম দেখাচ্ছে। নিচের সরণিতে বিস্তারিত দেখানো হলো (চিত্র-১১, ছক-২৯)।

ছক - ২৯: মৎস্য চাষের বর্তমান অবস্থা

চাষের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
প্রাকৃতিকভাবে মাছ জন্মে	৫	১০.০
নিজস্ব উদ্যোগে মাছ চাষ করে	৩৩	৩৩.৩
যৌথ মালিকানায় মাছ চাষ হয়	১২	১২.১
মাছ চাষ শুরু করেনি	৪৯	৪৯.৫
মোট	৯৯	১০০.০

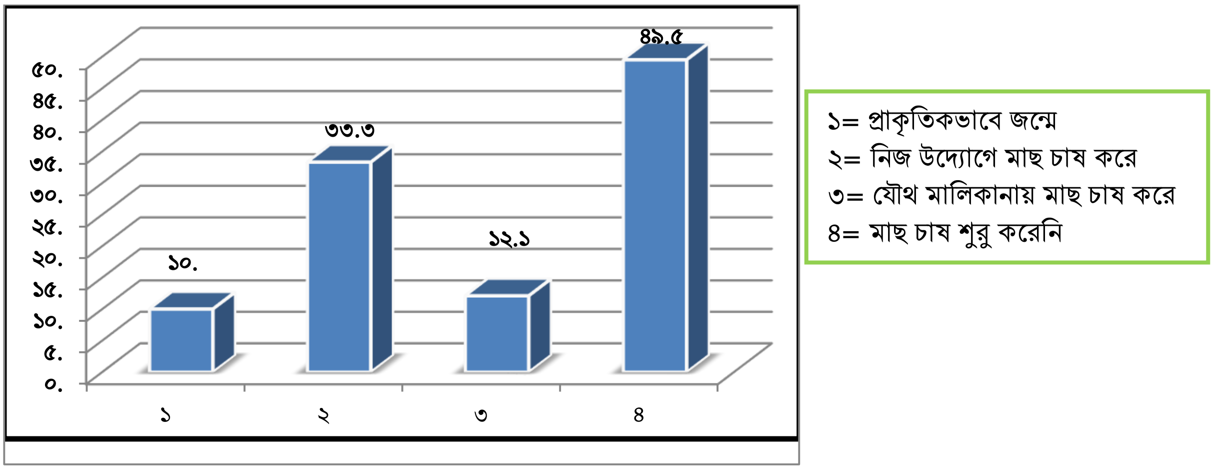

চিত্র - ১০: মৎস্য চাষের বর্তমান অবস্থা

৬.১.১১ মৎস্য চাষে প্রজাতির আধিক্যঃ

ক্রীক জলাশয়ে মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে যে সকল মাছের প্রাধান্য দেখা যায় তা নিম্নের ছকে দেখানো হয়েছে। দেখা যায় যে, এই এলাকাতে রুই ও কাতলা, মৃগেল ও স্বরপুটি মাছের চাষ বেশী হয়। এর পরে যে মাছের চাষ বেশী হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তেলাপিয়া ও গ্রাসকার্প। খুব স্বল্প পরিসরে এখানে চিংড়ি ও কই মাছের চাষ শুরু হয়েছে। নিম্নে চিত্র-১২ দেখানো হলো:

৬.১.১১.১ মৎস্য উৎপাদনের অবস্থাঃ

জরীপে দেখা যায় যে, উন্নয়নকৃত সকল ক্রীকে এখনো মৎস্য চাষ শুরু হয়নি। যে সকল ক্রীকে মৎস্য উৎপাদন শুরু হয়েছে তার একটি নমুনা চিত্র - ১৩ তে দেখানো হলো। চিত্রে পরিলক্ষিত হয় যে, মৎস্য উৎপাদন সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে, খাগড়াছড়ি জেলায় এবং পর্যায়ক্রমে দিঘিনালা, বাঘাইছড়ি ও নানিয়ারচরে উপজেলাগুলোতে। থানচি, বরকলে ক্রীকে পোনা মজুদ করা হয়েছে কিন্তু মৎস্য আহরণ করা হয়নি বিধায় ফলাফল উল্লেখ করা হয় নাই। প্রশিক্ষণে উদ্বুদ্ধ, পোনা প্রাপ্তি সহজলোভ্য হওয়ায় উক্ত এলাকার ক্রীকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে।

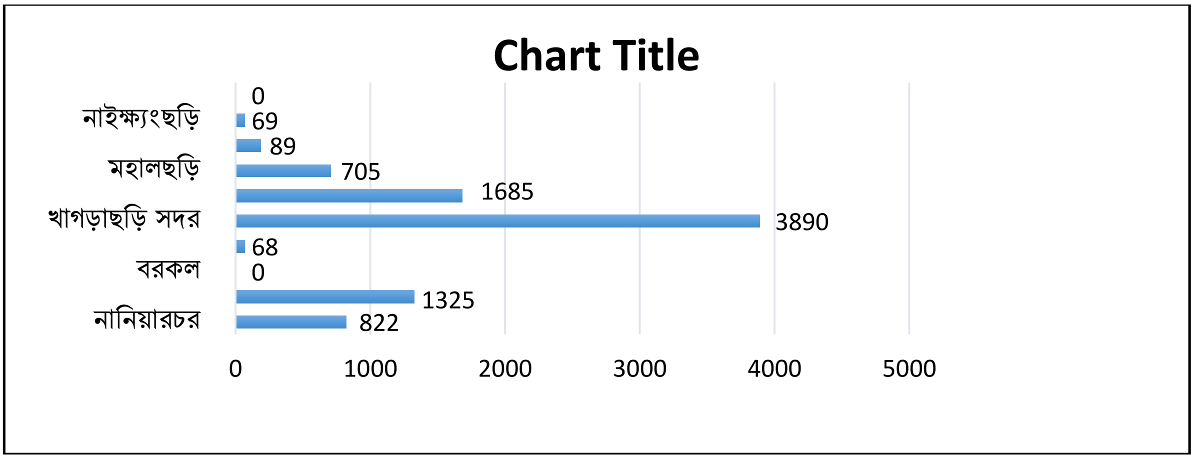

চিত্র - ১১: মৎস্য উৎপাদনের অবস্থা (কেজি / হেক্টর) উৎসঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ - ২০১৬

৬.১.১২ মৎস্য বিক্রি থেকে পরিবারের আয়ে পরিবর্তনঃ

মৎস্য বিক্রি থেকে পরিবারের অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ তৈরী হয়েছে বলে ৮৯.৪৭% উত্তরদাতা মতামত দেন। এসংক্রান্ত ছকটি নিচে দেখানো হলো (ছক-১৪, চিত্র-৩০):

ছক - ৩০: মৎস্য বিক্রি থেকে পরিবারের আয়ে পরিবর্তন

মৎস্য বিক্রি থেকে আয়ের পরিবর্তন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
আয় বেড়েছে	৮৫	৮৯.৪৭
কোন পরিবর্তন হয়নি	১০	১০.৫৩
মোট	৯৫	১০০.০

উৎসঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ - ২০১৬

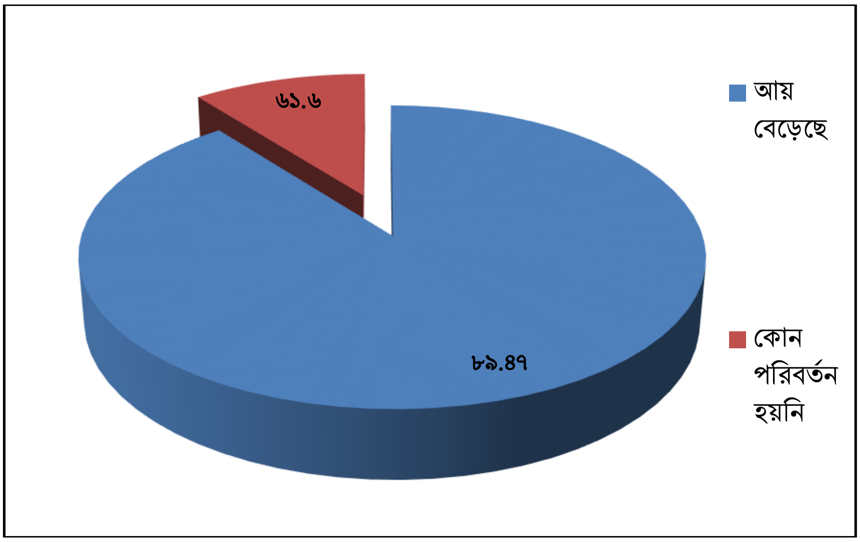

চিত্র - ১২: মৎস্য বিক্রি থেকে পরিবারের আয়ে পরিবর্তন

৬.১.১৩ মৎস্য চাষে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে পরিবর্তনঃ

ক্রীক মালিকদের সাথে আলোচনায় উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯১.৪৯% বলেছে যে মৎস্য চাষে প্রযুক্তি ব্যবহারে পরিবর্তন এসেছে। প্রকল্পের বিভিন্ন প্রযুক্তি প্যাকেজের প্রশিক্ষণের প্রভাবে পরিবর্তনের ধরণ নিচের ছক-৩১, চিত্র-১৫ দেখানো হয়েছেঃ

ছক - ৩১: মৎস্য চাষে প্রযুক্তির ব্যবহারে পরিবর্তন

প্রযুক্তির ব্যবহারের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে	৮৬	৯১.৪৯
কোন পরিবর্তন হয়নি	৮	৮.৫১
মোট	৯৪	১০০.০

উৎসঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ - ২০১৬

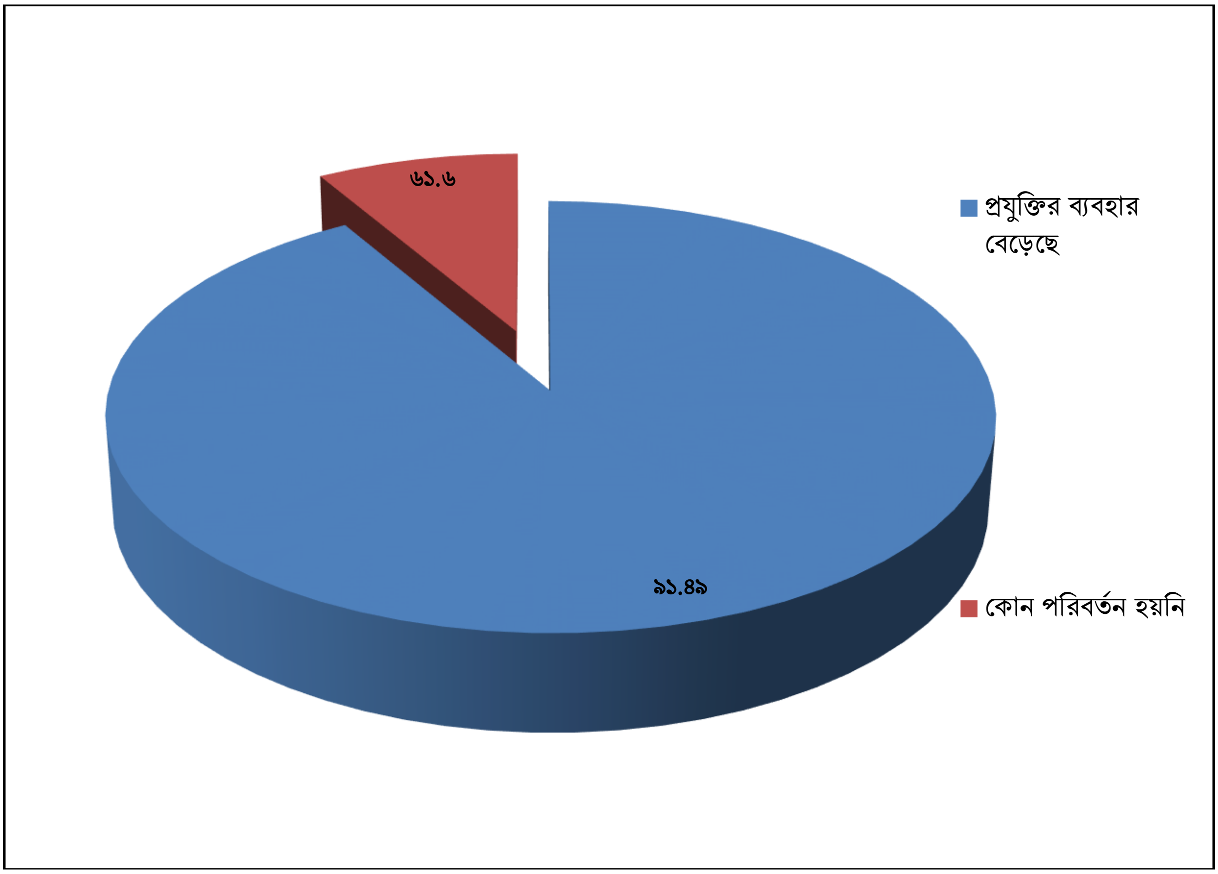

চিত্র - ১৩: মৎস্য চাষে প্রযুক্তির ব্যবহার

৬.১.১৪ মৎস্য চাষ সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তির অবস্থাঃ

মৎস্য চাষ সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তিতেও সুযোগ বেড়েছে। উত্তর দাতাদের মোট ৫৩.৫% বলেছেন মৎস্য চাষ সংক্রান্ত তথ্য তারা সরকারী সম্প্রসারণ কর্মীর নিকট থেকেই পেয়ে থাকেন। এসংক্রান্ত ছক-৩২ ও চিত্র-১৬ নিম্নরূপঃ

ছক-৩২: মৎস্য চাষ সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তিতে পরিবর্তন

মৎস্য চাষ তথ্যের সুযোগ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
সরকারী সম্প্রসারণ কর্মী	৫৩	৫৩.৫
প্রতিবেশী মৎস্য চাষী	৮	৮.১
পোনা ব্যবসায়ী	৩৬	৩৬.৪
রেডিও, টেলিভিশন	২	২.০
মোট	৯৯	১০০.০

উৎসঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ - ২০১৬

চিত্র – ১৪: মৎস্য চাষ সক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তিতে পরিবর্তন

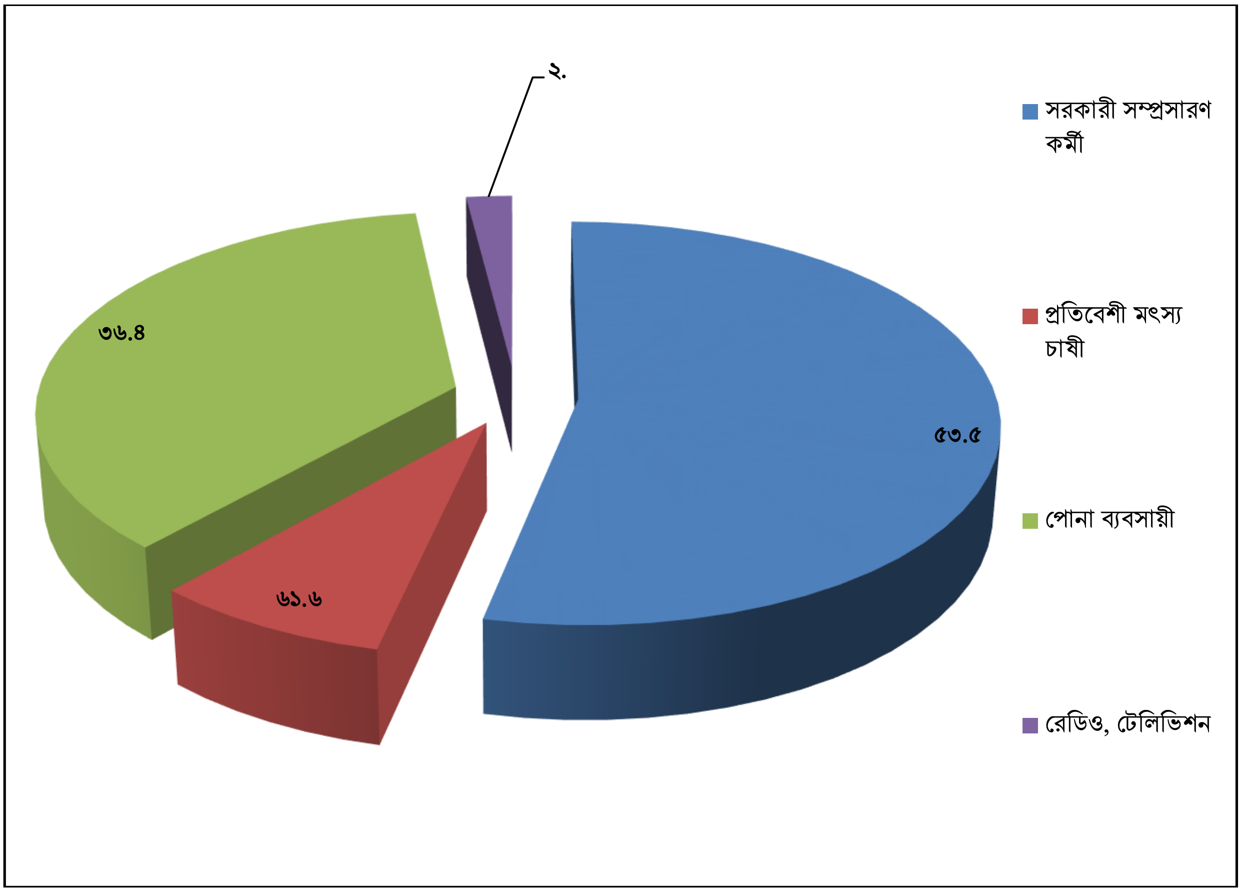

সপ্তম অধ্যায়ঃ
গুণগত উপাত্ত বিশ্লেষণ

৭.১ গুণগত উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতিঃ

গুণগত উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতিস্বরূপ KII, FGD, এবং Case Study সম্পন্ন করা হয়েছে। এসংক্রান্ত বিস্তারিত নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যপদ্ধতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারে দেখা যায় যে, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ও সংশ্লিষ্ট নয় সকলেই এই প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা রাখে। এ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ সমূহ বিস্তারিত নিম্নে আলোচনা করা হলো।

৭.২ কেআইআই (Key Informant Intrview) এর পর্যবেক্ষণঃ

৭.২.১ প্রকল্পের উপকারিতাঃ

প্রকল্পটি এই এলাকায় পানির সংকট দূর করতে বড় ভূমিকা রাখছে। পাহাড়ের ঢালের নিচুতে একপাশে বাঁধ দিয়ে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে মাছ চাষ করা হচ্ছে। এলাকার মানুষ এই কাজের সাথে সম্পৃক্ত। এই প্রকল্পটি এলাকার মাছ চাষে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। বিশেষ করে প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের পর এখানকার চাষকৃত মাছ এখন এলাকার বাইরে এমনকি পার্শ্ববর্তী জেলা চট্টগ্রাম পর্যন্ত যাচ্ছে।

৭.২.২ অফিস, জনবল ও যানবাহন সংকটঃ

পার্বত্য জেলাসমূহের ২৫ টি উপজেলার মধ্যে (বরকল, রুমা ও থানচি) ৩ টিতে মৎস্য বিভাগের জনবল ও অফিস নেই বিধায় বান্দরবান সদর উপজেলার সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা থানচি ও রুমা এবং রাঙ্গামাটির জুরাছড়ির উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বরকলের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। দীর্ঘদিন গাড়ি নষ্ট থাকায় খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে জেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের পক্ষে প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ও গুণগত মান পর্যবেক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে পার্বত্য পাহাড়ি অঞ্চল যাতায়াত ও পণ্য পরিবহনের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা দরকার। মাঠ পর্যায়ে অফিস ও প্রশিক্ষণ কক্ষের অভাব। মাত্র তিনজন প্রকৌশলীর পক্ষে সময়মত সকল কাজ সম্পাদন করা একেবারেই সম্ভব হয়না। ফলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কাজ শুরুতে বিলম্ব হয়। জনবল সংকটের কারণে সকল ক্রীকের উন্নয়ন কাজ যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না।

৭.২.৩ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সম্পৃক্তকরণঃ

এ প্রকল্পে জেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের কার্য পরিধি সুস্পষ্ঠ নয়। তাছাড়া মূল প্রকল্পের কাজে তাদের সম্পৃক্ততাও কম। স্থানীয় সরকারকে এ প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করা হলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। স্থানীয় ঠিকাদারদের দিয়ে কাজ করালে ফলাফল ভাল হতে পারে বলে জানা গেছে। টেন্ডার প্রক্রিয়া শুধুমাত্র রাঙ্গামাটিতে না করে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোতে করলে প্রকল্পের আরো অগ্রগতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র অভিমত প্রকাশ করেন। সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও স্থানীয় সরকারের সাথে সমন্বয় করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা, যাতে তারাও এ প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়ন সমস্যার সমাধনে ভূমিকা রাখতে পারে বিশেষ করে সেইসব জায়গাতে, যেখানে মৎস্য বিভাগের বরাদ্দ দেওয়ার মত টাকা নেই।

৭.২.৪ সুফলভোগী নির্বাচন, দল গঠন ও দ্বিপাক্ষিক চুক্তিঃ

ক্রীক উন্নয়নের কাজ শুরুর আগেই সুফলভোগী দল গঠন করা হয় এবং বিষয়টি আগে না জানলেও এখন এলাকার সবাই জানে। উপজেলা মৎস্য অফিসের প্রত্যক্ষ সহযোগীতা ও নির্দেশনাতে সুফলভোগী দল গঠন করা হয়। ক্রীকের আশে পাশে বসবাসরতদের মধ্য থেকে উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়। এর মধ্যে মৎস্যচাষে আগ্রহী ৩০% মহিলা সম্পৃক্ত থাকেন। সুফলভোগী দলের নিয়মিত সভা হয়। পোনা অবমুক্তি, ক্রীক সংস্কার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সভাতে আলোচনা হয়ে থাকে। প্রকল্পে ক্রীক মালিক ও মৎস্য বিভাগের

সাথে যে চুক্তি করা হয় তা ৫ বছরের জন্য, ৫ বছর পর ক্রীক মালিক আর প্রকল্প কর্তৃক আরোপিত শর্ত মানতে বাধ্য থাকে না, ফলে তখন ক্রীকের সুফলভোগীদের জন্য কোন কিছু করার থাকে না বলে পূর্বের অভিজ্ঞ উত্তরদাতা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

৭.২.৫ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতাঃ

প্রয়োজনের তুলনায় কাজের পরিমাণ খুবই কম। পূর্বে ক্রীক নির্বাচিত থাকায় ক্রীক পরিবর্তনের কোন সুযোগ নেই, কেননা অনেক ক্ষেত্রে ক্রীকের অস্তিত্ব চিহ্নিত করা কঠিন কেননা যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্গম ও কষ্টকর, কোন কোন ক্রীকে দুই থেকে তিন ঘন্টা হাটতে হয়। দুর্গম এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক না থাকায় যোগযোগ সমস্যাও হয়। ক্রীক উন্নয়ন কাজ বর্ষাকালে হওয়ায় সব ক্রীকে কাজ তদারকি করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

৭.২.৬ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাঃ

এখানকার মৎস্য চাষী অনেকেই এ প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। মৎস্য বিভাগ থেকে মৎস্য চাষের উপর ২ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কিন্তু সকল সদস্য প্রশিক্ষণ পায়নি। তবে এই এলাকার মৎস্য চাষের জন্য উপযোগী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উদ্যোগ নেওয়া দরকার। অন্যান্য মৎস্যের চাষ, উৎপাদন বৃদ্ধি নিরূপণ, ক্রীকে মৎস্যের খাবারের পরিমাণ নির্ণয় কিভাবে করতে হবে ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত মডিউল তৈরী করা ও সেই মোতাবেক প্রশিক্ষণ প্রদান করা দরকার, যা চলমান মডিউলে থাকলেও সুস্পষ্টভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে না। বর্তমানে প্রশিক্ষণের মেয়াদ ২ দিন থেকে বাড়িয়ে ৫-৭ দিন মেয়াদী করা দরকার বলে আলোচনা থেকে অনুরোধ করা হয়েছে। সুফলভোগী দলকে বছরে দুইবার প্রশিক্ষণ এবং একবার দুইদিনের রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ দেওয়া ও পাশাপশি মৎস্য চাষের উপকরণ প্রদান। চাষীদের জন্য অভিজ্ঞতা সফরের ব্যবস্থা করা এবং সুফলভোগী গ্রুপকে পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোর সফল বাঁধ ও মৎস্য চাষ দেখানো দরকার। প্রয়োজনে তাদেরকে মৎস্য চাষ সহায়িকা সরবরাহ করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন উপকরণ যেমন, পোনা মাছ ও বেড়জাল সরবরাহ করা।

৭.২.৭ প্রকল্পের মেয়াদ ও কর্মপরিধি সম্প্রসারণঃ

যেহেতু পাবর্ত্য অঞ্চলে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে সুপারিশে উল্লেখ আছে যে, মোট ৪৩০৬ হেক্টর ক্রীক এরিয়া আছে (সূত্র: মৎস্য অধিদপ্তর)। যার মধ্যে তৃতীয় পর্যায়ে ৮৬৩ হেক্টর ক্রীক নির্মাণ করে মৎস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যা মূল এরিয়ার ২০% সম্পাদন করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি, সুফলভোগী ও অন্যান্য জনগোষ্ঠী মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আরো দূর্গম এরিয়া অন্তর্ভুক্ত করে ভবিষ্যতে প্রকল্পটি আরো বড় আঙ্গিকে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া দরকার বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেহেতু দরিদ্র পাহাড়ি জনগোষ্ঠী প্রকল্পের উন্নয়নকৃত ক্রীকের সাথে সুফলভোগী হিসেবে সরাসরি সম্পৃক্ততা থাকায় তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং সুফলভোগীদের অংশীদারিত্ব দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য তাদের আর্থিক সম্পৃক্ততা একান্ত প্রয়োজন। এলসিএস পদ্ধতি প্রচলন করা যেতে পারে। প্রকল্প শেষে এর বহির্গমন (Exit Plan) নির্ধারণ করা জরুরী যাতে উন্নয়ন কর্মকান্ড দীর্ঘ মেয়াদী হয় ও চলমান থাকে।

৭.৩ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনের (এফজিডি) পর্যবেক্ষণঃ

৭.৩.১ ক্রীকের টেকসই উন্নয়নঃ

ক্রীক উন্নয়নের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়ে থাকে তা যথেষ্ট নয়। তাছাড়া ঠিকাদারের বেশী লাভ করার মানসিকতা কাজের গুণগতমান ধরে রাখার ক্ষেত্রে বড় বাঁধা। এছাড়া এখানকার সুফলভোগীরা প্রকল্পের নকশা সম্পর্কে কিছু জানেনা, ফলে কাজ কেমন হওয়া উচিৎ তা তারা বুঝতে পারে না। ঠিকাদার যেভাবে বুঝিয়ে দেয় তাই মেনে নিতে হয়। প্রকল্প ইঞ্জিনিয়ার নকশা করলেও তা নিয়ে স্থানীয়দের সাথে কোন ধরণের আলাপ আলোচনা করে না। প্রকল্পের নকশা তৈরীর ক্ষেত্রে এলাকার জনগণের মতামত নেওয়া হয় না এবং তাদেরকে নকশা সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয় না বলে উত্তর দাতারা অভিমত ব্যক্ত করেন। অনেক জায়গাতে বিশেষকরে নাইক্ষৎছড়ি, থানচি, দীঘিনালা এলাকাতে ঠিকাদার নিজে কাজ না করে সাব-কন্টাক দেন, সাব-কন্টাক্টর আবার কিছু

মুনাফা রেখে অন্যের কাছে বিক্রি করে দেন এভাবে একাধিক হাত বদল হয়ার কারণে মূল কাজের অর্থের পরিমান কমে যাওয়ায় কাজে গুনগত মান কমে গেছে (ক্রীকের বাধ টিকমত করা হয়নি, ড্রেন পাকা করা হয়নি)।

দুর্গম ক্রীকগুলোতে ড্রেন পাকা করা হয়নি কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে,নির্মাণ সামগ্রী পরিবহনের ব্যবস্থা না থাকায় ড্রেন পাকাকরণের কাজ করা সম্ভব হয়নি যেমনঃ বরকল, দিঘিনালা ইত্যাদি। বেশীরভাগ সুফলভোগীদের মতে ড্রেন আরো প্রশস্থ হওয়া দরকার ছিলো। তাতে করে পানি নিস্কাশন সহজ হতো এবং বাঁধের উপর পানির চাপ কম পড়তো।
প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্রীকে নিস্কাশন নালার সংস্থান না থাকায় অনেক ক্রীক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং অতিরিক্ত পানির চাপে মাছ বের হয়ে যাওয়ার ফলে মৎস্যচাষীরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তৃতীয় পর্যায়ে নিস্কাশন নালার সংস্থান থাকলেও বেশ কিছু ক্রীকে তা মানসম্মত হয়নি। এমনকি যাতায়াত ব্যবস্থা না থাকায় অনেক ক্রীকে নালা নির্মাণের মালামাল প্রেরণ করতে না পারায় নিস্কাশন নালা পাকা করা যায়নি, ফলে নালাগুলো কিছুদিন পরেই পাহাড়ি ঢলে নষ্ট হয়ে যায় এমনকি এসমস্ত ক্রীকের বেশীর ভাগেরই বাঁধ নষ্ট হয়ে গেছে।

৭.৩.২ ক্রীকের ইতিবাচক প্রভাবঃ

ক্রীক এই এলাকায় পানি সংকট মোচনে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখছে। এমন অনেক দুর্গম এলাকা রয়েছে যেখানে মানুষ শুধু পানির অভাবে দৈনন্দিন কাজ যেমন- গোছল পর্যন্ত করার সুযোগ পায় না ।গ্রীস্ম মৌসুমে সুপেয় পানি হিসেবে ক্রীককে ব্যবহার করা হচ্ছে। ক্রীক বাস্তবায়নের ফলে একদিকে যেমন কৃষি আবাদ মৎস্য চাষ, হাস পালন , শাক-সবজি চাষ করছে অন্যদিকে । গ্রীস্ম মৌসুমে সুপেয় পানি হিসেবে ক্রীককে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৭.৩.২ ক্রীকে মৎস্য চাষঃ

প্রকল্প এলাকার হ্যাচারী থেকে ক্রীকে পোনা সরবরাহ নিশ্চিত হয় মাত্র ১১% বাকী মাছের পোনা বেশীরভাগই আসে লক্ষীপুর ও কুমিল্লা থেকে। যা প্রকল্প উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যাহত হচ্ছে। ক্রীকে মাছ চাষে গুণগত মানসম্পন্ন পোনার অভাব পূরণে হ্যাচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা জরুরী। হ্যচারী উৎপাদন ক্ষমতা প্রসার, মাঠপর্যায়ের পোনা সরবরাহ প্রয়োগের মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

৭.৩.৩ সুফলভোগী দলঃ

স্থানীয় সুফলভোগী দলগুলোকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিতে হবে। যাতে প্রকল্প শেষ হয়ে গেলে তারা নিজেরাই এ প্রকল্পের কাজগুলোকে গতিশীল রাখতে পারে। ক্রীকের সুফলভোগী হিসেবে দরিদ্র এবং মৎস্য চাষে আগ্রহীদেরকে প্রাধান্য দিতে হবে। স্থানীয় সুফলভোগীদের নিকট থেকেও আর্থিক অংশগ্রহণ থাকা দরকার। তাহলে তাদের মালিকানাবোধ বৃদ্ধি পাবে এবং সঠিক কাজ বুঝে নিতে বেশী উদ্যোগী হবে। তাদের সাথে চুক্তির মেয়াদ প্রকল্প শেষে বৃদ্ধি করা দরকার। পার্বত্য জেলা পরিষদ এ ব্যাপারে উদ্দেগী ভূমিকা নিতে পারে।

৭.৩.৫ প্রশিক্ষণঃ

প্রত্যেক এলাকাতে এক/একাধিক উদ্যোগী মৎস্য চাষীকে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে যারা তৃণমূলে অন্যান্যদেরকে মৎস্য চাষ বিষয়ক বিভিন্ন পরামর্শ প্রদানে মৎস্য বিভাগের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করতে পারে। ক্রীকে মৎস্য চাষ মডিউল প্রণয়ণ করতে হবে যার মধ্যে ক্রীকে কোন ধরনের মৎস্য প্রজাতী দ্রুত বৃদ্ধি পাবে তার তালিকা প্রণয়ন , প্রতি শতাংশে মজুদের সংখ্যা প্রজাতিভেদে, খাবার প্রদানের হার, পোনা মজুদের সাইজ, ক্রীক থেকে মৎস্য আহরনের পদ্ধতি ও সময় , রোগবালাই, পানি দূষিতে কারণ ও নিরাময়, ক্রীকের পাড় ভেঙ্গে গেলে সংস্কার পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় সংযুক্ত করে একটি কার্যকরি প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করা প্রয়োজন। এব্যাপারে মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট এর কারিগরি সহযোগীতা নেয়া যেতে পারে। প্রশিক্ষনের মেয়াদ দুই দিন এবং একদিন সকল ক্রীক চাষীর এলকা পরিদর্শন করে প্রশিক্ষনের মেয়াদ তিনদিন করা যেতে পারে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পাহাড়ি অঞ্চলের অন্যান্য সংস্থার প্রশিক্ষনার্থীদের ভাতা যাচাই বাচাই করে প্রকল্পের সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ ভাতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৭.৩.৬ ডেমোনেস্ট্রশন ক্রীকঃ

মৎস্য অধিদপ্তর প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ডেমোক্রীক তৈরি করে মৎস্য উৎপাদন কার্যক্রম কারিগরিভিত্তিক বাস্তবায়ন করা যা অন্যান্য ক্রীক মালিক ও সুফলভোগীদের পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহন করা।

৭.৩.৭ ঠিকাদারের কাজ তদারকিঃ

ঠিকাদারের কাজগুলোর সম্পর্কে স্থানীয় সুফলভোগীদেরকে অবগত না করার কারণে কাজের ধরণ ও গুণগত মান ঠিকাদাররা বজায় রাখেন না। ফলশ্রুতিতে কাজের মান বজায় থাকছে না। যেমন-কোথাও পাকা ড্রেন এবং কোথাও কাঁচা ড্রেন করে কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৭.৩.৮ স্থানীয় জনগোষ্ঠী সম্পৃক্তকরণঃ

এলাকাতে ক্রীক উন্নয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে উন্নয়ন উপযোগী ক্রীকগুলো চিহ্নিতের মাধ্যমে উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এ কাজে যাতে এলাকার সকল দরিদ্র মানুষ, বিশেষ করে যারা মাছ ধরা পেশায় নিয়োজিত তাদের অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন।

৭.৩.৯ প্রকল্পের দুর্বলতাঃ

দুর্গম অঞ্চলে যেখানে পানি ও মাছের সংকট বেশী সেই স্থানে প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।। এছাড়া যে সকল বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে তার উচ্চতা আরো বেশী হওয়া উচিৎ ছিলো। কেননা প্রতিবছরই বন্যা এসে বাঁধ টপকে ভেতরে পানি ঢোকে ও মাছ বেরিয়ে যায়। এজন্য পানি নিষ্কাশনের ড্রেন ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা দরকার। এছাড়া এখানকার যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ায় বাঁধ নির্মাণের সরঞ্জামাদি জায়গা পর্যন্ত পরিবহন অনেক কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে এর জন্য বরাদ্দ বেশী রাখা দরকার ছিলো বলে সুফলভোগীরা জানান।

৭.৪ প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্যাদি (ফাইন্ডিংস):

প্রকল্পের ঠিকাদারদের মন্তব্যঃ

চলমান তৃতীয় পর্যায়ের কাজের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইউনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেড এর প্রতিনিধির সাথে প্রকল্পের ক্রীক উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এ আলোচনা থেকেও বেরিয়ে আসে নানা তথ্য, যা নিম্নে সন্নিবেশিত করা হলো:

- দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় ক্রীকগুলো অবস্থিত হওয়ায় যাতায়াত, মালামাল পরিবহন ও কাজ পরিদর্শন যথাযথভাবে সম্পাদন করা যাচ্ছে না;
- কিছু কিছু জায়গায় (যেমন: মহালছড়ি, নানিয়ার চর, কাউখালী ইত্যাতি) প্রবেশাধিকার খুবই সংরক্ষিত, যেখানে প্রবেশ করা কষ্টসাধ্য, এসব ক্ষেত্রে সম্পদের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে; এবং
- অনেক জায়গায় বাঁধ নির্মাণের জন্য পাহাড়ী আইনে মাটি কাটার অনুমতি না থাকায় ক্রীক নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা যায় না;

অষ্টম অধ্যায়

কেস স্টাডি

৮.১ কেস স্টাডি -১:

কাউখালীর সফল মৎস্যচাষী জনাব মহীউদ্দিন পূর্বে কৃষক ছিলেন। আর্থিক অস্বচ্ছলতা কাটিয়ে উঠার জন্য তিনি সব সময়ই বিকল্প কাজ খুঁজতে থাকেন। কাউখালী হ্যাচারীর সন্নিকটেই মহীউদ্দিনের বাড়ি। কাউখালীতে হ্যাচারী নির্মাণ কাজ যখন শুরু হয় তখন তার পরিচয় হয় স্থানীয় মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মীসহ মৎস্য অধিদপ্তরের আরো কয়েকজন কর্মকর্তার সাথে। তাদের সাথে বিভিন্ন সময় মহীউদ্দিনের আলাপ হতো। আলাপের বিষয়বস্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকতো মৎস্য চাষ ও আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে। মৎস্য দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরীর সুবাদে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পান। প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান আর স্থানীয় মৎস্য অফিসের কর্মকতাদের কাছ থেকে কারিগরী দক্ষতা নিয়ে এই হ্যাচারীর উৎপাদন শুরুর লগ্ন থেকে তিনি এখান থেকে রেনু পোনা সংগ্রহ করে নিজের নার্সারী পুকুরে ধানী পোনা উৎপাদন শুরু করেন এবং তা স্থানীয় মৎস্যচাষীদের নিকট বিক্রির মুনাফা থেকে তিনি ১.৫ একর জমিতে নার্সারী পুকুর স্থাপন করেন। এখন তিনি এই এলাকার খুব নামকরা একজন পোনা চাষী। তার কার্যক্রম অনুসরণ করে এই এলাকার ওসমান, মুনসুর ও জাভেদ প্রমুখ ব্যক্তি পোনা চাষে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই পেশায় জড়িত হয়েছেন।

৮.২ কেস স্টাডি – ২:

বাঘাইছড়ি উপজেলা থেকে ৩ কি.মি. দুরে অবস্থিত মুসলিম ব্লক । এখানকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ মৎস্য সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত। কেউ স্থানীয় পুকুর সংলগ্ন কাসালং নদীতে মাছ ধরে, কেউ জড়িত মাছ চাষের সাথে। আবার অনেকে মাছ ব্যবসায় জড়িত। এখানকার দরিদ্র শ্রেণির একটি অংশ মৎস্য শ্রমিক। ওসমান ছিলেন এই এলাকার একজন হতদরিদ্র মৎস্য শ্রমিক। টানাটানির সংসারে অভাব নিত্যদিনের সঙ্গী। কোন একদিনের ঘটনা। চাল নেই ঘরে। কাছে টাকাও নেই। তার ছিলো কয়েকগোছা কারেন্ট জাল। কিছুদিন আগে মৎস্য অধিদপ্তর ও উপজেলা প্রশাসনের অভিযানে এখানকার মৎস্যজীবীরা কারেন্ট জাল ব্যবহার ছেড়েছে। ইসমাইল ভাবছে কি করবে সে। মাছ ধরতে গেলে কেউ যদি ধরে ফেলে। ইউএনও সাহেব বলেছিলো এরপর কারো হাতে কারেন্ট জাল পাওয়া গেলে তাকে জেলে যেতে হবে। একদিকে জেলে যাওয়ার ভয়, অন্যদিকে স্ত্রী-সন্তানদের অনাহারি মুখ। দারিদ্রের কাছে অবশেষে পরাস্ত হলো জেলে যাওয়ার ভয়। টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে। ইসমাইল জাল নিয়ে চলে গেল নদীতে। জাল পাতা হয়ে গেছে। পরে যখন সে জাল তুলতে যাবে, সেই সময় বাধে বিপত্তি। একেবারে অভিযানের মুখে পড়ে সে। ধরা পড়ে যায় নিষিদ্ধ জালসহ। ইসমাইলের কান্না আর পুষ্টিহীন দৈহিক গড়ন দেখে অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের মায়া হলো। তাকে সে যাত্রায় জেলে যেতে হলো না। কয়েকদিন পরে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মুসলিম ব্লক পরিদর্শনে গিয়ে ইসমাইলের খোঁজ নেন। জানতে পারেন তার দৈন্যতার কথা। কোন এক অজানা মায়ার টানে তিনি ইসমাইলকে ওই এলাকার সুফলভোগী দলে অন্তর্ভূক্ত করেন। তিনি তাকে উদ্বুদ্ধ করেন পোনা চাষে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আর আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থায় নিজে সহযোগীতা করতে থাকলেন। মুসলিম ব্লকের ইসমাইল এ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের একজন সুফলভোগী। এখন তিনি উপজেলার সবচেয়ে সফল পোনা ব্যবসায়ী। তিনি গত বছর (২০১৫ সালে) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে মৎস্য চাষে সাফল্যের জন্য জাতীয় পুরস্কার গ্রহণ করেন;

৮.৩ কেস স্টাডি - ৩:

খাগড়াছড়ির দিঘিনালার হতদরিদ্র কৃষক মোঃ শাহজাহান মিয়া। কুমিল্লার সন্তান শাহাজাহান কাজের সন্ধানে ১৯৯৫ সালের দিকে চলে আসেন খাগড়াছড়ির দিঘিনালায়। তার মামা তখন সেখানে বিজিবিতে কর্মরত ছিলেন। তারই পরামর্শে স্ত্রীসহ এখানে চলে আসা। প্রথমে কিছু জমি বন্দোবস্ত নিয়ে শুরু করেন চাষাবাদ। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিলো না। আয়-রোজগারে কোন পরিবর্তন আসে না। তিনি বের হতে পারেন না দারিদ্র্যের ঘোরটোপ থেকে। এই এলাকাতে তখন মাছ চাষ তেমন বিস্তৃতি লাভ করেনি। প্রতিবেশী কয়েকজনের কাছে মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণের কথা শুনে, একদিন কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তিনি উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করেন। অনুরোধ করেন তাকে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেবার জন্য। তার আগ্রহ দেখে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা তাকে দুরবর্তী এক গ্রামে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ দেন। পরদিন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গিয়ে দেখেন যে, শাহজাহান মিয়া সেখানে হাজির। তখনো প্রশিক্ষণের অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরা এসে পৌঁছায়নি। প্রশিক্ষণে শাহজাহান মিয়ার আগ্রহ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে আরো অনুপ্রাণিত করে। তিনি প্রশিক্ষণ শেষে শাহজাহান মিয়াকে আরো দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়ন দেন। প্রশিক্ষণের সফল সমাপ্তির পরে তিনি ৩০ হাজার টাকা ঋণের ব্যবস্থাও করে দেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পটির প্রথম পর্যায় তখনো শুরু হয়নি। কেবল শুরুর প্রস্তুতি চলছে। তার পরামর্শে শাহাজাহান মিয়া প্রথমে লক্ষীপুরের রায়পুর থেকে পোনা কিনে এলাকাতে বিক্রি শুরু করেন। ওই বছর অর্থ্যাৎ ২০০০ সালে শাহজাহান মিয়ার ঘরে জন্ম নেয় তাদের প্রথম কন্যা সন্তান। তার পরের গল্প শুধুই সফলতার। চাল-চুলোহীন শাহজাহান মিয়া এখন ৩ একর জমির মালিক। নিজে মাছ চাষের পাশাপাশি করছেন পোনার উৎপাদন। বর্তমানে তিনি উপজেলার সবচেয়ে বড় মৎস্যচাষী এবং তাঁর মাসিক গড় আয় প্রায় এক লক্ষ টাকা।

নবম অধ্যায়ঃ

SWOT বিশ্লেষণ

৯.১ SWOT বিশ্লেষণঃ

প্রকল্পের সবল দিক, দূর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয় এই কাজটি প্রকল্পের নির্বাচিত ১০ টি উপজেলার ৫ টিতে সম্পাদন করা হয়। উপজেলাগুলো হচ্ছে বাঘাইছড়ি, দিঘিনালা, মহালছড়ি, থানচি ও নাইক্ষ্যংছড়ি। এসব কর্মশালায় প্রকল্পের সুফলভোগী, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তি, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট মৎস্য বিভাগের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখিত পাঁচটি কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত একত্রিকরণ করে নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা, নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা মিলনায়তন

সবল দিক

- পাহাড়ি পরিবেশে মাছ চাষের সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং আমিষের অভাব পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে;
- পাহাড়ের মধ্যে বাঁধের পানি ব্যবহার করে বোরো চাষ, পান-বরজ, অন্যান্য সবজি ও ফলদ বাগান সৃজন করা সম্ভব হচ্ছে;
- বাঁধে হাঁস-মুরগির খামার ও গবাদি পশুর প্রকল্প নেয়া সম্ভব হয়েছে;
- পাহাড়ে জলীয় পরিবেশের উন্নতি সাধিত হচ্ছে এবং জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ হচ্ছে;
- পাহাড়ি কীট-পতঙ্গ ও পশু-পাখির পানীয় জল সহজলভ্য হয়েছে;
- কর্মসংসস্থান সৃষ্টি হয়েছে সুফলভোগীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ফলে আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে ও সন্তানদের লেখাপড়ার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে;
- এলাকার মৎস্য চাহিদা পূরণ করার ব্যবস্থা হয়েছে;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পদ্ধতিগত মৎস্য চাষের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- প্রকল্পে স্থানীয় জনগণের ব্যাপক সম্পৃক্ততা পরিলক্ষিত হয়;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠী স্বাবলম্বী হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে; এবং
- পর্যটনের শিল্প প্রসারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
-

দুর্বল দিক

- কাজের মনিটরিং ব্যবস্থা দূর্বল বিধায় কাজের মান খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।
- হ্যাচারী ও নার্সারী পুকুর করা হয়নি।
- সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা নেই;
- বাঁধ সংস্কারের ব্যবস্থা না থাকায় অনেক ক্রীক আবাদি জমিতে পরিনত হয়েছে;
- পাহাড়ি জলাশয়ে মাছ চাষের জন্য ক্রীকে আলাদা কোন মৎস্য চাষের মডিউল নেই ফলে মাছ উৎপাদনে কাঙ্খিত সাফল্য আসছে না,
- যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা খারাপ;
- সঠিক সময়ে সঠিক পোনা পাওয়া যায়না, মানসম্পন্ন পোনার সংস্থান নাই;
- প্রকল্প ডিজাইনের দুর্বলতা।
- জলাশয়ের গভীরতা বৃদ্ধির জন্য খনন করা হয়না; এবং
- বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয় বর্ষা মৌসুমে।

সুযোগ

- কাজের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভুমিকা পালন করছে।
- গ্রীষ্ম মৌসুমে এলাকায় জনসাধারণের প্রকট পানির সমস্যার সমাধান হচ্ছে;
- পাহাড়ি মৎস্য চাষ প্রকল্পের ফলে আমরা নিজেরা মাছ খেতে পারি ও স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতে পারি, ফলে আমিষের চাহিদা পূরণ হচ্ছে;
- অন্য এলাকার আমদানীকৃত মৎস্যের উপর নির্ভরশীলতা কমে গেছে;
- অত্র প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রীকে বাণিজ্যিকভাবে চিংড়ি, কুঁচে, কাঁকড়া, কচ্ছপ ও হাঁসচাষের সুযোগ তৈরী হয়েছে এবং সুফলভোগীরা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে;
- মৎস্য চাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ও মাছের দাম স্থিতিশীল থাকবে;
- ক্রীকের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে ও মৎস্য চাষীদের আগ্রহ বাড়বে;
- প্রশিক্ষণের ফলে দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। খাদ্যের অপচয় হবে না এবং অতিরিক্ত ব্যয় কমবে ও আয় বৃদ্ধি পাবে;
- জলাশয় সৃষ্টির ফলে মৎস্য চাষের ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে;
- হ্যাচারী ও নার্সারী তৈরী হলে মানসম্পন্ন পোনা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হবে;
- গৃহস্থালী কাজে পানির ব্যবহার সহজ হবে এবং নারীদের কষ্ট লাঘব হবে, দূর থেকে পানি আনতে হবে না;এবং
- পানির সুবিধা নিশ্চিত হওয়ায় প্রাণি ও বৃক্ষের জীবন ধারণ এবং শাক-সবজী চাষে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে।

ঝুঁকি

- বাঁধে বল্লি ও ড্রামশীট ব্যবহার করা হয় না, বাঁধ টিকিয়ে রাখার জন্য ঘাস লাগানো দরকার;
- সকল ক্রীকে পাকা ড্রেন না থাকা, ড্রেন ঠিকমত না কাটা, ড্রেনের বাহিরের মুখে হাউস না থাকায় দ্রুত বাঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছে। পাহাড়ি ঢলের বিষয়টি বিবেচনা করে গেট বাল্বের ব্যবস্থা করা হয়নি;
- প্রয়োজনীয় উপকরণ ঠিকমত না দেওয়ার ফলে ড্রেনের কাজের মান খারাপ হয়েছে। ড্রেনের ভেতরের মুখে লোহার রড দিয়ে তৈরী নেট না দেওয়ার ফলে অনেক বাঁধে মাছ চাষ করা সম্ভব হচ্ছে না;
- বাঁধ বিশেষ করে টেকসই ড্রেন নির্মাণ না হলে পাহাড়ি ঢলে বাঁধ ভেঙ্গে যাবে;
- ড্রেনের ওয়ালে পিলার না থাকায় পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের মাটির চাপে ড্রেনের ওয়াল ভেঙ্গে যাচ্ছে;
- ড্রেনের শেষ অংশে পাকা হাউজ না থাকায় পানির চাপে/ তোড়ে মাটি ক্ষয় হয়ে গর্তের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমান্বয়ে ড্রেনের তলার মাটি ক্ষয় হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে;
- বাঁধের আভ্যন্তরীণ গাছের বড় বড় গুড়ি সমূহ না সরানোর ফলে মাছ আহরণে সমস্যা হয়;
- বাঁধ কম উচু হওয়ায় বন্যায় প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে;
- গ্রীষ্মকালে ক্রীকে পানি কম থাকায় পানি দূষণ হয়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায়, ক্রীকে গ্যাস তৈরী হওয়ায় মাছের রোগ হয়ে মারা যায় ও লোকসানে পড়তে হয় (এরেটর);
- পাকা ড্রেন না থাকায় বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে;
- প্রতিবছর প্লাবিত হওয়ায় জলাশয়ের মাছ প্রতি বছরই ধরে ফেলতে হয় । মাছ বড় করা যায় না;
- পানির গভীরতা কম থাকার কারণে গ্রীষ্মকালে মাছ মারা যায়;
- মালিকগন অন্যান্য সুফলভোগীদের বাদ দিয়ে নিজেরাই পুরো ক্রীক দখল করতে পারেন;
- পোনা ও মৎস্য চাষ উপকরনের অভাব এবং অর্থিক সমস্যা ক্রীকের মৎস্য চাষ ব্যাহত হতে পারে;
- মালিকগন সুফলভোগীদের বাদ দিয়ে নিজেরাই পুরো কাজ নিজেদের দখলে আনতে পারে;
- প্রশিক্ষনে প্রাণী,গাছ,ব্যবস্থাপনা, মৎস্য চাষের জরুরী বিষয় যোগ করা যেতে পারে তানাহলে ঝুকি থেকে যেতে পারে;
- মালিকদের নিকটতম আত্নিয় বেশি থাকে;
- দুর্গম অঞ্চলে প্রকল্প সংখ্যা কম;
- কাচা ড্রেন/ বাড়তি পানি নিষ্কাশনে ভাল ব্যবস্থা দরকার; এবং
- রিফ্রেশার প্রশিক্ষন প্রয়োজন।

দশম অধ্যায়ঃ

TOR মোতাবেক অন্যান্য প্রতিবেদন

১০.১ প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নকৃত কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থাঃ

প্রকল্পের লক্ষমাত্রা অর্জনকে সামনে রেখে প্রকল্পভূক্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের) ২ টি ও মৎস্য অধিদপ্তরের রামগড়ে অবস্থিত হ্যাচারীতে পোনা উৎপাদন কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। এ অঞ্চলের হ্যাচারীর বর্তমান অবস্থা নিম্নরূপ:

১০.১.২ বান্দরবান মিনি হ্যাচারী:

বান্দরবন হ্যাচারী

এ হ্যাচারীর মোট আয়তন ৫ একর। এখানে দুটি ব্রুড পুকুর, পাঁচটি নার্সারী পুকুর রয়েছে। এখানকার মোট জনবল হচ্ছে একজন হ্যাচারী ব্যবস্থাপক সহ মোট ৫ জন। এই হ্যাচারীতে কোন গভীর নলকূপ নেই। পানি স্বল্পতার কারণে রেনুপোনা তৈরী করা সম্ভব হচ্ছে না। রাঙ্গামাটির কাউখালীতে অবস্থিত হ্যাচারী থেকে রেনু পোনা এনে নার্সারী পুকুরে পরিচর্যা করে ধানী পোনা (Fingerlings) তৈরী করা হয় যা স্থানীয় মৎস্যচাষী, ক্রীকচাষী ও উপজেলা পরিষদের পুকুরে মজুদ করার জন্য ধানী পোনা বিক্রি করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১০৪৭৫০ (একলক্ষ চার হাজার সাতশত পঞ্চাশটি) পোনা বিক্রি করে ১৬২৫০ টাকা আয় হয়েছে। এখানে রুই, মৃগেল ও স্বরপুটির পোনা উৎপাদন করা হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে এখানে পোনা উৎপাদন করার কোন ব্যবস্থা না থাকায় মাছ চাষে আগ্রহীরা মাছ চাষ করতে পারছে না। মাঠ থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে এখানে কোন ক্রমেই গভীর নলকুপ স্থাপন সম্ভবপর নয়। বিকল্প হিসেবে নিকটস্থ বাজার হতে সাপ্লাইয়ের পানি এনে পোনা উৎপাদন কার্যক্রম সম্ভব। কিন্তু এ বিষয়টি ব্যয়বহুল হওয়ায় প্রকল্প থেকে সংস্থান করা সম্ভপর নয়। পানির সমস্যা সমাধানের অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান যেমন RDA অনুরোধ করা যেতে পারে। বিভিন্ন অঞ্চলে নার্সারী চাষীদের উদ্বুদ্ধ করে রেনু উৎপাদন বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করা।
বিতরণ এলাকা: স্থানীয় পোনা ফেরিওয়ালা, ক্রীক মৎস্য চাষী, মৎস্য চাষী, উপজেলা পরিষদের পুকুর।

১০.১.৩ কাউখালী মিনি হ্যাচারী:

এই হ্যাচারীর আয়তন ৬.৯ একর। পুকুরের সংখ্যা ৭ টি। দুটি ব্রুড পুকুর ও ৫ টি নার্সারী পুকুর। মোট জনবল ব্যবস্থাপক সহ ৫ জন। ব্যবস্থাপক ব্যতিত বাকী চারজনকে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রুইজাতীয় মাছের রেনুপোনা উৎপাদন হয়েছে ৩৩.৬ কেজি। এছাড়া এক ইঞ্চি আকারের ২৫০০০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) পোনা উৎপাদন করা হয়েছে। এই হ্যাচারী স্থাপনের পূর্বে এখানকার মৎস্যচাষীরা লক্ষীপুর জেলাস্থ রায়পুর হ্যাচারী থেকে পোনা সংগ্রহ করতো। হ্যাচিং ট্যাংক কেবল ৪টি হওয়ায় রেনু উৎপাদন ক্ষমতা কম কাজেই আরও ট্যাংক বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ গ্রহন করা যেতে পারে।

কাউখালী হ্যাচারী

বিতরণ এলাকা:

রাঙ্গামাটির সকল উপজেলা, বান্দরবান হ্যাচারী, পার্বত্য চট্টগ্রামে এলাকার ব্যাক্তিমালিকানাধীন নার্সারী, পোনা ফেরিওয়ালা ও আশেপাশের ক্রীক/জলাশয়ের মৎস্যচাষী। সরেজমীন পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, পোনা/ মৎস্য চাষীদের মাছ চাষে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারী নির্দেশে কম মূল্য ধার্য করে পোনা সরবরাহের উদ্যোগ নেয়া হয়। বর্তমানে এই হ্যাচারীতে পোনা উৎপাদন হওয়ায় এলাকায় পোনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে পূর্বের বিরাজমান সমস্যাগুলো কিছুটা লাঘব হয়েছে।

১০.১.৪ রামগড় মিনি হ্যাচারী:

এই হ্যাচারীর আয়তন ৫.৮ একর। মোট ১০টি পুকুরের মধ্যে ৩টি ব্রুড পুকুর ও ৭টি নার্সারী পুকুর রয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এই হ্যাচারীতে উৎপাদিত রেনু পোনার পরিমাণ ছিলো ৩১.৪ কেজি। ধানী পোনা উৎপাদন করা হয় ২০০২০০ (দুই লক্ষ দুইশত)। রেনু পোনা প্রতি কেজি ২০০০ (দুই হাজার টাকা) দরে এবং ধানী পোনা (এক ইঞ্চি সাইজের) প্রতি পিস ১ টাকা করে বিক্রি করা হয়।

বিতরণ এলাকা: রামগড়ের আশেপাশের এলাকা, পার্শ্ববর্তী মানিকছড়ি উপজেলার মৎস্যচাষীরা এখান থেকে পোনা সংগ্রহ করে থাকে। এছাড়া মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে উপজেলা মৎস্য অফিসের চাহিদাও এই হ্যাচারী থেকে পূরণ হয়।

বিদ্যমান সমস্যা: রামগড়ের এই হ্যাচারী যদিও এই প্রকল্পভূক্ত নয়, তার পরেও এটি এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এখানকার বিদ্যমান সমস্যাগুলো নিম্নরূপ:

- পানিতে সহনীয় মাত্রার চেয়ে বেশী খনিজ লৌহ রয়েছে, যা পোনা উৎপাদনের অন্তরায়;
- বিকল্প হিসাবে পার্শ্ববর্তী খাল থেকে পানি সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু, শুষ্ক মৌসুমে খালে পানি থাকে না। তখন পোনা উৎপাদন ব্যহত হয়; এবং
- বিষধর সাপের উপদ্রব।

চাহিদা:

- গভীর নলকূপ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া এবং তা স্থাপনের পূর্বে পানির গুণগত মান পরীক্ষা করা জরুরী।
- হ্যাচারীর সীমানা প্রাচীর অসমাপ্ত অবস্থায় রয়েছে, যা সমাপ্ত করে অনধিকার প্রবেশ রহিত করা যায়।
- পণ্য পরিবহনের জন্য পিক-আপ ভ্যান নেই।
- উৎপাদনের জন্য যথাসময়ে বরাদ্দ পাওয়া গেলেও জনবলের বেতন ভাতাদির বরাদ্দ পেতে সমস্যা দেখা দেয়। অর্থ্যাৎ যথাসময়ে পাওয়া যায় না।

চিহ্নিত সমস্যা: এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই হ্যাচারীর আয়ের অর্ধেক জেলা পরিষদ গ্রহণ করে, কিন্তু বিগত ১ বছর জেলা পরিষদ এই হ্যাচারীটি পরিত্যাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখেছিলো। প্রকল্পের আওতায় আসার পর এটি পুনরায় সচল হয়েছে।

১০.১.৫ পোনা সরবরাহ চেইন – ১

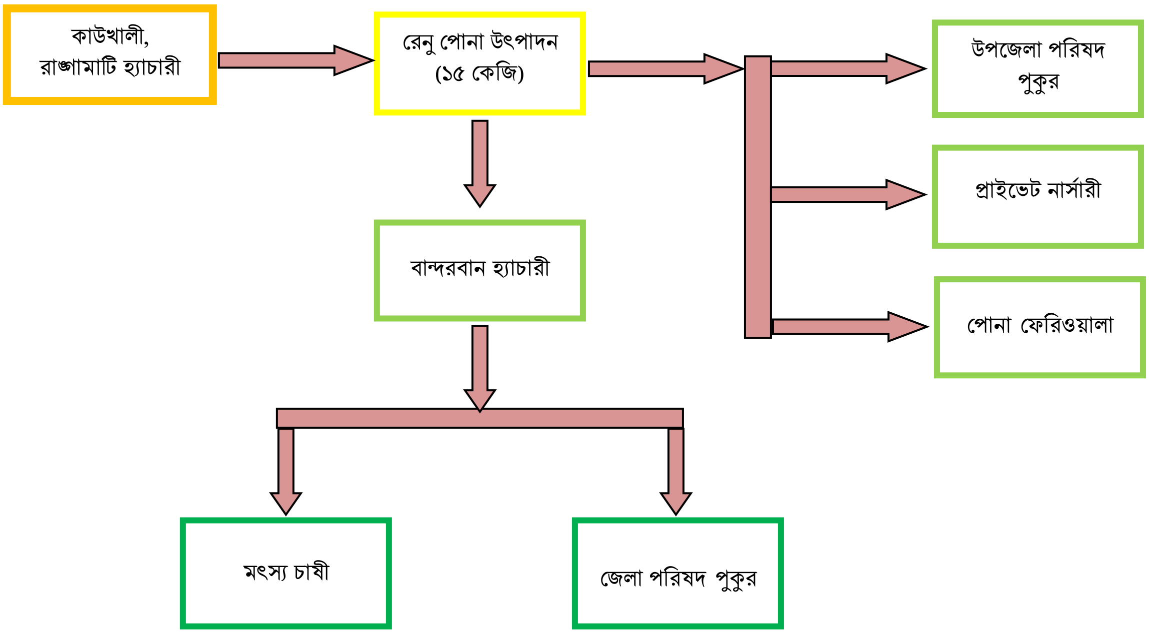

চিত্র - ১৫: পোনা সরবরাহ চেইন – ১

১০.১.৬ পোনা সরবরাহ চেইন-২

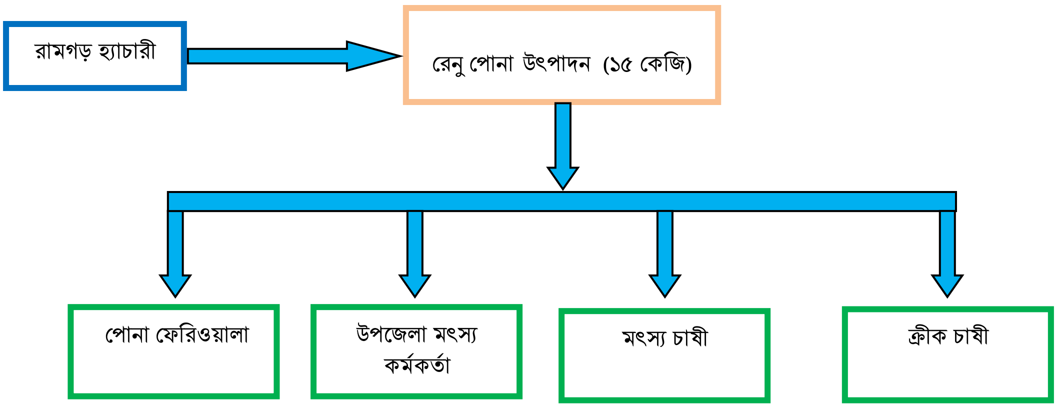

চিত্র - ১৬: পোনা সরবরাহ চেইন-২

১০.১.৭ পোনা সরবরাহ চেইন (বর্তমান অবস্থা):

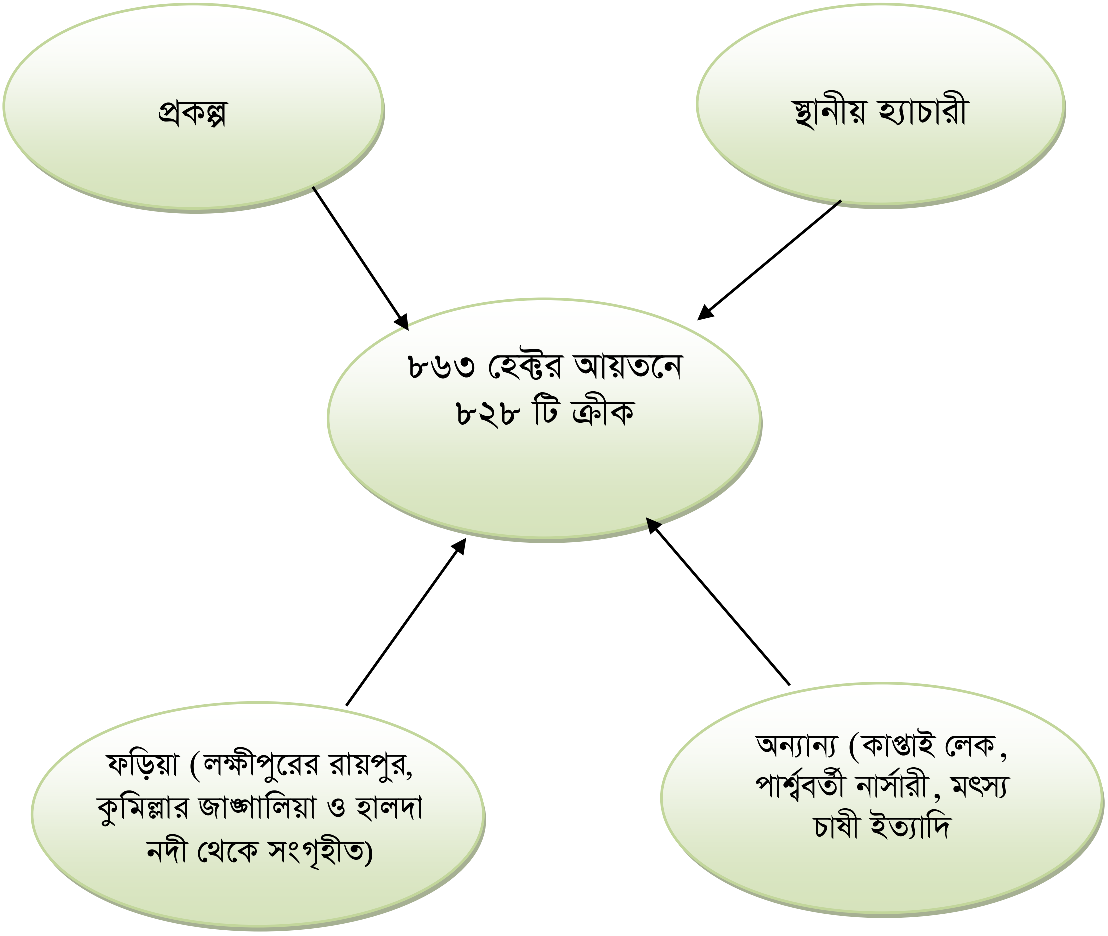

১০.১.৮ ক্রীকের পোনা সারবরাহ ও চাহিদার বর্তমান অবস্থাঃ

হিসাবমতে হেক্টর প্রতি পোনার চাহিদা ১০ হাজার পিস, সেই হিসাবে ৮৬৩ হেক্টর ক্রীক জলাভূমিতে পোনার চাহিদা রয়েছে ৮৬ লক্ষ ৩০ হাজার পিস। কিন্তু বিদ্যমান তিনটি হ্যাচারী থেকে যে পরিমান পোনা উৎপাদন হচ্ছে তা মোট চাহিদার শতকরা ৪২ ভাগ তা তার চেয়েও কম। বর্তমানে প্রকল্প হ্যাচারী থেকে পোনার বার্ষিক উৎপাদনের চিত্র নিম্নে দেওয়া হলোঃ

হ্যাচারী	উৎপাদনের পরিমান (সংখ্যা)	সরবরাহের শতকরা হার (%)
খাগড়াছড়ি মিনি হ্যাচারী	০০	০০
কাউখালী হ্যাচারী	১৭ লক্ষ (১৫ লক্ষ রেনু ও ২ লক্ষ ধানী পোনা)	২০
রামগড় হ্যাচারী	১৭ লক্ষ (১৫ লক্ষ রেনু ও ২ লক্ষ ধানী পোনা)	২০
বান্দরবান মিনি হ্যাচারী	২ লক্ষ ধানী পোনা	২
মোট	৩৬ লক্ষ (৩০ লক্ষ রেনু ও ৬ লক্ষ ধানী পোনা)	৪২
সরবরাহের ঘাটতি	৫০ লক্ষ ৩০ হাজার	৫৮

যেহেতু বর্তমান পর্যায়ে খাগড়াছড়ির মিনি হ্যাচারি এবং প্রকল্প এলাকায় নার্সারী এখন পর্যন্ত শুরু করা হয় নাই বিধায় ক্রীকে পোনা সরবরাহের চেইন কার্যকরী হয় নাই যা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য (মৎস্য উৎপাদন) ব্যাহত হচ্ছে। এমতাবস্থায় জরুরী ভিত্তিতে হ্যাচারী নির্মাণ প্রকল্প মেয়াদকালীন সময়ে সমাপ্ত করে সাপ্লাই চেইন অব্যাহত রাখা অতিব প্রয়োজন।

১০.২ প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন অগগ্রতি বিশ্লেষণঃ

প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তার একটি তুলনামূলক ছক নিম্নে দেওয়া হল।

১০.২.১ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি মূল্যায়নের সুপারিশ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

সুপারিশ	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি**
১. প্রকল্প জনবল স্থায়ীকরণ	স্থায়ীকরণ করা হয়নি।
২. মোট ৪,৪৪৪ টি ক্রীটের মধ্যে বাস্তবায়িত ৭৬টি (১.৭৫%) ২য় পর্যায়ে ক্রীকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা	১৩০.২৪ হেক্টর আয়তনে ২০৬টি (৪.৬৩%) ক্রীক / গিড়িখাত উন্নয়ন করা হয়েছে।
৩. বান্দরবনে ১টি মিনি হ্যাচারী স্থাপন করা	স্থাপন করা হয়েছে।
৪. বিনামূল্যে পোনা বিতরনের পরিবর্তে যুক্তিসংগত দাম নির্ধারন পূর্বক পোনা বিক্রয়।	নার্সারী মালিকদের কাছে রেনু পোনা ভর্তুকি মূল্যে অর্থাৎ ১ কেজি রেনু পোনা ২,০০০ টাকা এবং ক্রীক চাষীদের নিকট ধানী পোনা ০.২ পয়সা মূল্যে বিক্রয়ের সংস্থান করা হয়েছে।
৫. কাপ্তাই লেকে অংশীদারিত্তমূলক জলাশয় ব্যবস্থাপনা।	কাপ্তাই লেক শীর্ষক প্রকল্পটি ইতোমধ্যে বাস্থবায়ন করা হয়েছে।
৬. কাপ্তাই লেকে স্থায়ী অভয়াশ্রম স্থাপন করা।	বিএফডিসি কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সূত্রঃ সমাপ্ত প্রতিবেদন ২০০৫ আইএমইডি

১০.২.২ দ্বিতীয় পর্যায়ের সমাপ্তি মুল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশ ও বাস্তবায়ন অবস্থাঃ

ক্রম	দ্বিতীয় পর্যায়ের সমাপ্তি মুল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশ	তৃতীয় পর্যায়ে প্রকল্পে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা
০১.	খাগড়াছড়ি জেলার সদরে আশে পাশে কোন উপযুক্ত স্থানে আরো একটি মিনি হ্যাচারী নির্মাণ করা যেতে পারে।	তৃতীয় পর্যায়ে সংস্থান রাখা হয়েছে কিন্তু এখনও মিনি হ্যাচারীর কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়নি।
০২.	পাবর্ত্য চট্টগ্রাম এলাকায় প্রচুর সম্ভাবনাময় মাছ চাষ যোগ্য ক্রীক বাস্তবায়ন করে তৃতীয় পর্যায়ে প্রকল্প গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। চিহ্নিত ৪৩০৬ হেক্টর এলাকা বিশিষ্ট সম্ভাব্য ক্রীকসমূহের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে শতকরা ৫০ ভাগ তৃতীয় পর্যায়ে উন্নয়নের জন্য গ্রহণ করা যেতে পারে।	তৃতীয় পর্যায়ে ৮৬৩ হেক্টর এলাকায় মোট ৮২৮টি ক্রীক উন্নয়নের সংস্থান রাখা আছে। ৪৩০৬ হেক্টর এলাকার মধ্যে ৮৬৩ হেক্টর সংস্থান যা শতকরা ২০ ভাগ (মূল সুপারিশ থেকে ৩০ ভাগ কম)।
০৩	তৃতীয় পর্যায়ে প্রকল্পে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ব্যবস্থা রাখতে হবে।	পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে।
০৪.	জলধারের ক্যাচমেন্টের পরিধি বিবেচনায় স্পিল ওয়ের ডিজাইন করা যেতে পারে।	স্পিল ওয়ের ডিজাইন করা হয়নি।
০৫.	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করা, সুফলভোগীদের সুলভ মূল্যে পোনা সরবরাহ এবং দূর্গম অঞ্চলে মৎস্য পোনা পৌছানোর ব্যবস্থা পরবর্তী পর্যায়ের প্রকল্পে সংস্থান রাখা যেতে পারে।	তৃতীয় পর্যায়ে ৬৬০০ জন সুফলভোগীদের দুই দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের সংস্থান আছে। হ্যাচারী হলে সুলভমূল্যে পোনা ও দূর্গম অঞ্চলে মৎস্য পোনা পৌছানের ব্যবস্থা করা হবে বলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানান।
০৬.	ক্রীক এর স্থান যথাযথভাবে নির্বাচন এবং উপকারভোগী নির্বাচন যেন দারিদ্র জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে হয় সে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিত্তমানদেরকে নির্বাচন করা সমীচীন হবে না।	দূর্গম উপজেলা যেমন, থানচি, নাইক্ষংছড়ি যথাযথভাবে ক্রীট নির্বাচন করা হয় নাই, ক্রীক মালিকের নিকট আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের সংঘঠিত করে দল গঠন করায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ত করা হয় নাই।

সূত্রঃ সমাপ্ত প্রতিবেদন - ২০১০ আইএমইডি

১০.২.৩ প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের সাথে তৃতীয় পর্যায়ের পর্যালোচনাঃ

ক্রম	প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়	প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা
০১.	প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্রীকে নিষ্কাশন নালার সংস্থান না থাকায় অনেক ক্রীক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং অতিরিক্ত পানির চাপে মাছ বের হয়ে যাওয়ার ফলে মৎস্য চাষীরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।	তৃতীয় পর্যায়ে নিষ্কাশন নালার সংস্থান থাকলেও বেশ কিছু ক্রীকে তা মানসম্মত হয়নি। এমনকি যাতায়াত ব্যবস্থা না থাকায় অনেক ক্রীকে নালা নির্মাণের মালামাল প্রেরণ করতে না পারায় নিষ্কাশন নালা পাকা করা যায়নি, ফলে নালাগুলো কিছুদিন পবেই পাহাড়ি ঢলে নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি এসমস্ত ক্রীকের বেশীর ভাগ বাঁধই নষ্ট হয়ে গেছে।
০২.	প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্প শেষে ২৩১.৭৯ হেক্টর সহ মোট ক্রীক/ জলাভূমি ১১৫০ হেক্টর মাছ চাষের আওতায় এসেছে, যা থেকে বছরে ২১৫০ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন হবে (অর্থাৎ প্রকল্প শেষে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ১.৬০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১.৮৯ মে.টনে উন্নীত হবে)।	বর্তমান পর্যায়ে প্রতি হেক্টররে মৎস্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ২ টন ধার্য করা আছে। প্রকল্পের দপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতি হেক্টরে ৮৫২.৬৭ কে.জি. উৎপাদন হয়েছে। পক্ষান্তরে নিবিড় পরিবীক্ষণের তথ্য থেকে প্রতি হেক্টর উৎপাদন ১০৯৪.১৩ কে.জি. পাওয়া গেছে ।
০৩.	প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের হ্যাচারী ও নার্সারী থেকে ৬০ লক্ষ পোনা উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা ছিল।	বর্তমানে তৃতীয় পর্যায়ে এখন পর্যন্ত হ্যাচারী ও নার্সারী স্থাপন করা হয় নাই।
০৪.	বান্দরবান অবস্থিত প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে একটি বড় ক্রীক ও তৎসংলগ্ন জায়গায় পর্যটন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা বর্তমানে মেঘলা পর্যটন কেন্দ্র নামে পরিচিত পেয়েছে।	উক্ত মেঘলা পর্যটন কেন্দ্র জেলা প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।
০৫.	রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ির মুসলিম ব্লকের মসজিদ কমিটির ক্রীকটি প্রথম পর্যায়ে উন্নয়ন করা হয়। প্রথম দিকে জলাশয়টি বার্ষিক ৭-৮ হাজার টাকায় লিজ দেওয়া হলেও চলতি বছর সেটি দুই বছরের জন্য লিজ দেওয়া হয়েছে ২ লক্ষ ৫ হাজার টাকা।	উক্ত ক্রীকটি বর্তমানে ব্যক্তি ব্যবস্থাপনাধীন আছে।
০৬.	দ্বিতীয় পর্যায়ে রাঙ্গামটি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও বিএইউ এর অধ্যাপক ডঃ মানিকলাল দেওয়ানের পুকুরটি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে সেখানে পোনা পরিচর্যার কাজ চলমান আছে।	বর্তমানে উক্ত ক্রীকে প্রযুক্তি সহযোগিতা ব্যতিত কোন আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে না।

১০.২.৪ প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ

প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত কিছু ক্রীক পরিদর্শন করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের সাথে কথা বলা হয়। এর থেকে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ গুলো নিম্নরূপ:

- বান্দরবানে অবস্থিত প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের একটি বড় ক্রীক ও তৎসংলগ্ন জায়গায় পর্যটন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা বর্তমানে মেঘলা পর্যটন কেন্দ্র নামে পরিচিতি পেয়েছে;

চিত্র: মেঘলা ক্রীক, রাঙ্গামাটি সদর

- বান্দরবান সদর উপজেলার রোয়াংছড়ি রোডস্থ ক্রীকটি বর্তমানে অন্য মৎস্যচাষী লিজ নিয়ে চাষ করছে। এবং সেখানে মৎস্য চাষ লাভজনক বলে মৎস্যচাষী জানিয়েছেন;
- রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি মুসলিম ব্লকের মসজিদ কমিটির ক্রীকটি প্রথম পর্যায়ে উন্নয়ন করা হয়। প্রথম দিকে জলাশয়টি বার্ষিক ৭-৮ হাজার টাকায় লিজ দেওয়া হলেও চলতি বছর সেটি দুই বছরের জন্য লিজ দেওয়া হয়েছে ২ লক্ষ ৫ হাজার টাকায়;
- রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও বিএইউ এর অধ্যাপক ডঃ মানিকলাল দেওয়ানের পুকুরটি প্রকল্পের আওতায় আনা হয় প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে। সেখানে পোনা পরিচর্যার কাজ বর্তমানে চলমান আছে;

১০.৩ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত কাজের পর্যালোচনা:

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং ব্যক্তি উদ্যোগেও এই এলাকাতে ক্রীক উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। ব্যক্তি উদ্যোগে উন্নয়নকৃত ক্রীকগুলোর কাজের মান বেশ ভালো, তারা এক্ষেত্রে নিজস্ব অর্থায়নে পরিবেশ প্রকৌশলী এনে সম্ভাব্যতা যাচাই, বাজেট ও নকশা তৈরী করে ক্রীক উন্নয়নের কাজ করছে। তবে উল্লিখিত অন্যান্য যে সকল প্রতিষ্ঠান এ কাজ বাস্তবায়ন করছে তা স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের বিষয়টি বিবেচনায় এনে কাজ বাস্তবায়ন করছে। ফলে ক্রীক উন্নয়ন কাজের ধরণও ভিন্ন। যেমন: বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে কৃষিকাজে ভূ-উপরস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে চাষাবাদ নিশ্চিত করা; আবার পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের এই কাজের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পাহাড়ি এলাকাতে পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, যাতে দৈনন্দিন কাজে পানির সংকট না হয়। আবার ব্যক্তি উদ্যোগে উন্নয়নকৃত ক্রীকের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক।

১০.৪ প্রকল্পের কার্যক্রমের ওভারল্যাপিং সংক্রান্ত তথ্যঃ

নিবিড় পরিবীক্ষণ চলাকালিন সময়ে প্রকল্প দপ্তরের কর্মকর্তাদের সংগে মত বিনিময় করে জানা যায় প্রকল্পে কোন ধরণের ওভারল্যাপিং সংক্রান্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

১০.৫ প্রকল্পের ডিজাইন যাচাইকরণঃ

- ক্রীক নির্বাচনে প্রকল্প পরিচালকের কোটা না রাখা।
- জেলা পরিষদের মাধ্যমে ক্রিক নির্বাচন।
- ক্রিক মালিকের সাথে মৎস চাষীর আর্থিক শেয়ারিং দরকার।
- ক্রিক মালিক ও সুফলভোগী সদস্যদের চুক্তি নবায়নের সুযোগ।
- সুফলভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারন মানুষের অংশীদারীত্ব নিশ্চিত করা।

১০.৫.১ ক্রীক ডিজাইনে কোন সংযোজন বা পরিবর্তন দরকার আছে কি না তা যাচাই করাঃ

- প্রকল্প ইঞ্জিনিয়ার নকশা করলেও তা নিয়ে স্থানীয়দের সাথে কোন ধরণের আলাপ আলোচনা করে না। প্রকল্পের নকশা তৈরীর ক্ষেত্রে এলাকার জনগণের মতামত নেওয়া হয় না এবং বিস্তারিত জানানো হয় না বলে উত্তর দাতারা অভিমত ব্যক্ত করেন।
- সকল ক্রীকে পাকা ড্রেন না থাকা, ড্রেন ঠিকমত না কাটা, ড্রেনের বাহিরের মুখে হাউস না থাকায় দ্রুত বাঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছে। পাহাড়ি ঢলের বিষয়টি বিবেচনা করে গেট ভাল্বের ব্যবস্থা করা হয়নি;
- প্রয়োজনীয় উপকরণ ঠিকমত না দেওয়ার ফলে ড্রেনের কাজের মান খারাপ হয়েছে। ড্রেনের ভেতরের মুখে লোহার রড দিয়ে তৈরী নেট না দেওয়ার ফলে অনেক বাঁধে মাছ চাষ করা সম্ভব হচ্ছে না;
- ড্রেনের ওয়ালে পিলার না থাকায় পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের মাটির চাপে ড্রেনের ওয়াল ভেঙ্গে যাচ্ছে;

একাদশ অধ্যায়

পর্যবেক্ষণ

১১.১. জনবল ও অফিস স্বল্পতাঃ

প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করার জন্য কোন জনবলের সংস্থান ডিপিপিতে রাখা হয় নাই। বিভিন্ন উপজেলার সীমিত জনবলের পক্ষে তাদের দৈনন্দিন রুটিন কাজের বাইরে প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা কঠিন বিধায় , প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে এবং ক্রীক নির্মাণের কাজ নিম্নমানের হচ্ছে। এছাড়াও ২৫টি উপজেলার মধ্যে ৩টি উপজেলা (বরকল, থানচি ও রুমা) মৎস্য অধিদপ্তরের কোন অফিস স্থাপনাই নাই । বিশেষ করে প্রকল্পের ক্রীকের কাজ তদারকি করার জন্য এখন পর্যন্ত ফাইবার বোট (স্পিড বোট) ক্রয় করা হয়নি অথচ আগেই ড্রাইভার নিয়োগ করে অহেতুক অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। প্রকল্প দপ্তর সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করে প্রকল্পের অগ্রগতি বাস্তবায়ন করবে এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।

১১.২. ভূমি অধিগ্রহণঃ

খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাতে ১টি মিনি হ্যাচারী স্থাপন ভূমি অধিগ্রহন প্রকিৃয়ায় দীর্ঘসূত্রিতার কারনে এবং জমির মালিক কর্তৃক হাইকোর্ট রিট পিটিশনের জন্য প্রকল্পের অগ্রগতির বিঘ্ন ঘটেছে।

১১.৩. হ্যাচারীঃ

খাগড়াছড়ি সদরে মিনি হ্যাচারীর ভিত্তিপ্রস্থর গত ২২ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত হ্যাচারীর বিল্ডিংসহ অন্যান্য অবকাঠামোর কাজ আরম্ভ হয় নাই। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে কাউখালী হ্যাচারী প্রকল্প মেয়াদকালীণ তৃতীয় ও চতুর্থ বছরে শেষ হয় এবং পঞ্চম বছরে উৎপাদন শুরু হয় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বান্দরবন হ্যাচারী প্রকল্পের শেষ বছরের শেষ পর্যায়ে (২৫ শে জুন ২০১০) উদ্বোধন হয় এবং ৩০ শে জুন প্রকল্পের মেয়াদ শেষ। মূলত ভূমি অধিগ্রহনের দীর্ঘসূত্রিতা একটি উল্লেখযোগ্য কারন।

১১.৪. নার্সারীঃ

২৫ হেক্টর আয়তন ২৫ একরে পরিবর্তন করে ডিপিপিতে সংশোধন করা হয়েছে। কিন্তু নাসারীর তালিকা সংযোজন না করায় নার্সারী স্থাপনের কাজ এখন পর্যন্ত আরম্ভ করা হয় নাই। ফলে পোনা উৎপাদন ও সাপ্লাই চেইন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। পরবর্তিতে ক্রীকে মৎস্য উৎপাদনের কাংক্ষিত লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভপর হবে না।

১১.৫.ক্রীক উন্নয়নঃ

মোট ৮২৮ টি ক্রীকের মধ্যে ৫৩৩ টি সমাপ্ত হয়েছে, বাকি ২৯৫ টি ক্রীকের কাজ এখনও আরম্ভ হয় নাই। ইতোমধ্যে ২০১৪ সালে পিডাব্লিউডির রেট সিডিউল প্রতি মিটার ১০,৪৫০ টাকা থেকে ১৩,৬৩২ টাকা এবং আরসিসি ড্রেনের জন্য প্রতি মিটার ১০,৬৬৯ টাকা থেকে ১২,১১৪ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে ক্রীক নির্মানে অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও বর্ষা মৌসুমে ক্রীকের কাজ আরম্ভ করা , দুর্গম এলাকায় ক্রীকের অবস্থান, নকশা প্রণয়ন ও ক্রীকের স্থান নির্বাচন করার সময় সুফলভোগীদের সম্পৃক্ততা না করা ক্রীকের কাজের মান নিম্নমান ও টেকশই হচ্ছে না বিধায় পাহাড়ী ঢল ও ধসে ক্রীক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং ঠিকাদারের কাজ সঠিকভাবে তদারকি না করার কারনেও ক্রীকের কাজের মান নিম্নমান হচ্ছে। এখানে আরও উল্লেখ থাকে যে , অনেক জায়গাতে বিশেষকরে নাইক্ষ্যংছড়ি, থানচি, দীঘিনালা এলাকাতে ঠিকাদার নিজে কাজ না করে সাব-কন্টাক দেন, সাব-কন্টাক্টর আবার কিছু মুনাফা রেখে অন্যের কাছে বিক্রি করে দেন এভাবে একাধিক হাত বদল হয়ার কারণে মূল কাজের অর্থের পরিমান কমে যাওয়ায় কাজে গুনগত মান কমে গেছে (ক্রীকের বাধ ঠিকমত করা হয়নি, ড্রেন পাকা করা হয়নি)।

১১.৫.১ স্থিতিশীল ক্রীক ব্যবস্থাপনাঃ

প্রকল্প মেয়াদ শেষে উন্নয়নকৃত ক্রীকগুলি চুক্তিমেয়াদ পাচঁ বছরের পরিবর্তে আট বছর করা প্রয়োজন। মৎস অধিদপ্তর ক্রীক মালিক ও সুফলভোগীদের মৎস্য চাষ সম্পর্কে কারিগরী সহায়তা এবং উপকরন প্রাপ্তি সহজলভ্য করার ব্যবস্থা গ্রহন করবে। স্থানীয় সরকার ও মৎস্য অধিদপ্তরের যৌথ ব্যবস্থাপনায় ক্রীকের সুফলভোগীদের বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠি সম্পৃক্ততা এবং অংশীদারিত্ত নিশ্চিত করে মনিটরিংএর মাধ্যমে ক্রীক উন্নয়নের ধারাকে সচল রাখা। ক্রীক নির্বাচন, নকশা প্রণয়ণ এবং ক্রীক কাজ তদারকিতেও সুফলভোগীদের নিয়ে স্থানীয় সরকার,মৎস্য অধিদপ্তর একটি কার্যকরি কমিটি বাস্তবায়ন করা দরকার। ক্রীক নির্বাচনের ক্ষেত্রে কার্যকরি কমিটি মূখ্য ভুমিকা পালন করা দরকার। যার ফলে ক্রীক নির্বাচনে সচ্ছতা দেখা দিবে, প্রকৃত সুফলভোগীরা লাভবান হবে। সংগঠন ব্যবস্থাপনার জন্য নেতৃত্ব উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে সুফলভোগী দল শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে যাতে প্রকল্প শেষ হয়ে গেলেও সংগঠনগুলো নিজেদের চেষ্টায় প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে দীর্ঘস্থায়ী ভাবে কাজ করা প্রয়োজন।

১১.৫.২ ক্রীক নির্বাচনঃ

চলমান প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের সময় শতকরা ২০% ক্রীক রেখে বাকী ৮০% ক্রীকের সংস্থান বাদ দেয়া হয়, এই পরিস্থিতিতে জেলা উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে দ্রুত ক্রীকের তালিকা সংশোধনের জন্য মাঠ পর্যায়ে যাচাই বাচাই না করেই ২০% ক্রীকের তালিকা প্রণয়ন করা হয় বিধায় বাস্তবের সংগে কিছুটা গরমিল পরিলক্ষিত হয় বলে বর্তমান প্রকল্প পরিচালক জানান। ক্রীক নির্বাচন যথাযথ কমিটির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে যাচাই বাছাইয়ের পর তালিকা প্রণয়ন করে ভবিষ্যতে প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব বিধিসম্মত। প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক তার সংরক্ষিত ক্ষমতাবলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, জেলা/উপজেলা পরিষদের চেয়্যারম্যানদের ব্যক্তিগত ও সুপারিশকৃত ক্রীক উন্নয়ন করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালকের সংরক্ষিত ক্ষমতার ব্যবহার হয়েছে। ভবিষ্যতে এই ক্ষমতাকে বাদ দেয়া যেতে পারে। নিবিড় পরিবীক্ষণের সময় মহলছড়িতে দুই তিনটা ক্রীকের কাজ সঠিকভাবে হয় নাই যেমন- ক্রীকের দৈর্ঘ্য ৭০ফিট ও প্রস্থ ১০ ফিটের স্থলে ৫ ফিট এবং ৭০ ফিটের স্থলে ২০ফিট দৈর্ঘ্য ক্রীক নির্মান করা হয়েছে, যা শুধুমাত্র সুষ্ঠভাবে তদারকি না করার কারনেই সম্ভব হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে চলমান প্রকল্পে মনিটরিং করার কোন জনবল সংস্থান নাই। প্রাথমিক পর্যায়ে ক্রীক নির্বাচনে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানসহ সুফলভোগীদের নিয়ে সম্ভাব্য ক্রীকের এলাকা নির্বাচন করেন। পরবর্তীতে এর একটি তালিকা উপজেলা পরিষদে প্রেরণ করে। উপজেলা পরিষদ তালিকাটি যাচাই বাচাই করে কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে জেলা পরিষদ কমিটির নিকট প্রেরন করেন। একইভাবে জেলা পরিষদ ক্রীকের তালিকায় কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে প্রেরন করেন । পরবর্তীতে প্রকল্প পরিচালক সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্রীক উন্নয়নের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন।

১১.৫.২ দুর্গম অঞ্চলে ক্রীকে পোনা সরবরাহঃ

মৎস্য অধিদপ্তর উপজেলা পর্যায়ে একটি ডেমো নার্সারী পুকুর স্থাপন করবে। দুর্গম অঞ্চলের কিছু কৃষক মালিক / সুফলভোগীকে নার্সারার হিসেবে চিহ্নিত করে নার্সারী রেনু পোনা পরিচর্যাসহ ক্রীকে কখন কি পরিমান পোনা মজুদ এবং খাবারসহ হাতেনাতে প্রশিক্ষণ দিবেন। পরবর্তীতে সরকারী পর্যায়ে সাবসিডাইস রেটে রেনু পোনা বিতরন করে তাদেরকে নার্সারার বানাবে। এই নার্সারী থেকে স্থানীয় সুফলভোগীরা পোনা সংগ্রহ করে তাদের ক্রীকে মজুদ করবে।

১১.৫.৩ ডেমোনেস্ট্রশন ক্রীকঃ

মৎস্য অধিদপ্তর প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ডেমোক্রীক তৈরি করে মৎস্য উৎপাদন কার্যক্রম কারিগরিভিত্তিক বাস্তবায়ন করা যা অন্যান্য ক্রীক মালিক ও সুফলভোগীদের পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহন করা।

১১.৫.৪ ক্রীকের উপকারিতাঃ

পানি সংকট মোচনে বিশেষ করে দৈনন্দিন জীবনে গৃহস্থলি কাজে, সুপেয় পানির ব্যবহার হিসেবে সেচ কাজ , শাক-সবজীর ফলনে, মৎস্য চাষ , হাঁস পালনের ফলে ক্রীকের সুফলভোগীদের দারিদ্র বিমোচনে কর্মসংস্থানে সুফল বয়ে আনতে শুরু করেছে।

১১.৫.৫ ক্রীকে ইনপুট শেয়ারিং করাঃ

প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে সাবসিডাইস রেটে ক্রীকে পোনা সরবরাহ করা ছাড়া ইনপুট শেয়ারইনে কোন ব্যবস্থা ছিলনা। বর্তমান প্রকল্পেও এর সংস্থান নাই। ভবিষ্যতে ইনপুট শেয়ারইনে ব্যবস্থা করা যায় তবে শর্ত থাকে যে ক্রীক মালিক / সুফলভোগী মৎস্য উৎপাদনের অর্থ প্রাপ্তির পর প্রকল্প মেয়াদকালিন সময়েই সরকারি অর্থ ইনপুট শেয়ারইনের খাতে ফেরত দিবেন।

১১.৬ প্রশিক্ষণঃ

প্রত্যেক এলাকাতে এক/একাধিক উদ্যোগী মৎস্য চাষীকে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে যারা তৃণমূলে অন্যান্যদেরকে মৎস্য চাষ বিষয়ক বিভিন্ন পরামর্শ প্রদানে মৎস্য বিভাগের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করতে পারে। ক্রীকে মৎস্য চাষ মডিউল প্রণয়ণ করতে হবে যার মধ্যে ক্রীকে কোন ধরনের মৎস্য প্রজাতী দ্রুত বৃদ্ধি পাবে তার তালিকা প্রণয়ন্ত , প্রতি শতাংশে মজুদের সংখ্যা প্রজাতিভেদে, খাবার প্রদানের হার, পোনা মজুদের সাইজ, ক্রীক থেকে মৎস্য আহরনের পদ্ধতি ও সময় , রোগবালাই, পানি দূষিতে কারণ ও নিরাময়, ক্রীকের পাড় ভেঙ্গে গেলে সংস্কার পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় সংযুক্ত করে একটি কার্যকরি প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করা প্রয়োজন। এব্যাপারে মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট এর কারিগরি সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। প্রশিক্ষনের মেয়াদ দুই দিন এবং একদিন সুফল ক্রীক চাষীর এলাকা পরিদর্শন করে প্রশিক্ষনের মেয়াদ তিনদিন করা যেতে পারে। প্রশিক্ষনার্থীদের জন্য একটি উপজেলা ভিত্তিক একটি পাঠাগারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যেখানে, ক্রীক চাষ সম্পর্কিত প্রয়োজণীয় নির্দেশনাবলি সংগ্রহ এবং মৎস্য অধিদপ্তর সুফল ক্রীক মৎস্য চাষীদের ক্রীকে মৎস্য চাষ সংক্রান্ত একটি ভিডিও প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করা দরকার। এছাড়াও সুফলভোগী প্রশিক্ষনার্থীদের প্রশিক্ষনে অংশগ্রহনের আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য উৎসাহ প্রদানসহ ভাতা বাড়ানো । বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পাহাড়ি অঞ্চলের অন্যান্য সংস্থার প্রশিক্ষনার্থীদের ভাতা যাচাই বাচাই করে প্রকল্পের সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ ভাতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ক্রীকে মৎস্য চাষ মডিউল না থাকায় প্রশিক্ষনকে কার্যকরি ভূমিকায় নিয়ে আসা সম্ভবপর হচ্ছে না। এব্যাপারে মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট এবং মৎস্য অধিদপ্তর যৌথভাবে কাজ করে ক্রীকে মৎস্য চাষ উপযোগী মডিউল তৈরি করতে পারে।

১১.৭ ঠিকাদারের কাজ তদারকিঃ ঠিকাদারের কাজগুলোর সম্পর্কে স্থানীয় সুফলভোগীদেরকে অবগত না করার কারণে কাজের ধরণ ও গুণগত মান ঠিকাদাররা বজায় রাখেন না। ফলশ্রুতিতে কাজের মান বজায় থাকছে না। যেমন-কোথাও পাকা ড্রেন এবং কোথাও কাঁচা ড্রেন করে কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপিতে এলসিএস পদ্ধতির সংস্থান নাই।

১১.৮ স্থানীয় জনগোষ্ঠী সম্পৃক্তকরণঃ

এলাকাতে ক্রীক উন্নয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে উন্নয়ন উপযোগী ক্রীকগুলো চিহ্নিতের মাধ্যমে উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এ কাজে যাতে এলাকার সকল দরিদ্র মানুষ বিশেষ করে যারা মাছ ধরা পেশায় নিয়োজিত তাদের অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন।

১১.০৯ সুফলভোগী দল গঠনঃ

দলগঠনে ক্রীক মালিক নিজের আত্নীয়স্বজন ও প্রতিবেশিদেরকে সদস্য বানিয়ে নিজেরাই দল তৈরি করছে। ফলশ্রুতিতে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠিকে অন্তর্ভূক্তি করা হচ্ছে না । ক্রীকের মালিকানায় পৈত্রিক সূত্রে ৬১% এবং ক্রয়সূত্রে ২৬% যৌথ মালিকানার ৫% স্বামী স্ত্রী মালিকানাধিণ ৬% এবং সরকারী খাশ মালিক ১%, এক্ষেত্রে প্রকল্প শেষে দরিদ্র জনগনের সম্পৃক্ত করে অংশীদারিত্তমূলক ব্যবস্থাপনা কঠিন হবে। বর্তমানে ক্রীক মালিক ও মৎস্য বিভাগের সাথে পাচঁ বছরের যে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে আরও দুই থেকে তিন বছর সময় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং সুফোলভোগীদেরও ক্রীকের অংশীদারিত্তের সাথে সম্পৃক্ত করা। ভবিষ্যতে সরকারি পর্যায়ে এককভাবে ক্রীক নির্মানে ব্যয় নির্বাহ না করে ১০% থেকে ২০%ক্রীক মালিকদের অংশীদারিত্তে ক্রীক নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া যেতে পারে।

১১.১০ কর্মশালা/সেমিনারঃ

প্রকল্পের কর্মশালা/ সেমিনার বাবদ ৫ লক্ষ টাকা সংস্থান আছে, সে অনুযায়ী এখন পর্যন্ত কোন সেমিনার / কর্মশালা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় নাই। ফলে বর্তমান কার্যক্রমের সুফল ও দুর্বল দিক সম্পর্কে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ অবহিত হচ্ছে না।

১১.১১. মৎস্য উৎপাদনঃ

মৎস্য অধিদপ্তরের প্রকল্প দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বার্ষিক হেক্টর প্রতি ক্রীকে উৎপাদন ৭১৫ কেজি (আহরন পদ্ধতি মোতাবেক) অপরদিকে নিবিড় পরিবিক্ষনের তথ্য অনুযায়ী বার্ষিক হেক্টর প্রতি ১,০৯৪ কেজি মৎস্য উৎপাদন (তথ্য ভিত্তিক, নিবিড় পরিবিক্ষণ ২০১৬) মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গুনগত পোনা প্রাপ্তি সহজলভ্য করা , মৎস্য চাষের জন্য সহজ শর্তে ঋনের ব্যবস্থা করা দরকার। এছাড়াও দ্রুত বর্ধনশীল মৎস্য (তেলাপিয়া , পাঙ্গাশ) চাষে সুফলভোগীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য এবং আশেপাশের জেলা থেকে উক্ত প্রজাতির পোনার প্রাপ্তি সহজলভ্য করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা একান্ত প্রয়োজন।

১১.১২ মৎস্য প্রজাতির উপস্থিতি পরিদর্শনঃ

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময় একাধিকবার রাঙ্গামাটি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়, পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, সেখানে বেশীরভাগ সময় যে সকল মাছ অবতরণের রেকর্ড করা হয় সেগুলো হচ্ছে চাপিলা, কালিবাউস, আইর, গজার, ফলি, মাগুর, বড় বাইম, গুড়া চিংড়ি ইত্যাদি। কখনোই রুই শ্রেণীর মাছের রেকর্ড পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও মৎস্যজীবীদের সাথে কথা বলে জানা যায় রুই শ্রেণীর মাছের প্রাপ্যতা আছে ধরা যায়, কিন্তু কম। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এধরনের মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্পের ফলে রুই জাতীয় মাছের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ ও উৎপাদনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে বলে আসা করা যায়।

১১.১৩ প্রকল্প বাস্তবায়ন উত্তর স্থায়িত্ব (Sustainability):

প্রকল্পের গুরুত্তপূর্ণ অংগ যেমন হ্যাচারী, নার্সারী, যানবাহন, বর্তমান প্রকল্পের হ্যাচারীতে কর্মরত জনবলকে রাজস্ব খাতে আত্তিকরন ইত্যাদি সহ মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট প্রকল্প শেষে হস্তান্তর করা দরকার । হ্যাচারী এবং নার্সারী পরিচালনার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতের জনবল ও অর্থ বরাদ্দ করে ব্যবস্থাপনা করা। ক্রীক হস্তান্তরের জন্য জেলা মৎস্য কর্মকর্তার তত্তাবধানে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী উন্নয়নকৃত ক্রীকগুলি বুঝিয়া নিবে। পরবর্তীতে ক্রীক মালিক ও সুফলভোগীদের সাথে চুক্তি মেয়াদ নবায়ন করিবে। মৎস্য অধিদপ্তরের MASS প্রজেক্টের ন্যায় Revolving Fund তৈরি করে সেখান থেকে সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ, পোনা বিতরন কর্মসূচি বহাল রাখার চেষ্টা করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ক্রীক ম্যানেজমেন্ট মনিটরিং সেল তৈরি করে ক্রীকের যাবতীয় সমস্যা সমাধান করার জন্য নৈমত্তিক মনিটরিং করা দরকার।

১১.১৪ প্রকল্পের সমাপান্তে বর্হিগমন কৌশল (Exit Plan):

- প্রকল্প মেয়াদ শেষে বাস্তবায়নকারী সংস্থা মৎস্য অধিদপ্তর ক্রীকে মৎস্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য ক্রীক মালিক / সুফলভোগীদের কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।
- প্রকল্পের চুক্তি মেয়াদ ৫ বছরের পরিবর্তে ৮ বছর করা প্রয়োজন।
- স্থানীয় সরকার ও মৎস্য অধিদপ্তর যৌথ তদারকি ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্রীক উন্নয়নে অগ্রগতির সফলতা ধরে রাখা প্রয়োজন।
- উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক উপকরন যথা- কার্যকর প্রশিক্ষন, সহজলভ্য গুনগত পোনা সরবরাহ নিশ্চিত, কি কি প্রজাতির মৎস্য মজুদ ও কি পরিমান দৈনিক খাবার প্রদান সম্পর্কিত জ্ঞান দান করা অব্যাহত রাখা। এইসব কাজ বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে দুর্গম ক্রীকগুলোতে মৎস্য অধিদপ্তরের সহায়ক মাঠকর্মীর সংস্থান রাখা দরকার।
- প্রকল্প সমাপ্তির পর কিভাবে ক্রীকগুলি পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে একটি নীতিমালা প্রকল্প অফিস থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবে।
- সফল ক্রীক চাষী, মালিক ও সুফলভোগীদের Trickle Down Approach (একজন থেকে অন্যজন) মাধ্যমে উদ্যোগী চাষী বৃদ্ধিকরা দরকার।
- প্রত্যেক উপজেলাতে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপিত ডেমোনেস্ট্রেশন ক্রীক ও নার্সারী পুকুর থেকে ঐ ক্রীক মালিক ও সুফলভোগীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও উপকরন প্রাপ্তির বিষয়টি সহজ করা।

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ

সুপারিশ ও উপসংহার

১২.১ সুপারিশমালা:

স্বল্পমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য

- প্রকল্পটি ২০১৭ সালে জুন মাসে সমাপ্ত হওয়ার কথা। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ক্রীকে মৎস্য চাষে গুণগত পোনা প্রাপ্তির সমস্যা নিরসনে প্রকল্পের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হ্যাচারী ও নার্সারী স্থাপনের কাজ সমাপ্ত করার উদ্যোগ নেওয়া জরুরী। এ ব্যাপারে প্রকল্প দপ্তর থেকে একটি কর্মপরিকল্পণা প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা খুবই জরুরী;
- মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট (মৎস্য) অধিদপ্তর নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প কার্যক্রম সমাপ্তির জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তার ভিত্তিতে নিবিড় তদারকি আরো জোরদার করে প্রকল্পের অন্যান্য অংগসমূহ (হ্যাচারী , নার্সারী, ফাইবার বোট ক্রয় ইত্যাদি) সহ ক্রীক উন্নয়নে ঠিকাদারের কার্যক্রম সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা অতীব প্রয়োজন;
- প্রকল্প শেষে এর বহির্গমন কৌশল (Exit Plan) নির্ধারণ করা জরুরী। যাতে, উন্নয়ন কর্মকান্ড দীর্ধমেয়াদী হয় ও চলমান থাকে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষে বাস্তবায়নকারী সংস্থার বর্তমান ভুমিকা কে পালন করবে, ক্রিক সংরক্ষন কিভাবে হবে, মাছের উৎপাদন অব্যাহত থাকবে কিভাবে ইত্যাদি বিষয়গুলো পরিকল্পনায় উল্লেখ থাকতে হবে;
- টেকসইকরণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরকে প্রকল্প শেষে উন্নয়নকৃত ক্রীকসমূহের প্রকৃত সুফলভোগীদের সম্পৃক্ত করে সফল ক্রীকসমূহ হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা দরকার;
- প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনার আওতায় অবশিষ্ট ক্রয়ের কাজ বিশেষ করে ফাইবার বোট দ্রুত ক্রয় করার জন্য সুপারিশ করা হলো;
- ক্রীকের কাঁচা ড্রেন গুলো পাকা করার জন্য এবং বাঁধগুলোকে মজবুত করার জন্য প্যালাসাইটি (বল্লি/ড্রামসীট) দেওয়া ও বাঁধে ঘাস লাগানো প্রয়োজন;
- ক্রীক উন্নয়নের কাজ শুষ্ক মৌসুমে শুরু করে তা বর্ষা আসার আগেই শেষ করে ফেলা জরুরী;
- বাঁধ নির্মাণের মাটি ক্রীকের তলদেশ থেকে নেওয়া হয় না, ফলে ক্রীকের তলদেশ অসমতল থাকে এবং মৎস্য উৎপাদনে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না; এ বিষয়টি বিবেচনায় এনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার;
- ক্রীক দ্রুত বর্ধনশীল মৎস্য (পাঙ্গাস, তেলাপিয়া) চাষের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর মৎস্যচাষীদের উদ্বুদ্ধ করবে;
- নার্সারী পুকুরের তালিকা আগে নির্দিষ্ট করা উচিত;
- প্রকল্প সমাপ্তির পর ক্রীক বাস্তবায়ন নীতিমালা প্রনয়ন করা একান্ত প্রয়োজন; এবং
- মৎস্য চাষের পাশাপাশি হাঁস পালন ও সবজি চাষের উপর প্রশিক্ষণ ব্যাবস্থা করা যায়।

দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য:

- সংগঠন ব্যবস্থাপনার জন্য নেতৃত্ব উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে সুফলভোগী দল শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে যাতে প্রকল্প শেষ হয়ে গেলেও সংগঠনগুলো নিজেদের চেষ্টায় প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে দীর্ঘস্থায়ী ভাবে কাজ করা যেতে পারে;
- ব্যাপক মানুষের অংশগ্রহণ থাকায় প্রকল্পটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বিধায় প্রকল্পের পরিধি ও সময়সীমা বৃদ্ধি/প্রকল্প সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন;
- এ প্রকল্পের আওতায় যে সংখ্যক ক্রীক উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, তা এই এলাকার মোট ক্রীকের আয়তনের সংখ্যার তুলনায় খুবই কম (আনুমানিক ৪৩০৬ হেক্টরের মধ্যে মাত্র ৮৬৩ হেক্টর, সূত্র মৎস্য অধিদপ্তর), বিধায় প্রকল্পটি অদূর ভবিষ্যতে আরো বড় আঙ্গিকে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন;
- ক্রীক আরো সুপরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন করে এলাকায় পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটানোর উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন;
- প্রকল্প শেষে উন্নয়নকৃত ক্রীকগুলো মৎস্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকারের যৌথ ব্যবস্থাপনায় আনয়ন এবং মৎস্য অধিদপ্তরের প্রয়োজনে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা দরকার;
- সরকারী পর্যায়ে সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ ভাতা ও সংশ্লিষ্ট ভাতা বৃদ্ধি করলে প্রকল্প বাস্তবায়নের গতিশীলতা পাবে। প্রশিক্ষণ কার্যকরি করার জন্য প্রশিক্ষনার্থীদের ভাতা প্রদান বৃদ্ধি, মৎস্য চাষ সংক্রান্ত ভিডিও প্রদর্শন, সফল চাষীদের ক্রীক পরিদর্শন এবং ক্রীক মডিউল প্রণয়ন করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- পার্বত্য অঞ্চলে সহনশীল মৎস্য চাষের জন্য ক্রীকে মাছ চাষ সম্পর্কিত গবেষণা করা দরকার;এই ব্যাপারে মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের সম্পৃক্ততা করা বাঞ্চনীয়।মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক একটি রিসার্স/স্ট্যাডি গ্রহনের সুপারিশ করা হল;
- উন্নত পোনা মজুদ, শতাংশ প্রতি পোনা মজুদের সংখ্যা নির্ধারণ, মাছের খাবারের পরিমাণ নির্ধারণ এবং কখন কোন সাইজের পোনা মজুদ, কখন কোন সাইজের মৎস্য আহরণ এবং মৎস্যের রোগ বালাই সম্পর্কিত তথ্যাদি সম্বলিত করে ক্রীকে কার্যকরী মৎস্য চাষ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী করা প্রয়োজন;
- প্রকল্প ক্রীক মালিক ও মৎস্য বিভাগের সাথে যে ৫ বছরের চুক্তি করা হয়েছে প্রকল্প শেষে সুফলভোগীদের ও সাথে সম্পৃক্ত করা ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আর্থিক সম্পৃক্ততা একান্ত প্রয়োজন;
- যাচাই বাছাই করে ক্রীকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক উপকরণ হিসেবে ইনপুট শেয়ারিং এর ব্যবস্থা করা । ভবিষ্যতে মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে সুফলভোগীদের সম্পৃক্ত করে ক্রীকে মৎস্য চাষের ইনপুট শেয়ারিং করবে;
- মৎস্য অধিদপ্তর প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ডেমোনেস্ট্রেশস ক্রীক এবং দুর্গম এলাকায় একটি করে সুফলভোগী নার্সারার তৈরি করে ক্রীক উন্নয়নের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদনের বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ গ্রহন করা অতিব প্রয়োজন;
- মৎস্য চাষের জন্য সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।ক্রীক উন্নয়নের পাশাপাশি মৎস্য চাষের কিছু প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণের ব্যবস্থা ডিপিপিতে সংযোজন থাকা দরকার;
- গুণগত পোনা প্রাপ্তি সহজলভ্য করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হ্যাচারী ও নার্সারী থেকে গ্রহণ করা দরকার;
- অনেক জায়গায় বাঁধ নির্মাণের জন্য পাহাড়ী আইনে মাটি কাটার অনুমতি না থাকায় ক্রীক নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা যায় না। ক্রীক নির্মাণ কাজে পাহাড়ী আইনে মাটি কাটার অনুমতি দেয়া প্রয়োজন;
- প্রত্যেক এলাকাতে এক/একাধিক উদ্যোগী মৎস্য চাষীকে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে যারা তৃণমূলে অন্যান্যদেরকে মৎস্য চাষ বিষয়ক বিভিন্ন পরামর্শ প্রদানে মৎস্য বিভাগের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করতে পারে;

- গ্রীষ্মকালে ক্রীকে পানি কম থাকায় পানি দূষণ হয়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায়, ক্রীকে গ্যাস তৈরী হওয়ায় মাছের রোগ হয়ে মাছ মারা যায় ও মৎস্য চাষীকে লোকসানে পড়তে হয়। এর জন্য এরেটর ব্যবহার করা প্রয়োজন । এছাড়াও মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মীরা ক্রীক পরিদর্শন করে প্রচলিত পদ্ধতিতে (ক্রীকে সাঁতার কাটা , কলা গাছের টুকরা দেয়া) পানি দুষিত নিরসন অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করার উপদেশ দিতে পারে;
- পোনার সুবিধার জন্য শুধু হ্যাচারি তৈরি করলে হবে না বরং উদ্দোগি পোনা চাষীদেরকে দিয়ে নার্সারীতে রেনু থেকে পোনা তৈরি করতে হবে। এজন্য বিদ্যমান হাচারীগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহারসহ নার্সারী মালিকদের সাপোর্ট দিতে হবে। এছাড়া চাষীদের চাহিদা অনুযায়ী ঐসকল মাছের রেনু পোনা সরবরাহ করা দরকার;
- অন্যান্য সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন কারনে ক্রীক করে থাকে তাদের চাহিদাগুলো বিবেচনায় নেয়া সম্ভব কিনা সে বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় উক্ত সংস্থার প্রধানদের সাথে আলোচনায় বসতে পারে;
- ক্রীক নির্বাচনে প্রকল্প পরিচালকের সংরক্ষিত কোটা বাদ দেয়া যায়; এবং
- প্রকল্প মেয়াদ শেষে বাস্তবায়নকারী সংস্থা মৎস্য অধিদপ্তর ক্রীকে মৎস্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য ক্রীক মালিক / সুফলভোগীদের কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে, পাশাপাশি প্রকল্প সমাপ্তির পর কিভাবে ক্রীকগুলি পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে একটি নীতিমালা প্রকল্প অফিস থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবে।

১২.২ উপসংহার:

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারন প্রকল্পটি এখানকার বাস্তব অবস্থার বিবেচনায় খুবই উপযোগী একটি প্রকল্প। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পাহাড়ি জনপদে পানির সমস্যা অনেকাংশে কমেছে। সুপেয় পানি, গৃহস্থালীসহ নানা কাজে উন্নয়নকৃত ক্রীকের পানি ব্যবহার করার সুযোগ তৈরী হয়েছে। এইসকল দিক বিবেচনায় প্রকল্পটি এখানে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কিন্তু, প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, পাহাড়ি জনগণের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি এবং পুষ্টির মান উন্নয়ন, রিজার্ভার, যা অর্জনের পথে প্রকল্পটি বেশ পিছিয়ে আছে। প্রকল্পের অন্যতম দুটি কম্পোনেন্ট হচ্ছে মিনি হ্যাচারী স্থাপন ও নার্সারি পুকুর তৈরী। যার অগ্রগতির অবস্থা খুবই নাজুক। এমনকি প্রকল্প মেয়াদকালের মধ্যে (এক বছরের কিছু বেশী সময় হাতে রয়েছে) এইসকল কাজ সমাপ্ত হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপিতে নার্সারীর কোন তালিকা ছিলো না। সুতরাং নার্সারী স্থাপনের জন্য জায়গা নির্বাচন তথা তা তৈরীর কাজ প্রকল্পের শুরুর দিকে করা যেতে পারতো। কিন্তু তা করা হয়নি। মৎস্য চাষের মূল উপাদান গুনগত মানসম্পন্ন পোনা, যার সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য হ্যাচারী ও নার্সারী খুবই গুরুত্বপূর্ন একটি উপাদান, যা নির্মাণ কাজই শুরু হয়নি বলা চলে, সেখানে পোনা উৎপাদন তো আরো দুরের কথা। এই বাস্তবতার নিরিখে বিবেচনা করলে প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন কতটুকু সম্ভব হবে তা এখন নতুন করে ভাবার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের ২৯৫ টি ক্রীক উন্নয়ন কাজ এখনো অসমাপ্ত, যা প্রকল্প মেয়াদকালের মধ্যে সমাপ্ত হলেও তার হস্তান্তর ও পরবর্তীতে মৎস্য চাষ শুরু হচ্ছে কি না তা পরিবীক্ষনের সুযোগ হয়তো হাতে থাকবে না। প্রকল্পটি ২০১৭ সালে জুন মাসে সমাপ্ত হওয়ার কথা। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ক্রীকে মৎস্য চাষে গুণগত পোনা প্রাপ্তির সমস্যা নিরসনে প্রকল্পের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হ্যাচারী ও নার্সারী স্থাপনের কাজ সমাপ্ত করার উদ্যোগ নেওয়া জরুরী; এ ব্যাপারে প্রকল্প দপ্তর থেকে একটি কর্মপরিকল্পণা প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা খুবই জরুরী। মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট (মৎস্য) অধিদপ্তর নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প কার্যক্রম সমাপ্তি জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তার ভিত্তিতে নিবিড় তদারকি আরো জোরদার করে প্রকল্পের অন্যান্য অংগসমূহ (হ্যাচারী , নার্সারী, ফাইবার বোট ক্রয় ইত্যাদি) সহ ক্রীক উন্নয়নে ঠিকাদারের কাজ সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা অতীব প্রয়োজন।

ক্রীক সম্পর্কিত তথ্য জরীপ প্রশ্নমালা

তথ্য সংগ্রহকারীর নামঃ---

ক্রীকের নামঃ---

ক্রীক মালিক/ সূফলভোগীর নামঃ--

মোবাইল নাম্বার ঃ ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ দিন ☐☐ মাস ☐☐ বছর ☐☐☐☐

ক্রীকের আয়তনঃ

ক্রীকের অবস্থানঃ

১। জেলা ঃ --

২। উপজেলা ঃ --

৩। ইউনিয়ন ঃ --

৪। গ্রাম ঃ --

৫। ক্রীক সনাক্তকরণ ঃ -----------------------------------

৬। পরিবারের সদস্য সংখ্যা (বর্তমানে বসবাসরত) ঃ

৭। ক্রীক উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে কিনা?

বাঁধ নির্মান কাজ হয়েছে ☐ হয়নি ☐
ড্রেন নির্মান কাজ হয়েছে ☐ হয়নি ☐

যদি শেষ না হয়ে থাকে তাহলে কাজের অগ্রগতি কোন পর্যায়ে আছে? ....

৮। সুফলভোগী দল গঠনের তারিখ:

৯। এই ক্রীকের মোট সুফলভোগী (নারী/পুরুষ) কতজন?
পুরুষ -- নারী-- মোট--

১০। ক্রীকে মাছ ছাড়া হচ্ছে কি না ? হ্যাঁ ☐ না ☐

১১। হ্যা হলে কতদিন যাবৎ? ....

১২। পোনার উৎস? টিক দিন

প্রকল্প হ্যাচারী/নার্সারী ☐ স্থানীয় নার্সারী ☐ পোনা ফেরিওয়ালা ☐ অন্যান্য ☐

১৩। মাছ চাষ ছাড়া ক্রীক আর কোন কোন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে? টিক দিন
সেচ ☐ গৃহস্থালী ☐ অন্যান্য ☐

১৪। আপনি প্রকল্প থেকে কোন প্রশিক্ষন পেয়েছেন কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
যদি হ্যাঁ হয় তাহলে কোন বিষয়ে প্রশিক্ষন পেয়েছেন (টিক দিন)? যদি না হয় তাহলে ১৬ নং প্রশ্নে চলে যেতে হবে।
মাছ চাষ ☐ সমন্বিত মৎস্য চাষ ☐ পোনা মাছ চাষ ☐ অন্যান্য ☐

১৫। প্রশিক্ষন থেকে কিভাবে উপকৃত হয়েছেন? টিক দিন
মাছ চাষের ধারনা বৃদ্ধি পেয়েছে ☐
মাছ চাষে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে ☐
মাছ চাষ শুরু করেছে/হয়েছে ☐
অন্যান্য ☐

১৬। কোন প্রশিক্ষন দরকার আছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐

হ্যা হলে, কোন বিষয়ের উপর?

ক)..

খ)..

গ)..

১৭। এই প্রকল্পের ফলে আপনি/আপনার পরিবারের আয়ে কি কি প্রভাব দেখা যায়?

খাবার	মান ভালো হয়েছে ☐	একই আছে ☐	খারাপ হয়েছে ☐
পোশাক	মান ভালো হয়েছে ☐	একই আছে ☐	খারাপ হয়েছে ☐
নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যয়	সামর্থ্য বৃদ্ধি পেয়েছে ☐	একই আছে ☐	খারাপ হয়েছে ☐

১৮। ক্রীকের উন্নয়ন কাজের বিষয়ে আপনার মতামত?

কাজ ভালো হয়েছে ☐ কাজ ভালো হয় নি ☐ ধারনা নেই ☐ অন্যান্য ☐

ভালো না হলে আর কি কি করা দরকার ছিলো?

১৯। পূজি তৈরীর ক্ষেত্রে কোন ক্ষুদ্রঋণের (Micro Credit) প্রয়োজন আছে কি না? (টিক দিন) হ্যাঁ ☐ না ☐

২০। পরিবারের আওতায় ক্রীক / জলাশয় / পুকুর ইত্যাদি (গত এক বছরে চাষের তথ্যাবলী)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭-৮		৯	১০
ক্রমিক নম্বর	জলাশয়ের ধরন (কোড)	মালিকানা (কোড)	জলায়তন (শতাংশ)	বর্তমান চাষ ব্যবস্থা (কোড)	চাষের ধরন/ প্রকৃতি (কোড)	চাষের সংখ্যা ও মাস		জলাশয়ের বর্তমান মোট মূল্য* (টাকা)	বাৎসরিক ভাড়া কত ? (যদি প্রযোজ্য হয়)
						সংখ্যা	প্রতিচাষে কয় মাস		

নোটঃ ক্রীকের উপকারভোগীর নিজস্ব মালিকানায় কোন পুকুর/ক্রীক না থাকলে ২০ নং প্রশ্নটি ফাকা থাকবে। যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ জলাশয়ের মূল্য আনতে হবে।

জলাশয়ের ধরন কোডঃ **১ = পুকুর, ২ = ক্রীক, ৩ = মজা পুকুর, ৪ = অন্যান্য জলাশয়**

মালিকানা কোডঃ ১ = সরকারি / খাস জমির পুকুর / জলাশয়, ২ = উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, ৩ = স্বামী/স্ত্রীর পারিবারিক সম্পত্তি, ৪ = যৌথ সম্পত্তি, ৫ = ক্ষণকালীন ব্যবহারের অধিকার, ৬ = আধি /বর্গা / পত্তনি / লিজ নেয়া, ৭ = নিজস্ব ক্রয়সূত্রে মালিক

বর্তমান চাষ ব্যবস্থা কোড: ১ = প্রাকৃতিক ভাবে, ২ = নিজে চাষ করেন, ৩ = পত্তনি নিয়েছেন নগদ টাকায়, ৪ = বর্গা / আধি নিয়েছেন, ৫ = বন্ধকী নিয়েছেন, ৬ = ভাড়া নিয়েছেন, ৭ = লিজ নিয়েছেন, ৮ = কোন্ সংগঠন থেকে পত্তনি এনেছেন, ৯ = যৌথভাবে অন্য মালিকসহ নিয়েছেন, ১০ = পত্তনি দিয়েছেন নগদ টাকায়, ১১ = বর্গা / আধি দিয়েছেন, ১২ = বন্ধকী দিয়েছেন, ১৩ = ভাড়া দিয়েছেন,

পুকুরের ধরন/চাষের প্রকৃতি কোডঃ ১ = সাংবৎসরিক/বাৎসরিক, ২ = মৌসুমি

২১। পোনা মজুদ ও মাছ উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য (গত এক বছরের)

পোনা মজুদের তথ্য				মাছ উৎপাদনের তথ্য	
পোনা মজুদের তারিখ	পোনার প্রজাতি	পরিমান (কেজি)	আকার (ইঞ্চি)	আকার (ইঞ্চি)	পরিমান কেজি)

নোটঃ পোনা মজুদ ও মাছ উৎপাদনের তথ্যের কলামে পরিমান সংখ্যায় উল্লেখ করলে তা কেজিতে পরিবর্তন করে উল্লেখ করতে হবে

২২। মাছ চাষ কর্মকান্ড জীবিকায়ন সম্পর্কিত বিবিধ তথ্যাবলি

কোড	বিষয়	বর্তমানে
১.	জলাশয়ে মাছের উৎপাদনে কি পরিবর্তন হয়েছে? ১ = অনেক বেড়েছে, ২ = সামান্য বেড়েছে, ৩ = অনেক কমেছে, ৪ = সামান্য কমেছে, ৫ = কোনো পরিবর্তন হয়নি	
২.	আপনার এলাকায় ক্রীকের সংখ্যা বা নতুন ক্রীক উন্নয়নে কি পরিবর্তন হয়েছে? (পরিবর্তন কোড)	
৩.	মাছ চাষ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির সুযোগে কি পরিবর্তন হয়েছে? (পরিবর্তন কোড)	
৪.	মাছ চাষের উপকরণ প্রাপ্তিতে কি পরিবর্তন হয়েছে? (পরিবর্তন কোড)	
৫.	মাছ বাজারজাতকরণে কি পরিবর্তন হয়েছে?(পরিবর্তন কোড)	
৬.	মাছ চাষ থেকে পরিবারের আয়ে কি পরিবর্তন হয়েছে? (পরিবর্তন কোড)	
৭.	মাছ চাষ সংক্রান্ত আধুনিক কলাকৌশল প্রাপ্তির সুযোগে কি পরিবর্তন হয়েছে? (পরিবর্তন কোড)	
৮.	মাছ চাষে আপনি কি কি সমস্যার সম্মুখিন হন? (সর্বোচ্চ তিনটিতে টিক দিন) ১ = গুণগত মানসম্পন্ন পোনার অভাব, ২ = পোনার উচ্চ মূল্য, ৩ = অন্যান্য উপকরণের উচ্চ মূল্য, ৪ = মাছ চুরি হয়ে যাওয়া, ৫ = বিষ প্রয়োগে মৎস্য নিধন ৬ = ক্রীক শুকিয়ে যাওয়া, ৭ = পাহাড়ি ঢলে ক্রীক ডুবে যাওয়া, ৮ = পুঁজির অভাব, ৯ = অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)	
৯.	মাছ চাষ সংক্রান্ত তথ্য কোথা থেকে পান? (সর্বোচ্চ তিনটিতে টিক দিন) ১ = সরকারি সম্প্রসারণ কর্মী, ২ = বেসরকারি/এনজিও সম্প্রসারণ কর্মী ৩ = প্রতিবেশী মৎস্য চাষী, ৪ = পোনা ব্যবসায়ী ৫ = ছাপানো ক্ষুদ্র বই বা লিফলেট, ৬ = রেডিও ও টিভি, ৭ =অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)	
১০.	ক্রীক/ জলাশয়ের থেকে কি পরিমান মাছ পান? ১ = অনেক বেড়েছে, ২ = সামান্য বেড়েছে, ৩ = অনেক কমেছে, ৪ = সামান্য কমেছে, ৫ = কোনো পরিবতন হয়নি	
১১.	দৈনন্দিন খাবারের তালিকায় মাছ খাওয়ার পরিমানে কি পরিবর্তন হয়েছে? ১ = অনেক বেড়েছে, ২ = সামান্য বেড়েছে, ৩ = অনেক কমেছে, ৪ = সামান্য কমেছে, ৫ = কোনো পরিবতন হয়নি	

পরিবর্তন কোডঃ 1 = বেড়েছে, 2 = কমেছে, 3 = কোনো পরিবর্তন নেই, 4 = জানিনা

এফজিডি চেকলিস্ট

স্থান: উপজেলা: তারিখ:

অংশগ্রহণকারী সদস্যদের নামের তালিকা

ক্রম	নাম	গ্রাম	বয়স	শিক্ষা	লিঙ্গ	দলে অবস্থান
১.						
২.						
৩.						
৪.						
৫.						
৬.						
৭.						
৮.						
৯.						
১০.						
১১.						
১২.						

নির্দেশনামূলক প্রশ্ন:

১. এই প্রকল্প সম্পর্কে আপনারা কি জানেন, বিস্তারিত বলুন।
২. প্রকল্পের সুফলভোগী কারা?
৩. এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে কোন সমস্যা হয়েছে কি না? হলে কি ধরণের?
৪. এই প্রকল্পে আর কি কি দুর্বলতা রয়েছে বলে আপনারা মনে করেন? এগুলো থেকে উত্তরণের উপায় কি?
৫. এই এলাকায় প্রকল্পের ফলে কি কি সুবিধা হয়েছে?
৬. প্রকল্পের কাজ কি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে? না হয়ে থাকলে কি কি সমস্যা রয়েছে/ হয়েছে?
৭. আপনারা কি মনে করেন যে এই প্রকল্প এই এলাকার জন্য দরকারি? যদি হ্যাঁ হয় তাহলে কেন? না হলেই বা কেন?
৮. এলাকার সকল জনগণই কি এই প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত? না হলে মোট জনগোষ্ঠীর কত ভাগ? সকলকে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে আর কি উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে?
৯. আপনারা কি প্রকল্পের বর্তমান কার্যক্রমে সন্তুষ্টি, যদি না হয় তাহলে কেন?
১০. প্রকল্প থেকে আর কি কি সুবিধা পাওয়া উচিৎ ছিলো বলে মনে করেন?
১১. এই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে কি কি ঝুঁকি রয়েছে বলে আপনার মনে করেন? এর থেকে উত্তরণের উপায় কি?

পরিশিষ্ট-৩ (ক)

কেআইআই প্রশ্নপত্র (প্রকল্প/ উপ-প্রকল্প পরিচালক পর্যায়ে)

তথ্যদাতার নামঃ পদবীঃ কর্মস্থলঃ
মোবাইল নং:

১. আপনি কি মনে করেন যে প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে? হ্যাঁ না (টিক দিন)।
যদি না হয়, তাহলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি কি?

....

....

২. এ প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত সম্পদ (অর্থ ও জনশক্তি) ও পদ্ধতি (ডিপিপি, বাস্তবায়ন নীতিমালা, পরিকল্পনা. বাস্তবায়ন পদ্ধতি, অর্থ বরাদ্দ ও ছাড়) সময়পোযোগী কি না? হ্যাঁ না (টিক দিন)। যদি না হয়, তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে কি কি সমস্যা আছে?

....

....

৩. প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী নার্সারী স্থাপন হয়েছে কি না? হ্যাঁ / না (টিক দিন)। যদি হ্যাঁ হয়ে থাকে নার্সারীর উৎপাদিত Fry / Fingerling ক্রীকে সরবরাহ করা হয় কি না?

৪. হ্যাচারী নির্মাণ, নার্সারী উন্নয়ন ও উন্নয়নের জন্য ক্রীক/ জলাশয় নির্বাচন, প্রস্তুতকরণ, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নে কোন ত্রুটি আছে কি? হ্যাঁ না (টিক দিন)। যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে সেগুলো কেন এবং কি হওয়া উচিৎ?

....

....

৫. ক্রীক জমির মালিক ও সুফলভোগীদের মধ্যে দলিল (Deed Documents) সম্পাদিত হয়েছে কি না? হ্যাঁ না (টিক দিন)। যদি না হয়, তাহলে কেন হয়নি ?

....

....

৬. প্রকল্পের (ভৌত এবং আর্থিক) কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী হচ্ছে কি না? হ্যাঁ না (টিক দিন)।
যদি না হয়, তাহলে সেগুলো কেন এবং কি হওয়া উচিৎ?

....

....

৭. আপনি প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও গুণগতমান পরিবীক্ষণ কিভাবে করেন?

....

....

পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা কি যথেষ্ট? হ্যাঁ না (টিক দিন)। যদি না হয়, তাহলে প্রকল্প ডিজাইনে কি কি ঘাটতি আছে?

....

....

৮. সকল কার্যক্রম কি পরিকল্পিত নকশা এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না? হ্যাঁ না (টিক দিন)।

যদি না হয়, তাহলে অসংগতিগুলো কি এবং কিভাবে ঐগুলো মোকাবেলা করা যায়?

....

....

৯. সকল সুফলভোগী দল কি প্রকল্পের লক্ষ্য ও নীতিমালা অনুযায়ী গঠিত হচ্ছে? হ্যাঁ না (টিক দিন)।
যদি না হয়, তাহলে কেন এবং কি কি কার্যক্রম নেওয়া উচিৎ?

....

....

১০. সুফলভোগী দলের সদস্যদের কি কি উপকরণ ও সহায়তা দেয়া হয়?

....

....

১১. প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুবিধা পেয়ে সুফলভোগী দলের সদস্যগণ কি সন্তুষ্ট? হ্যাঁ না (টিক দিন)।
যদি না হয়, তাহলে কেন এবং আরো কি কি কার্যক্রম নেয়া এবং উপকরণ দেয়া প্রয়োজন?

....

....

১২. সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণের জন্য কোন প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী করা হয়েছে কি? হ্যাঁ না (টিক দিন)।
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কোন কোন বিষয়ে মডিউল তৈরী করা হয়েছে?

....

....

১৩. আপনি কি মনে করেন সুফলভোগী দলের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ যথেষ্ট? হ্যাঁ না (টিক দিন)।
যদি না হয়, তাহলে কেন এবং তাদেরকে আরও কি কি প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন?

....

....

১৪. ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয় কি না? হ্যাঁ না (টিক দিন)।
যদি না হয়ে থাকে, তাহলে কি কি কারণে পিপিআর অনুসরণ করা হয় না?

....

....

যদি হ্যাঁ হয়ে থাকে তাহলে পিপিআর অনুসরণে সম্পাদিত দলিল প্রদর্শন করুন? (প্রদর্শিত দলিল পত্রে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে কি না, থাকলে সেগুলো ধারাবাহিক ভাবে উল্লেখ করুন)। মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডিপিপি অনুযায়ী বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে কি না? না হলে কারণ কি?

....

....

সকল মালামাল/ যন্ত্রপাতি প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় হতে ক্রয় করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ না (টিক দিন)। না হলে আর কোন কোন কার্যালয় হতে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন/ সরবরাহ করা হয়েছে, তাদের নাম উল্লেখ করুন।

....

....

১৫. প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আপনার কার্যালয়ের দুর্বলতাগুলো কি কি?

....

....

এ দুর্বলতাগুলো উত্তরণে কি কি পদক্ষেপ নেয়া উচিৎ?

....

....

১৬. প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের/ প্রকল্পের মেয়াদ বর্ধিত করার কোন প্রয়োজন আছে কি? হ্যাঁ না (টিক দিন)। যদি হ্যাঁ থেকে থাকে, তাহলে কোন পর্যায়ে কতজন জনবল দরকার?

....

....

১৭. ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের কোন যৌক্তিকতা আছে কি? হ্যাঁ না (টিক দিন)।
যদি হ্যাঁ হয়, তবে এ বিষয়ে আপনার পরামর্শগুলো কি কি?

....

....

১৮. স্কিম সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্যের চেকলিস্ট

মোট স্কিম সংখ্যা:
নীতিমালা অনুযায়ী শুরুর সংখ্যা:
নীতিমালা অনুযায়ী শেষ করার সংখ্যা:
বিলম্বে শুরু ও শেষ করার সংখ্যা:

বিলম্বে শুরুর কারণগুলো কি?

....

....

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:
মোবাইল নং
স্বাক্ষর ও তারিখ

তথ্য যাচাইকারীর নাম:
মোবাইল নং
স্বাক্ষর ও তারিখ

পরিশিষ্ট-৩ (খ)

কেআইআই প্রশ্নপত্র (জেলা মৎস্য কর্মকর্তা)

তথ্যদাতার নাম- কর্মস্থল- মোবাইল নং-

১. এ প্রকল্প বাস্তবায়নে আপনার ভূমিকা কি এবং আপনি কি দায়িত্ব পালন করে থাকেন?

....

....

আপনার দায়িত্ব পালনের প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতা গুলো কি এবং কিভাবে তা উত্তোরণ করা যেতে পারে?

২. আপনি কি মনে করেন এ জেলায় প্রকল্পের কাজ সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে? হ্যাঁ না (টিক দিন)
যদি না হয় তাহলে সফল বাস্তবায়নের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো কি?

....

....

এবং কিভাবে তা উত্তোরণ করা যেতে পারে?

....

....

প্রকল্প কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য এ প্রকল্প থেকে কোন আর্থিক বরাদ্দ দেয়া হয় কি না? হ্যাঁ না (টিক দিন)

৩. আপনার জেলায় প্রকল্প (ক্রীক) নির্বাচন, প্রস্তুতকরণ, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের আপনার অন্তর্ভূক্তি আছে কি না?
হ্যাঁ না (টিক দিন)
হ্যাঁ হলে আপনার দায়িত্ব কি?

....

....

৪. আপনার জেলায় প্রকল্প (ক্রীক) নির্বাচন, প্রস্তুতকরণ, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলো কি?

....

....

এ প্রতিবন্ধকতাগুলো কিভাবে উত্তোরণ করা যেতে পারে?

....

....

৫. আপনার এলাকায় প্রকল্পের (ভৌত এবং আর্থিক) অগ্রগতির ক্ষেত্রে আপনি কি সন্তুষ্ট? হ্যাঁ না (টিক দিন)
যদি না হয় তবে কেন এবং কি হওয়া উচিত ছিলো?

....

....

৬. আপনি ক্রীক বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও গুণগতমান পরিবীক্ষণ করেন কি না? করলে কিভাবে করেন?

....

....

পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা কি যথেষ্ট? হ্যাঁ   না (টিক দিন)।যদি না হয়, তাহলে কি কি ঘাটতি আছে?

....

....

৭. প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আপনার কার্যালয়ের দুর্বলতাগুলো কি কি?

....

....

৮. এ দুর্বলতাগুলো উত্তরণে কি কি পদক্ষেপ নেয়া উচিৎ?

....

....

৯. ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প প্রণয়নে আরও কি কি পদক্ষেপ নেয়া উচিৎ যাতে প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে। এ বিষয়ে আপনার পরামর্শগুলো কি কি?

....

....

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:	তথ্য যাচাইকারীর নাম:
মোবাইল নং	মোবাইল নং
স্বাক্ষর ও তারিখ	স্বাক্ষর ও তারিখ

পরিশিষ্ট-৩ (গ)

কেআইআই প্রশ্নপত্র (উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপ-সহকারী প্রকৌশলী)

তথ্যদাতার নামঃ কর্মস্থলঃ মোবাইল নং

১. এ প্রকল্প বাস্তবায়নে আপনার উপর কি কি দায়িত্ব ন্যাস্ত?

....

দায়িত্ব পালনের প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতা গুলো কি কি?

....

....

কিভাবে তা উত্তোরণ করা যেতে পারে? মতামত দিন

....

....

২. এ প্রকল্পের জন্য আপনার দপ্তরে বরাদ্দকৃত সম্পদ (অর্থ ও জনশক্তি) কি যথেষ্ট? হ্যাঁ না (টিক দিন)। যদি না হয়, তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে কি কি সমস্যা আছে?

....

....

যথাসময়ে বরাদ্দ হয় কি না? যদি না হয় সেক্ষেত্রে আপনার মতামত কি?

৩. উন্নয়নের জন্য ক্রীক/জলাশয় নির্বাচন, প্রস্তুতকরণ, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নে আপনার ভূমিকা কি? এক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকলে সেগুলো কি?

....

....

এ প্রতিবন্ধকতা গুলো কিভাবে উত্তোরন করা যায়?

....

....

৪. সকল ক্রীক এর পরিকল্পিত নকশা Specification অনুযায়ী কি বাস্তবায়ন হচ্ছে? হ্যাঁ না (টিক দিন)। যদি না হয়, তাহলে অসঙ্গতি গুলো কি এবং এগুলো কিভাবে মোকাবেলা করা যায়?

....

....

৫. সুফলভোগী নির্বাচনে প্রকল্পের বাস্তবায়ন নীতিমালা সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না? হ্যাঁ না (টিক দিন)। যদি না হয়, তাহলে কারণ গুলো কি কি?

....

....

৬. সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণের জন্য কোন প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী করা হয়েছে কি? হ্যাঁ না (টিক দিন)। যদি হ্যাঁ হয়ে থাকে, তাহলে কোন কোন বিষয়ে মডিউল তৈরী করা হয়েছে?

....

....

৭. আপনি কি মনে করেন সুফলভোগী দলের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ যথেষ্ট? হ্যাঁ না (টিক দিন)।

যদি না হয়ে থাকে, তাহলে কেন এবং তাদেরকে আরো কি কি বিষয়ে প্রশিক্ষণও উপকরণ দেয়া প্রয়োজন?

....

....

প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের রেজিষ্টার আছে কি না? হ্যাঁ না (টিক দিন)
রেজিষ্টার পর্যবেক্ষণ করে আপনার মতামত লিখুন।

....

....

৮. প্রকল্পের কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আপনার কার্যালয়ের সমস্যাগুলো কি কি?

....

....

এ সমস্যাগুলো উত্তোরনে কি কি পদক্ষেপ নেয়া উচিৎ?

....

....

৯. ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প প্রণয়নে আরো কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ, যাতে প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে। এ বিষয়ে আপনার পরামর্শগুলো কি কি?

....

....

১০. আপনার উপজেলায় অবস্থিত ক্রীক সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্যের চেকলিস্ট

মোট ক্রীক সংখ্যা: নীতিমালা অনুযায়ী শুরুর সংখ্যা:
নীতিমালা অনুযায়ী শেষ করার সংখ্যা: বিলম্বে শুরু ও শেষ করার সংখ্যা:

বিলম্বে শুরুর কারণগুলো কি?

....

....

১১. সঠিকভাবে নিম্নের ছকটি পূরণ করুন।

ক্রম	ক্রীকের নাম	ধরণ		ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		বাস্তবায়ন কাল (মাস)		মাটি কাটার পরিমাণ (ঘ.মি.)		মাটি কাটার পদ্ধতি (শ্রমিক দ্বারা/ যন্ত্র দ্বারা)
		বাঁধ/ ড্রেন	আয়তন (একর)	প্রাক্কলিত	প্রকৃত	শুরু	শেষ	পরিকল্পিত	প্রকৃত	

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:
মোবাইল নং
স্বাক্ষর ও তারিখ

তথ্য যাচাইকারীর নাম:
মোবাইল নং
স্বাক্ষর ও তারিখ

কেআইআই প্রশ্নপত্র (স্থানীয় পর্যায়ের গন্যমান্য/ সুফলভোগী নয় এমন ব্যক্তি)

তথ্যদাতার নামঃ পেশাঃ মোবাইল নং

১. প্রকল্পটি সম্পর্কে আপনি কি জানেন? বিস্তারিত বলুন।

....

....

২. সকল ক্রীক উন্নয়নের কাজ কি সঠিকভাবে হয়েছে? হ্যাঁ না (টিক দিন)।
যদি না হয়, তাহলে কি কি ভুল ছিলো?

....

....

৩. সুফলভোগী নির্বাচন কিভাবে হয়েছে? সুফলভোগী নির্বাচনের বিষয়টি কি সকলে জানে?

....

....

৪. সুফলভোগীদের কোন প্রশিক্ষণের প্রদান করা হয়েছে কি না? এ বিষয়ে আপনি কি জানেন?

....

....

৫. আপনি কি মনে করেন সুফলভোগী দলের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ যথেষ্ট? হ্যাঁ না (টিক দিন)।
যদি না হয়ে থাকে, তাহলে কেন এবং তাদেরকে আরো কি কি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও উপকরণ দেয়া প্রয়োজন?

....

....

৬. প্রকল্পের কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলো কি কি?

....

....

এ সমস্যাগুলো উত্তোরণে কি কি পদক্ষেপ নেয়া উচিৎ?

....

....

৭. ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প প্রণয়নে আরো কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ, যাতে প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে। এ বিষয়ে আপনার পরামর্শগুলো কি কি?

....

....

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:
মোবাইল নং
স্বাক্ষর ও তারিখ

তথ্য যাচাইকারীর নাম:
মোবাইল নং
স্বাক্ষর ও তারিখ

কর্মশালার সূচীপত্র

কর্মশালার স্থান:

সময়:

তারিখ:

সময়	বিবরণ	পদ্ধতি	সহায়ক
১০:০০ - ১০:১৫	পরিচিতি পর্ব	বড় দলে আলোচনা	সকলে
১০:১৫-১০:২৫	প্রকল্প পরিচিতি	ব্যক্তি পর্যায়ের আলোচনা	প্রকল্প প্রতিনিধি/ পরামর্শক
১০:২৫ - ১০:৪০	কর্মশালার উদ্দেশ্য বর্ণনা	ব্যক্তি পর্যায়ের আলোচনা	প্রকল্প প্রতিনিধি/ পরামর্শক
১০:৪০ - ১১:০০	চা বিরতি	সকলে	
১১:০০ - ১২:০০	প্রকল্পের সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ	ছোট দলে অনুশীলন	প্রকল্প প্রতিনিধি/ পরামর্শক
১২:০০ - ০১:০০	প্রকল্পের সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ	বড় দলে আলোচনা	পরামর্শক বা তার প্রতিনিধি
১৩:০০	দুপুরের খাবার ও সমাপ্তি ঘোষণা	সকলে	সকলে

পরিশিষ্ট-৫

পার্বত্য অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (তৃতীয় পর্যায়)
টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ ও নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কিত

১. ছক

ক্রম	টেন্ডার অনুযায়ী কাজের নাম ও পরিমাণ	টেন্ডার অনুযায়ী		কার্যাদেশ অনুযায়ী			কাজ শেষ হওয়ার প্রকৃত তারিখ	কাজ সম্পন্ন করার সম্ভাব্য সময়	কাজের অগ্রগতি		মন্তব্য (নির্মাণ কাজের গুণগত মান)
		প্রাক্কলিত ব্যয়	টেন্ডারকৃত ব্যয়	ব্যয়	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ শেষ করার তারিখ			আর্থিক	বাস্তব (%)	

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ আরম্ভ না হলে/ সম্পন্ন না হলে এবং অগ্রগতি সন্তোষজনক না হলে, তার কারণ উল্লেখ করুন।
....
....
....
....

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:
মোবাইল নং
স্বাক্ষর ও তারিখ

তথ্য যাচাইকারীর নাম:
মোবাইল নং
স্বাক্ষর ও তারিখ

পরিশিষ্ট-৬

ক্রয় কার্যক্রমে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণের চেকলিষ্টঃ

ক্রম	বিবরণ	প্রাক্কলিত/ পরিকল্পিত	প্রকৃত	মন্তব্য
ক) দরপত্র আহবান সংক্রান্ত				
৩২.	প্যাকেজ/ দরপত্র সংখ্যাঃ			
৩৩.	ধরণ অনুযায়ী দরপত্রের সংখ্যাঃ মালামালঃ কার্যঃ সেবাঃ			
৩৪.	দরপত্র অনুযায়ী প্যাকেজের নামঃ			
৩৫.	প্রতিটি প্যাকেজে কতটি করে লট আছেঃ			
৩৬.	ক্রয় পদ্ধতিঃ			
৩৭.	দরপত্র পত্রিকায় প্রকাশ করা হতো কি না? (প্রকাশের তারিখ ও পত্রিকার নাম সহ কপি সরবরাহ করুন)			
৩৮.	দরপত্র (১ কোটি টাকার উপরে) সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে কি না?			
খ) দরপত্র দাখিল সংক্রান্ত				
৩৯.	দরপত্র দাখিলের তারিখ কত ছিলো?			
৪০.	কতটি দরপত্র বিক্রয় হয়েছিলো?			
৪১.	কতটি দরপত্র জমা পড়েছিলো?			
৪২.	পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়েছিলো কি না			
গ) দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত				
৪৩.	দরপত্র উন্মক্ত কমিটির সদস্য কত ছিলো			
৪৪.	উন্মুক্তকরণের সময় কতজন উপস্থিত ছিলো			
৪৫.	দরপত্র মূল্যায়নের কমিটির কাউকে দরপত্র উন্মুক্ত কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো কি না?			
৪৬.	মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা কত ছিলো			
৪৭.	মূল্যায়ন কমিটিতে বাইরের দপ্তরের সদস্য ছিলো কি না? থাকলে কতজন?			
৪৮.	কত তারিখে মূল্যায়ন শেষ করা হয়েছে?			
৪৯.	উপযুক্ত (Responsive) দরদাতার সংখ্যা কত?			
৫০.	মূল্যায়ন প্রতিবেদন কত তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়া হয়েছিলো?			
৫১.	কত তারিখে দরপত্র চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছিলো?			
৫২.	দরপত্র Delegation of financial power অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিলো কি না?			
ঘ) কার্যাদেশ প্রদান সংক্রান্ত				
৫৩.	কত তারিখে Notification of award জারী করা হয়েছে?			
৫৪.	Initial Tender Validity Period এর মধ্যে Contract award করা হয়েছে কি না?			
৫৫.	Contract award CPTU এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছিলো কি না?			
৫৬.	প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)			
৫৭.	উদ্বৃত দর (টাকা)			
৫৮.	চুক্তিমূল্য (টাকা)			
৫৯.	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ হওয়ার তারিখ কত ছিলো?			
৬০.	বাস্তবে কাজ শেষ হওয়ার তারিখ কত ছিলো?			
৬১.	কাজ সমাপ্তিতে দেরী হলে Liquidated Damage আরোপ করা হয়েছে কি না?			
৬২.	কাজটি মূল ঠিকাদার (প্রথম কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদার) কর্তৃক শেষ হয়েছিলো কি না?			

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:
মোবাইল নং
স্বাক্ষর ও তারিখ

তথ্য যাচাইকারীর নাম:
মোবাইল নং
স্বাক্ষর ও তারিখ

“পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প’’ (তৃতীয় পর্যায়)
পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

স্থাপনার নাম: ক্রীক/ নার্সারী পুকুর

নির্মাণ নকশা দেখে ক্রীক/হ্যাচারী/ নার্সারীর আয়তন ঠিক আছে কি না তথ্য সংগ্রহ করা

ক্রম	পরিমাপকৃত ক্রীক/হ্যাচারী/ নার্সারীর অংশের নাম ও অবস্থান		নকশা অনুযায়ী মোট আয়তন (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ্য x গভীরতা ইত্যাদি)	পরিমাপে প্রাপ্ত আয়তন (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ্য x গভীরতা ইত্যাদি)	মন্তব্য (সঠিক কাজের মান সংক্রান্ত)
০১		বাঁধ			
		ড্রেন			
০২		বাঁধ			
		ড্রেন			
০৩		বাঁধ			
		ড্রেন			
০৪		বাঁধ			
		ড্রেন			
০৫		বাঁধ			
		ড্রেন			
০৬		বাঁধ			
		ড্রেন			

ক্রীক ভিত্তিক মৎস্য উৎপাদনের তালিকা

ক্রম	প্রস্তাবিত ক্রীকের নাম	অবস্থান (গ্রাম/পাড়া)	ইউনিয়ন/ পৌর সভা	আয়তন (হেক্টর)	উৎপাদন কে.জি- হেক্টর প্রকল্প	উৎপাদন পর্যবেক্ষণ
জেলাঃ রাঙ্গামাটি, উপজেলাঃ নানিয়ার চর						
১.	বেতছড়ি ক্রীক	বেতছড়ি মূখ	সাবেক্ষং	৪.০০	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	মাছ ধরা হয়নি।
২.	মাইট্টা পাড়া মৎস্য বাঁধ	জাহানাতলী	সাবেক্ষং	০.৪০	ঐ	৪৪
৩.	পলেন তালুকদার ক্রীক	হেডম্যান পাড়া	সাবেক্ষং	০.৪০	ঐ	মাছ ধরা হয়নি।
৪.	পশ্চিম বাকছড়ি মৎস্য বাঁধ	প: বাকছড়ি	সাবেক্ষং	০.৪২	৫৫০ কেজি	১৪২২
৫.	খামার পাড়া মৎস্য বাঁধ	খামার পাড়া	নানিয়ারচর	০.৮০	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	১০৬২
৬.	বেতছড়ি রাস্তা সংলগ্ন ক্রীক	বেতছড়ি	নানিয়ারচর	১.০০	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	মাছ ধরা হয়নি।
৭.	সাপমারা সুজিত তালুকদার ক্রীক	গাপমারা	নানিয়ারচর	১.২০	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	২৬৪৫
৮.	মধ্যপাড়া মজিবর রহমান ক্রীক	ইসলামপুর	বুড়ি ঘাট	০.৫০	৩৩০ কেজি	৭৫৭
৯.	মোঃ কাশেম খাঁ মৎস্য বাঁধ	আমলকী পাড়া	বুড়িঘাট	০.৯০	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	৮৯৭
১০.	বুড়িঘাট মোঃ আব্দুল ওহাব ক্রীক	১০নং টিলা	বুড়িঘাট	২.৩০	ঐ	৩৪০
১১.	অমরজীবন গং এর মৎস্য চাষ	কেরেটছড়ি	ঘিলাছড়ি	২.০০	৫৮০ কেজি	১০১০
১২.	তীর্থ কুমার মৎস্য বাধ প্রকল্প	পুকুর ছড়ি	ঘিলাছড়ি	০.৬০	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	মাছ ধরা হয়নি।
১৩.	মাইচছড়ি পিন্টু চাকমার ক্রীক	মাইচছড়ি	ঘিলাছড়ি	২.০০	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	৪৭০
১৪.	সুভাষচন্দ্র চাকমা ক্রীক নির্মাণ	কৃষ্ণমাছড়া	বুড়িঘাট	১.২০	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	মাছ ধরা হয়নি।
১৫.	গড়াকাটা মঙ্গল মৎস্য ক্রীক নির্মাণ	গড়াকাটা	ঘিলাছড়ি	০.৮০	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	মাছ ধরা হয়নি
জেলাঃ রাঙ্গামাটি, উপজেলাঃ বাঘাইছড়ি						
১৬.	তিন ডজরী ক্রীক উন্নয়ন	তিন ডজরী	বঙ্গলতলী	২.১৭	১৫৫৮ কেজি	১৪১০
১৭.	হিনন্দ কুমার চাকমা বি ব্লক ক্রিক	বি ব্লক	বঙ্গলতলী	০.৫২	৮১৫ কেজি	৮৩১
১৮.	পঃ ঝগড়াবিল ক্রীক	পঃ ঝগড়াবিল	বঙ্গলতলী	০.৫৭	৭৭২ কেজি	৬৭৮
১৯.	তারুশী চাকমা মৎস্য বাধ	ঝগড়াবিল	বঙ্গলতলী	০.৫০	৮৩৭ কেজি	৮২৪
২০.	শিজক মুখ কুহেলী চাকমার ক্রীক	শিজক মুখ	সারোয়াতলী	০.৮৬	১২৩৭ কেজি	১৪০৫
২১.	তুলাবান রুদ্র মনি চাকমার ক্রীক	তুলাবান	মারিশ্যা	০.৮৭	১৩৮৭ কেজি	৭৯৪
২২.	গোলছড়ি সত্যজিৎ চাকমার ক্রীক	গোলাছড়ি	রুপকারী	০.৪৮	৭৮১ কেজি	৭০৫
২৩.	উগলছড়ি ক্রীক	উগলছড়ি	বাঘাইছড়ি	১.৪৮	৮৭৮ কেজি	৯২২
২৪.	দুরছড়ি মুসলিম পাড়া ক্রীক উন্নয়ন প্রকল্প	দুরছড়ি মুসলিম পাড়া	খেদারমারা	১.৬২	২১০৫ কেজি	১২৭০
২৫.	বড় দুরছড়ি জুয়েল চাকমা গং ক্রীক	বড় দুরছড়ি	খেদারমারা	১.২৫	১৭৯৭ কেজি	৯৬২
২৬.	উলুছড়ি তৃনময় চাকমার ক্রীক	উলুছড়ি	খেদারমারা	১.৪৬	৩১৫২ কেজি	২২৭৮

জেলাঃ রাঙ্গামাটি, উপজেলাঃ বরকল						
২৭.	হাজাছড়া মৎস্য প্রকল্প	হাজাছড়া	সুবলং	২.০০	১৩৫২ কেজি	মাছ ধরা হয়নি।
২৮.	মিতিংগাছড়ি মৎস্য প্রকল্প	মিতিংগাছড়ি	সুবলং	২.০০	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	মাছ ধরা হয়নি।
২৯.	নুরুল হকের পাহাড় সংলগ্নক্রীক	কলাবুনিয়	আইমাছড়া	১.১০	১২০৩ কেজি	মাছ ধরা হয়নি।
৩০.	পূর্ব ভূষণ ছড়া মৎস্য প্রকল্প	ভূষনছড়া	ভূষনছড়া	২.০০	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	মাছ ধরা হয়নি।
৩১.	খুব্বাং মাজ্যামাছড়া মৎস্য প্রকল্প	খুব্বাং	বড় হরিনা	১.৪৫	১৩৪৫ কেজি	মাছ ধরা হয়নি।
জেলাঃ রাঙ্গামাটি, উপজেলাঃ কাউখালী						
৩২.	সোনাইছড়ি মৎস্য বাঁধ নির্মান-১	সোনাইছড়ি	বেতবুনিয়া	০.৬০	৮০ কেজি	মাছ ধরা হয়নি।
৩৩.	শিলছড়ি ঘোনা মৎস্য বাঁধ নির্মান	বেতবুনিয়া	বেতবুনিয়া	০.৮০	৮৭৫ কেজি	৯৫
৩৪.	কালা কাজী মৎস্য বাঁধ নির্মান প্রকল্প	কালা কাজী	বেতবুনিয়া	০.৪৮	৭০ কেজি	৮৮
৩৫.	মাঝের পাড়া মৎস্য বাঁধ প্রকল্প	মাঝের পাড়া	কলমপতি	১.৪০	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	মাছ ধরা হয়নি।
৩৬.	বড়ডুলু মৎস্য বাঁধ	বড়ডুলু	কলমপতি	১.৯১	বাধ ভেঙ্গে গেছে।	বাঁধ ভেঙ্গে গেছে।
৩৭.	মংসানু মার্মার জমির উপর মৎস্য বাধ	বটতলী পাড়া	কলমপতি	০.৬০	১২২০ কেজি	৯৪০
৩৮.	নাভাঙ্গা ছড়ায় কৃষি ও মৎস্য প্রকল্প	নাভাঙ্গা	ফটিকছড়ি	২.৭০	৩০৯৫ কেজি	মাছ ভেসে গেছে
৩৯.	মিটিঙ্গাছড়ি মৎস্য চাষ প্রকল্প	মিটিঙ্গাছড়ি	ঘাগড়া	১.২৫	২০৭০ কেজি	তথ্য নেই
৪০.	দামুরাছড়ি মৎস্য বাঁধ নির্মান	দামুরাছড়ি	ঘাগড়া	০.৬০	১৫০ কেজি	তথ্য নেই
৪১.	কচুখালী নীজপাড়া মৎস্য চাষ প্রকল্প	কচুখালী নীজপাড়া	ঘাগড়া	১.০২	১৫৭৫ কেজি	তথ্য নেই
জেলাঃ খাগড়াছড়ি, উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি সদর						
৪২.	নুনছড়ি ত্রিপুরা কল্যাণ সমিতির ক্রীক	নুনছড়ি হেডম্যান পাড়া	খাগড়াছড়ি	০.৫০	২৫০ কেজি	১৪৮৯
৪৩.	সুদুঅং মেম্বার পাড়ায় মৎস্য চাষের ক্রীক	সুদুঅং মেম্বার পাড়া	খাগড়াছড়ি	০.৪০	৭৫০ কেজি	২৬২৪
৪৪.	ঘুগড়াছড়ি ক্রীক বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	ঘুগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি	০.৮০	১৬৫০ কেজি	২৮২৫
৪৫.	ভূয়াছড়ি আনসার সমিতির মৎস্যবাঁধ	ভূয়াছড়ি	কমলছড়ি	১.২০	৮০০ কেজি	৩৭৪০
৪৬.	সাংগ্রাই সমবায় সমিতির লেক সংস্কার	থৈঅংগ্য পাড়া	গোলাবাড়ী	০.৪০	৬০০ কেজি	৬৬১২
৪৭.	কৃষি গবেষণা সংলগ্ন রফিকুল আলম জমিতে ক্রীক বাধ	আড়াই মাইল, কৃষি গবেষনা	পেরাছড়া	০.১৮	৪৫০ কেজি	১৭২৫
৪৮.	পেরাছড়া চন্দ্র কুমার জমিতে ক্রীক বাঁধ	পেরাছড়া	পেরাছড়া	০.৪০	৬৫০ কেজি	২৪৭৫
৪৯.	উত্তর নলছড়া মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও বাঁধ নির্মাণ	উত্তর নলছড়া	ভাইবোনছড়া	০.৮১	৬০০ কেজি	২০২০
৫০.	পাকুজ্যাছড়ি অনিল বিহারী চাকমা গংক্রীক	পাকুজ্যাছড়ি	ভাইবোনছড়া	০.৮০	১৫০০ কেজি	৭৪৭
৫১.	ভাইবোনছড়া লম্বপাড়া ক্রীক	লম্বপাড়া	ভাইবোনছড়া	১.০২	৭৫০ কেজি	৮০০
৫২.	গর্জন টিলায় মংগল কৃঞ্চ ত্রিপুরার ক্রীক	গর্জন টিলা	ভাইবোনছড়া	০.৪০	৩০০ কেজি	২১৫৫
৫৩.	গামারী ঢালা বুলবুল আহমেদ গং এর ক্রীক	গামারীঢালা	সদর	০.৬১	৩০০ কেজি	১৫৭৪

৫৪.	রাঙ্গাপানি ছড়া তপন চাকমার ক্রীক, সদর, খাগড়াছড়ি।	খাগড়াছড়ি	সদর	০.৫২	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	৪৭১
জেলাঃ খাগড়াছড়ি, উপজেলাঃ দিঘিনালা						
৫৫.	রিপেন চাকমা মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প	ডাইনে আটারকছড়া	মেরুং	০.৬৫	২৭৫ কেজি	৬২৩
৫৬.	বীরবাহু হেডম্যান পাড়া মৎস্য উন্নয়ন সমিতি ক্রীক	বীরবাহু হেডম্যানপাড়া হাজাছড়া	মেরুং	২.৬৫	১২০৩ কেজি	৭৩২৯
৫৭.	তিমির বরন মৎস্য উন্নয়ন খামার	ভৈরফা	মেরুং	০.৮১	১২৩ কেজি	১১৮৯
৫৮.	জামতলী মৎস্য চাষ প্রকল্প ক্রীক	জামতলী	বোয়ালখালী	১.৬১	২৫২ কেজি	২৭৫৫
৫৯.	বাবুল ও সিরাজ মিয়া গংদের ক্রীক বাঁধ	থানাপাড়া	বোয়ালখালী	১.২১	৩৪৭ কেজি	১২৫৯
৬০.	কাটারংছড়া পিডিসি গ্রুপের বাঁধ	কাটারংছড়া	বোয়ালখালী	০.৬১	১৪৫ কেজি	১১৪৭
৬১.	কৃপাপুর পিডিসি গ্রুপ এর ক্রীক বাঁধ	কৃপাপুর	কবাখালী	২.৪২	১৬৬ কেজি	২৫৮৫
৬২.	কমল বিকাশ মৎস্য ক্রীক	শান্তিপুর	কবাখালী	০.৪০	৮৭ কেজি	৬১৩
৬৩.	বৈদ্যপাড়া নারী উন্নয়ন সমিতির ক্রীক	বৈদ্যপাড়া	দীঘিনালা	২.১০	১৮৯ কেজি	৩২০২
৬৪.	নির্মল কুমার চাকমার মৎস্য উন্নয়ন খামার	হেডম্যান পাড়া	দিঘীনালা	০.৮০	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	১১৭৩
৬৫.	বঙ্গঁবাশি মৎস্য উন্নয়ন খামার	উল্টাছড়ি	বাবুছড়া	১.২০	২০০ কেজি	২১৮১
৬৬.	পরিতোষ চাকমা মৎস্য উন্নয়ন খামার	রোকচন্দ্র কাঃ পাড়া	বাবুছড়া	১.১৩	২১৪ কেজি	১২৭৪
৬৭.	জয়বাংলা বহুমুখী সমিতির ক্রীক	মধ্য বেতছড়ি	মেরুং	০.৯২	৩০০ কেজি	২৬৯৫
৬৮.	বহুমুখী সোনার বাংলা মৎস্য প্রকল্প	মধ্য বেতছড়ি	মেরুং	০.৬৪	১৪৫ কেজি	১০৯২
৬৯.	উল্টাছড়ি উন্নয়ন সমিতি	উল্টাছড়ি	বাবুছড়া	০.৮০	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	১১৩৩
জেলাঃ খাগড়াছড়ি, উপজেলাঃ মহালছড়ি						
৭০.	মহালছড়ি আর্মি জোন ক্রীক	মহালছড়ি জোন	মহালছড়ি	০.৪০	৫৪০ কেজি	১৭৭০
৭১.	দূরপয্যানাল মৎস্য বাধ নির্মান প্রকল্প	দূরপয্যানাল	মহালছড়ি	৮.৬১	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	১১৬৭
৭২.	করল্যাছড়ি সুধির চন্দ্র মৎস্য বাঁধ নির্মান প্রকল্প	করল্যাছড়ি	মুবাছড়ি	৪.০৪	২৫০০ কেজি	মাছ চাষ হচ্ছে না।
৭৩.	মহামনি পাড়া মংসাজাই মার্মা মৎস্য বাধ প্রকল্প	মহামনি পাড়া	মুবাছড়ি	১.৫০	৩৫০ কেজি	৭৪৩
৭৪.	বিহার পাড়া বিপ্লব চাকমা মৎস্য বাধ নির্মান প্রকল্প	বিহারপাড়া	ক্যায়াংঘাট	১.০০	৪৪০ কেজি	নিম্নমানের ড্রেনের জন্য মাছ চাষ হচ্ছে না।
৭৫.	ক্যায়াংঘাট রবি শংকর তালুকদার ক্রীক বাঁধ	ক্যায়াংঘাট	ক্যায়াংঘাট	১.০০	৭৫০ কেজি	তথ্য নেই
৭৬.	পূর্ব মনিকছড়ি অপু চাকমার ক্রীক উন্নয়ন	পূর্ব মানিকছড়ি	ক্যায়াংঘাট	১.১০	৩০০ কেজি	৩৮৫০
৭৭.	আকবারী পাড়া মৎস্য বাঁধ নির্মাণ	আকবারী পাড়া	সিন্দুকছড়ি	০.৫০	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	মাছ চাষ হচ্ছে না
৭৮.	সোনা রতন চাকমার ক্রীক	লেমুছড়ি	মহালছড়ি	০.৩২	৪৮০ কেজি	৯৭৫
৭৯.	দুরপর্যানাল মৎস্য বাঁধ (লোহিত বরন কার্বারী)	দুরপর্যানাল	মহালছড়ি	১.০০	৩০০ কেজি	৬২১

৮০.	ডেবলছড়ি মংরি বাই মার্মা বান্দরীছড়া মৎস্য ক্রীক	ডেবলছড়ি	সিন্দুকছড়ি	১.৫০	৩৫০ কেজি	মাছ চাষ হচ্ছে না।
জেলাঃ বান্দরবান, উপজেলাঃ রোয়াংছড়ি						
৮১.	তারাছা মুখ মসজিদের পুকুর	চাইঙ্গ্যা তারাছা মুখ	তারাছা	১.০০	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	২৩০
৮২.	কচ্ছপতলী জনকল্যান বাঁধ	কচ্ছপতলী	আলেক্ষ্যং	২.০০	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	১৪৫
৮৩.	বিজয় পাড়ার পার্শ্বে লুলাইং ঝিড়িতে বাধ নির্মান	বিজয় পাড়া	আলেক্ষ্যং	১.৫০	৩৫০ কেজি	১৮০
৮৪.	বিগ্নসেন কার্বারী তাই স্রং ঝিড়ি	বিগ্নসেন কার্বারী পাড়া	নোয়াপতং	০.৫০	৫১০ কেজি	২৭০
৮৫.	বাদো মার্মার ফালক্যা ঝিড়িতে বাথ নির্মান	নাছালংপাড়া	নোয়াপতং	০.৪০	২২০ কেজি	ভেসে গেছে
৮৬.	ব্যাঙছড়ি রাস্তার পার্শ্বে গনেশ্বর ঝিড়ি	বেংছড়ি	রোয়াংছড়ি	১.২১	৫৩৪ কেজি	ভেসে গেছে
৮৭.	ঘেরাউ ভিতর পাড়া ক্য প্রু মার্মা বাঁধ	ঘেরাউ ভিতর পাড়া	রোয়াংছড়ি	১.৫০	২৬০ কেজি	২৬৮
৮৮.	ক্যহা জমিতে বাঁধও ড্রেন নিমার্ণ,আন্তাহাপাড়া,রোয়াংছড়ি	গংজক হেডম্যান পাড়া	নোয়াপতং	১.২০	৫২২ কেজি	৩৬৭
জেলাঃ বান্দরবান, উপজেলাঃ নাইক্ষ্যংছড়ি						
৮৯.	হামিদিয়া পাড়া বাঁধ	হামিদিয়া পাড়া	নাইক্ষংছড়ি	২.০২	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	মাছ ধরা হয়নি।
৯০.	আশারতলী কম্বনিয়া ক্রীক	আশার তলী	নাইক্ষংছড়ি	১.০১	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	৮০
৯১.	শোয়েব চৌঃ মৎস্য প্রকল্প	নাইক্ষংছড়ি	নাইক্ষংছড়ি	১.২১	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	মাছ ধরা হয়নি।
৯২.	ওসমান শহীদ বাঁধ নির্মাণ	ঘুমধুম	ঘুমধুম	১.৩০	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	৮৫
৯৩.	চাক হেডম্যানপাড়া অংশে থূই চাক ঘোনা	বিছামারা	নাইক্ষংছড়ি	২.০২	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	১৫০
৯৪.	লেমুছড়ি নেছার মেম্বারে জমিতে বাঁধ	লেমুছড়ি	দোছড়ি	১.৬১	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	পোনা ভেসে গেছে
৯৫.	আক্যচাক চাক ক্রীক নিমার্ন	হেডম্যান পাড়া	সদর	০.৮০	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	৪৪
জেলাঃ বান্দরবান, উপজেলাঃ থানচি						
৯৬.	নারিকেল পাড়া ঝিড়িতে বাঁধ নির্মান	নারিকেল পাড়া	থানছি সদর	১.৫০	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	মাছ ধরা হয়নি।
৯৭.	কানাইক্ষ্যং ঝিড়িতে বাঁধ নির্মাণ	আপ্রু মং পাড়া	থানছি সদর	১.০০	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	মাছ ধরা হয়নি।
৯৮.	কোখ্যং আগা পাড়া ঝিড়িতে বাঁধ নির্মাণ	হেডম্যান পাড়া	থানছি সদর	০.৮১	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	মাছ ধরা হয়নি।
৯৯.	জো ফ ঝিড়িতে বাঁধ নির্মাণ	ডাকছৈ পাড়া	বলিপাড়া	১.০২	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	মাছ ধরা হয়নি।
১০০.	রাবার বাগান ঝিড়িতে বাঁধ নির্মাণ	রাবার বাগান এলাকা	বলিপাড়া	০.৮১	পোনা মজুদ করা হয়েছে।	মাছ ধরা হয়নি।

SWOT বিশ্লেষন

স্থান : উপজেলা মৎস্য অফিস উপজেলা: মহলছড়ি তারিখ: ১৩/৩/২০১৬

অংশগ্রহনকারী সদস্যদের নামের তালিকা

ক্রম	নাম	গ্রাম	বয়স
১.	দীপংকর প্রসাদ চাকমা	ম্যবেত ছড়ি	৫৮
২.	শান্তি জীবন চাং	ম্যবেত ছড়ি	৩৮
৩.	মনিভদ্র চাকমা	ম্যবেত ছড়ি	
৪.	মো: সাজাহান	ম্যবেত ছড়ি	
৫.	মো: আবুল কালাম	ম্যবেত ছড়ি	৩৯
৬.	দীন মোহাম্মদ	ম্যবেত ছড়ি	৫০
৭.	আ: আজিজ	ম্যবেত ছড়ি	৯২
৮.	মো: মোতালেব	ম্যবেত ছড়ি	৪২
৯.	মো: মোক্তার হোসেন	ম্যবেত ছড়ি	৩১
১০.	মো: সবহ আলম	ম্যবেত ছড়ি	৩৩
১১.	মো: জাহাংগীর	ম্যবেত ছড়ি	২৫
১২.	জগৎসঙ্ক রাম	উত্তর বানছড়া	৫০
১৩.	রিমন চাকমা	উত্তর বানছড়া	৩৯
১৪.	বিমন চাকমা	উত্তর বানছড়া	
১৫.	মো: আ: মমিন:	কবাখালী:	৩৫
১৬.	নিরেন্দ্র লাল চাকমা	বৈদ্যপাড়া	৪২
১৭.	রত্ন কর চাকমা	বৈদ্যপাড়া	৪৫
১৮.	রিপন চাকমা	বৈদ্যপাড়া	৪০
১৯.	বনিময় চাকমা	ভগীরথ পাড়া	
২০.	প্রসেন জীৎ চাং	ভগীরথ পাড়া	
২১.	শ্যামল কান্তি	চাকমা	
২২.	সুবলাস	চাকমা	

SWOT বিশ্লেষন

স্থান : উপজেলা: নাইক্ষ্যংছড়ি তারিখ:

অংশগ্রহনকারী সদস্যদের নামের তালিকা

ক্রম:	**নাম**	**গ্রাম**	**বয়স**
১.	আব্দুল বরকত	চেয়ারকুল	৬৫
২.	মোহাম্মদ তৈয়ব	ঘুমধম	৫০
৩.	চানু মংচাক	চাক হেডম্যান পাড়া	৫৬
৪.	অংসায়ুই	চাক হেডম্যান পাড়া	৪৮
৫.	আকা চাক	চাক হেডম্যান পাড়া	৫১
৬.	খাইচুং অং চাক	চাক হেডম্যান পাড়া	৪৬
৭.	শাহাব উদ্দিন	পূর্ব লেবুছড়ি	২৮
৮.	নুরুল আলম	পূর্ব লেবুছড়ি	৩৫
৯.	বংলাথোয়াছাক	হেডম্যান পাড়া	৩৮
১০.	বেগম ফাতেমা রশিদ	চাকচালা	৩০

১১.	সমরীন বড়ুয়া	বরইতলি রেজু	৩৬
১২.	রশীদ আহমদ	চাকচালা	৪২
১৩.	মং চিং হোয়াই চাক	চাক হেডম্যান পাড়া	৩২
১৪.	বামং চিং চাক	চাক হেডম্যান পাড়া	৫১
১৫.	নবু আদাদ	লেবুছড়ি	৩০
১৬.	নেছার আলী	লেবুছড়ি	৫০
১৭.	এম আব্দুল্লাহ	নাইক্ষ্যংছড়ি	২৭
১৮.	কবির আহমদ	নাইক্ষংছড়ি	৩৬
১৯.	আঃ শুক্রার	বাইশারী	৪০
২০.	জসিম উদ্দিন	সেনাইছড়ি	৪৩
২১.	সোনা মিয়া	ঘুমথম	৪৮
২২.	মোঃ সেলিম	দোছড়ি	৫২
২৩.	মং চানু	সেনাইছড়ি	২৭
২৪.	নুমং প্রু:	সেনাইছড়ি	৩৫

SWOT বিশ্লেষন

স্থান : উপজেলা: বাঘাইছড়ি তারিখ:

অংশগ্রহনকারী সদস্যদের নামের তালিকা

ক্রম:	**নাম**	**গ্রাম**	**বয়স**
১.	আলমঙ্গীর কবির	মেয়র, বাঘাইছড়ি পৌরসভা	৩২
২.	মোঃ আঃ মন্নান	কাউন্সিলর ৩ নং ওয়ার্ড	৫৯
৩.	নুরে আলম খোকন	সভাপতি মু: ব্লক বায়তুল	৩৫
৪.	মোঃ নরুল ইসলাম	প্রধান শিক্ষক, কাচালং মডেল স্কুল।	৪৫
৫.	মাওঃ আব্দুল মন্নান	প্রধান শিক্ষক, কুদ্দুস পাড়া	৭০
৬.	মাওঃ আব্দুল কাদির	পেশ ইমাম	৪০
৭.	মোঃ রফিকুল ইসলাম	কুদ্দুস পাড়া	৩৫
৮.	মোঃ হারুনুর রশীদ	মুন্সী পাড়া	৫২
৯.	মোঃ জিয়ায়ুল হক	মাতব্বর পাড়া	৩৩
১০.	নাসির উদ্দিন	সরকার পাড়া	৩৪
১১.	মোঃ জসিম উদ্দিন	সৈয়দ মৌলবী পাড়া	৩০
১২.	মোঃ হাবিবুল্লাহ	উপ-সহকারী, কৃষি অফিসার	৩৮
১৩.	জয়নাল আবদিন	সরকার পাড়া	৪৯
১৪.	বাহার উদ্দিন	সরকার পাড়া	৩২
১৫.	মুনসুর আলম	নবাব পাড়া	২৮
১৬.	আব্দুল করিম	নবাব পাড়া	৩৮
১৭.	সাহাজাহান গাজী	কুদ্দুস পাড়া	৫৪
১৮.	ফরিদ উদ্দিন	কুদ্দুস পাড়া	৩৬
১৯.	ওমর ফারুক	কুদ্দুস পাড়া	২৯
২০.	আঞ্জাম আলী	ইমাম পাড়া	২৯

SWOT বিশ্লেষন

স্হান : থানচি উপজেলা পরিষদ | উপজেলা: থানচি | তারিখ: ০৮/০৩/২০১৬

অংশগ্রহনকারী সদস্যদের নামের তালিকা

ক্রম:	নাম	গ্রাম	বয়স
১.	মং প্রু হেডম্যান	ডাকশৈ পাড়া	৫১
২.	ক্যখা প্রু মেম্বর	নাইক্ষংপাড়া	৫৪
৩.	মং শৈ ম্রাই	নাইক্ষংপাড়া	৪৩
৪.	মং খ্যই উ	ক্রাংখ্যং পাড়া	৫৩
৫.	ব্লুচিং মার্মা	নাড়িকেল পাড়া	২৯
৬.	মেদুলে মারমা	আইলমারা পাড়া	৩৭
৭.	উশৈনু মারমা	বলি পাড়া	৩০
৮.	হ্লাক্যাসিং মারমা	উপরে নাদির পাড়া	৪০
৯.	ক্যসাথুই মারমা	নাদির পাড়া	৬০
১০.	পিংচৌ মারমা	জিনিঅং পাড়া	৫৬
১১.	চিংপাই মারমা	তংখিয়ং পাড়া	৪৯
১২.	হ্লাচিং মারমা	আপ্রুমং পাড়া	৫৫
১৩.	উহ্লাঅং মারমা	আপ্রুমং পাড়া	২৮
১৪.	শৈহ্লাপ্র ম্রো	রবার্ট পাড়া	৩০
১৫.	বাগ্যউ মারমা	তংখিয়ং পাড়া	৫৪
১৬.	ফান্সিস ত্রিপুরা	রবার্ট পাড়া	৩০
১৭.	উথোয়াইচিং মারমা	জিনিঅং পাড়া	৬০
১৮.	মংবোয়া প্রু মারমা	ক্রাংখ্যং পাড়া	৫০
১৯.	রবার্ট	ত্রিপুরা	

ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)

স্থানঃ বেতছড়ি নতুন পাড়া | উপজেলাঃ নানয়িার চড় | তারিখঃ ১/০২/২০১৬

অংশগ্রহনকারী সদস্যদের নামের তালিকা

ক্রম	নাম	গ্রাম	বয়স
১.	রুপম চাকমা	বেতছড়ি	৪০
২.	জুয়েল চাকমা	বেতছড়ি পুরাতন পাড়া	১৬
৩.	কোডিল মোহন চাকমা	বেতছড়ি নতুন পাড়া	৫০
৪.	বনবিকাশ চাকমা	বেতছড়ি নতুন পাড়া	৪৫
৫.	সুর মোহন চাকমা	বেতছড়ি নতুন পাড়া	৪০
৬.	রিতন চাকমা	বেতছড়ি নতুন পাড়া	৩৪
৭.	নিল কুমার চাকমা	বেতছড়ি নতুন পাড়া	৭০
৮.	কালোদেবী চাকমা	বেতছড়ি নতুন পাড়া	৩৩
৯.	সুমিতা চাকমা	বেতছড়ি নতুন পাড়া	৩৫
১০.	ইতালী চাকমা	বেতছড়ি নতুন পাড়া	১৫
১১.	বাবলা চাকমা	বেতছড়ি নতুন পাড়া	১৫

এফজিডিতে উপস্থিতির তালিকা

স্থানঃ ভাইবোন ছড়ি　　　উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি　　　তারিখঃ ২৫/০২/২০১৬

অংশগ্রহনকারী সদস্যদের নামের তালিকা

ক্রম	নাম	গ্রাম	বয়স
১.	আনল বিহারী চাকমা	পকুইজ্জা ছড়া	৫৮
২.	পিন্দু ইক্কা চাকমা	পকুইজ্জা ছড়া	৪৫
৩.	আঃ রমজান আলী	পকুইজ্জা ছড়া	৩০
৪.	সুমিত্র দেওয়ান	পকুইজ্জা ছড়া	৪১
৫.	গোড়ানী বিজয় চাকমা	পকুইজ্জা ছড়া	৫৫
৬.	পরিমল ত্রিপুরা	পকুইজ্জা ছড়া	৩৫
৭.	প্রিতীময় চাকমা	পকুইজ্জা ছড়া	৫৮
৮.	নিত্যরঞ্জন চাকমা	পকুইজ্জা ছড়া	৫৫
৯.	ম্রাসা মারমা	পকুইজ্জা ছড়া	৪৯
১০.	নিরদবরন চাকমা	মিলনপুর	৫৮

এফজিডিতে উপস্থিতির তালিকা

স্থানঃ আশারতলী　　　উপজেলাঃ নাইক্ষ্যৎছড়ি　　　তারিখঃ ২৭/০২/২০১৬

অংশগ্রহনকারী সদস্যদের নামের তালিকা

ক্রম	নাম	গ্রাম	বয়স
১.	নূর আহমেদ	আশারতলী	৩০
২.	মোঃ সুবিন	আশারতলী	২০
৩.	নুরুল ইসলাম	আশারতলী	২৫
৪.	জয়নাল আবেদীন	আশারতলী	২৫
৫.	মোহাম্মদ ইউনুছ	আশারতলী	২৮
৬.	মোঃ জুবায়ের ইসলাম	আশারতলী	২২
৭.	আহমদুর রহমান	আশারতলী	৪৭
৮.	জাফর আলম	আশারতলী	৫৫
৯.	মোঃ শাহাজাহান	আশারতলী	৩০

এফজিডিতে উপস্থিতির তালিকা

স্থানঃ রঞ্জি পাড়া　　　উপজেলাঃ কাউখালী　　　তারিখঃ ২৩/০২/২০১৬

অংশগ্রহনকারী সদস্যদের নামের তালিকা

ক্রম	নাম	গ্রাম	বয়স
১.	আব্দুল মান্নান	রঞ্জি পাড়া	
২.	আঃ মালেক	রঞ্জি পাড়া	৬০
৩.	মোঃ গিয়াসউদ্দিন	রঞ্জি পাড়া	৩৫
৪.	আঃ খালেক	রঞ্জি পাড়া	৫৫
৫.	মোঃ হাসান	রঞ্জি পাড়া	৩০

৬.	আব্দুল আলী	রঞ্জি পাড়া	৬০
৭.	আবুল বাশার	রঞ্জি পাড়া	৪০
৮.	মোঃ ইউসুফ	রঞ্জি পাড়া	৫০

এফজিডিতে উপস্থিতির তালিকা

স্থানঃ মুসলিম ব্লক উপজেলাঃ বাঘাইছড়ি তারিখঃ ২৫/০২/২০১৬

অংশগ্রহনকারী সদস্যদের নামের তালিকা

ক্রম	নাম	গ্রাম	বয়স
১.	আবু তাহের	মুসলিম ব্লক	৩৮
২.	গেছু	মুসলিম ব্লক	২৯
৩.	মোঃ কুৎচা	মুসলিম ব্লক	৫০
৪.	মোঃ সাত্তার	মুসলিম ব্লক	৩২
৫.	আঃ মান্নান	মুসলিম ব্লক	৩৮
৬.	মোঃ নুরুজ্জামান	মুসলিম ব্লক	৩৩
৭.	আঃ কাদের	মুসলিম ব্লক	৩২
৮.	জাহাঙ্গীর হোসেন	মুসলিম ব্লক	৩৪
৯.	মোঃ হানিপ	মুসলিম ব্লক	২৩
১০.	বেত্যায়া	মুসলিম ব্লক	২৭

এফজিডিতে উপস্থিতির তালিকা

স্থানঃ উল্টোছড়ি উপজেলাঃ মহালছড়ি তারিখঃ ২৭/০২/২০১৬

অংশগ্রহনকারী সদস্যদের নামের তালিকা

ক্রম	নাম	গ্রাম	বয়স
১.	অনিমেষ	উল্টোছড়ি	৩২
২.	সুবনয় চাকমা	উল্টোছড়ি	৩৫
৩.	মহন চন্দ্র	উল্টোছড়ি	৪২
৪.	হাবাক চাকমা	উল্টোছড়ি	৪০
৫.	শান্তি বিকাশ চাকমা	উল্টোছড়ি	৩৫
৬.	নেন্টো চাকমা	উল্টোছড়ি	৩০
৭.	মন্টো চাকমা	উল্টোছড়ি	৩২
৮.	সারং চাকমা	উল্টোছড়ি	৪০
৯.	বিকাশ চাকমা	উল্টোছড়ি	৩৮
১০.	নিলং চাকমা	উল্টোছড়ি	৩৪

এফজিডিতে উপস্থিতির তালিকা

স্থানঃ খামার পাড়া উপজেলাঃ নানিয়ারচড় তারিখঃ ২২/০২/২০১৬

অংশগ্রহনকারী সদস্যদের নামের তালিকা

ক্রম	নাম	গ্রাম	বয়স
১.	বাগ গদন চাকমা	খামার পাড়া	২৫
২.	মোঃ খোকন	খামার পাড়া	২৪
৩.	টুয়েল চাকমা	খামার পাড়া	১৯
৪.	মিতুন চাকমা	খামার পাড়া	৩২
৫.	মোঃ মিলন	খামার পাড়া	৩৪
৬.	মিশন চাকমা	খামার পাড়া	২৬
৭.	বিনয় চাকমা	খামার পাড়া	৪০
৮.	শুনিল বিকাশ	খামার পাড়া	৬৫

এফজিডিতে উপস্থিতির তালিকা

স্থানঃ নোয়া পতং বাজার উপজেলাঃ রোয়াংছড়ি তারিখঃ ২২/০২/২০১৬

অংশগ্রহনকারী সদস্যদের নামের তালিকা

ক্রম	নাম	গ্রাম	বয়স
১.	ডাইক্যাং ,মেহিলা	বাঘমারা প্রঃ পাড়া	৩১
২.	বিজয় কুমার, মেম্বর	বাঘমারা প্রঃ পাড়া	৫৫
৩.	জগদিশ দাস	বাঘমারা প্রঃ পাড়া	৪৫
৪.	অনন্ত	বাঘমারা প্রঃ পাড়া	১৮
৫.	প্রিয়া মারমা	বাঘমারা প্রঃ পাড়া	২৫
৬.	রতন কুমার (পলি)	বাঘমারা প্রঃ পাড়া	৪৬
৭.	কাঞ্চন তৎসনগ	বাঘমারা প্রঃ পাড়া	২৫
৮.	টিটু তৎসনগ	বাঘমারা প্রঃ পাড়া	২৬
৯.	কেউনো প্রং মারমা	বাঘমারা প্রঃ পাড়া	৩৫
১০.	মাওসং মারমা	বাঘমারা প্রঃ পাড়া	৪৮

এফজিডিতে উপস্থিতির তালিকা

স্থানঃ বৈদ্য আদাম উপজেলাঃ রোয়াংছড়ি তারিখঃ ২৩/০২/২০১৬

অংশগ্রহনকারী সদস্যদের নামের তালিকা

ক্রম	নাম	গ্রাম	বয়স
১.	কূয়াশা চাকমা	বৈদ্য আদাম	৩৮
২.	দেশনা চাকমা	বৈদ্য আদাম	৪৫
৩.	শ্যামলিকা	বৈদ্য আদাম	২৮
৪.	রেখী চাকমা	বৈদ্য আদাম	২৬
৫.	মিষ্টি চাকমা	বৈদ্য আদাম	৩৫
৬.	সুজতা চাকমা	বৈদ্য আদাম	২৮
৭.	সুদীপ্তিতা	বৈদ্য আদাম	৩৮
৮.	আরতি চাকমা	বৈদ্য আদাম	৩৫

৯.	রিপনা চাকমা	বৈদ্য আদাম	২৭
১০.	মিসাক্কি চাকমা	বৈদ্য আদাম	২৬

এফজিডিতে উপস্থিতির তালিকা

স্থানঃ মধ্যবেত ছড়ি উপজেলাঃ দিঘীনালা তারিখঃ ২২/০২/২০১৬

অংশগ্রহনকারী সদস্যদের নামের তালিকা

ক্রম	নাম	গ্রাম	বয়স
১.	মোঃ বিল্লাল মিঞা	মধ্যবেত ছড়ি	৩৬
২.	মোঃ মনির হোসেন	মধ্যবেত ছড়ি	২৫
৩.	মোঃ হেলাল মিয়া	মধ্যবেত ছড়ি	২৭
৪.	মোঃ নাজিমউদ্দিন	মধ্যবেত ছড়ি	৪২
৫.	মোঃ আঃ রহিম	মধ্যবেত ছড়ি	২৬
৬.	মোঃ বাবুল মিয়া	মধ্যবেত ছড়ি	৩৮
৭.	মোঃ তোতা মিয়া	মধ্যবেত ছড়ি	৩২
৮.	মোঃ সাইফুল ইসলাম	মধ্যবেত ছড়ি	৩৪
৯.	মোঃ মানিক	মধ্যবেত ছড়ি	২২
১০.	মোঃ জাহিদুল ইসলাম	মধ্যবেত ছড়ি	২০

কেআইআই'র নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের সাক্ষৎকার এর তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী/পেশা	উপজেলা/জেলা
০১.	ড. সৈয়দ আরিফ আজাদ	মহাপরিচালক	মৎস্য অধিদপ্তর
০২.	জনাব আব্দুল হান্নান মিয়া	প্রকল্প পরিচালক	রাঙ্গামাটি
০৩.	মোঃ আব্দুর রহমান	উপ প্রকল্প পরিচালক ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	রাঙ্গামাটি
০৪.	মোঃ এনায়েত রহমান	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	বান্দরবান
০৫.	ড. মানিক মিয়া	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	খাগড়াছড়ি
০৬.	মোঃ জিয়া উদ্দিন	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	বান্দরবান
০৭.	মোঃ নজরুল ইসলাম	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	রোয়াংছড়ি
০৮.	মোঃ জসিম উদ্দিন	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	নাইক্ষ্যংছড়ি
০৯.	সঞ্জয় দেবনাথ	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	নানিয়ারচর
১০.	নবরত্ন	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	বাঘাইছড়ি
১১.	মৃনালকান্তি চাকমা	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	কাউখালী
১২.	সরৎ কুমার ত্রিপুরা	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	খাগড়াছড়ি সদর
১৩.	অবনাথ দেব	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	দিঘিনালা
১৪.	এরশাদ বিন শহিদ	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	মহালছড়ি
১৫.	দীপন কুমার চাকমা	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	বরকল
১৬.	লক্ষীপদ দাস	জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	বান্দরবান
১৭.	মোঃ আলামগীর করিব	মেয়র, বাঘাইছড়ি পৌরসভা	বাঘাইছড়ি
১৮.	জনাব আব্দুস কুদ্দুস	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান,	বান্দরবান
১৯.	অরুন কান্তি চাকমা	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	রাঙ্গামাটি সদর
২০.	জয়কৃষ্ণ তালুকদার	ব্যবসায়ী	কাউখালি
২১.	আব্দুর রাজ্জাক	প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান	বরকল
২২.	ইঞ্জিনিয়ার মোঃ জাফর আহম্মেদ	সহকারী প্রকৌশলী	রাঙ্গামাটি
২৩.	মোঃ তৈয়ব	ব্যবসায়ী	বরকল

“পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প’’ (তৃতীয় পর্যায়; ১ম সংশোধিত) জাতীয় কর্মশালায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়নের

চেকলিস্ট

ক্রম	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	১.১ কভার পৃষ্ঠায় এটি কি প্রতিবেন তা উল্লেখ করতে হবে, প্রথমে সূচিপত্র, এর পরে Acronyms, তারপর নির্বাহী সার সংক্ষেপ-এ ক্রম অনুসরণ করতে হবে। প্রকল্পের নামের শেষে (প্রথম সংশোধিত) ব্যবহার করতে হবে।	সংযোজন করা হয়েছে।
	১.২ প্রকল্পের বিবরণে সকল উপজেলার স্থলে ২৫টি উপজেলা হবে। এ অনুচ্ছেদে মূল প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ এবং সংশোধিত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ একই টেবিলে সংযুক্ত হবে। অনুচ্ছেদ ১.৩-এ প্রকল্পের পটভূমিতে আলোচ্য প্রকল্পের পূর্বের দুইটি পর্যায়ের মেয়াদ ও অনুমোদিত ব্যয় রাখতে হবে।	সংযোজন করা হয়েছে, (পৃষ্ঠা - ১; অনুচ্ছেদে ১.৩)।
	১.৩ অনুচ্ছেদের ৩.২ এ ক্রিকের আয়তন অনুসারে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে নমুনায়নের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রের কোন শ্রেণীতে কয়টি ক্রিক নির্বাচন করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে।	সংযোজন করা হয়েছে, (পৃষ্ঠা - ৬; অনুচ্ছেদে ৩.২)।
	১.৪ পৃষ্ঠা ৩-এর ১.৬ নং অনুচ্ছেদে প্রথম সংশোধিত ডিপিপি’র অনুমোদনের তারিখ দিতে হবে।	সংযোজন করা হয়েছে, (পৃষ্ঠা - ৩; অনুচ্ছেদে ১.৬)।
	১.৫ পৃষ্ঠা ১২-তে অংগ ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ফেব্রুয়ারী,২০১৬ পর্যন্ত দেয়া আছে, যা সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী হালনাগাদ করতে হবে।	সংযোজন করা হয়েছে, (পৃষ্ঠা - ১৩; অনুচ্ছেদে ৪.২)।
	১.৬ ডিপিপিতে নির্ধারিত কর্মশালা ও সেমিনার এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। এ বিষয়ে প্রতিবেদনে আলোকপাত করতে হবে। ক্রিকে চাষের জন্য পোনার সাপ্লাই চেইন সম্পর্কে পরামর্শ/মন্তব্য রাখা যেতে পারে।	সংযোজন করা হয়েছে, (পৃষ্ঠা - ২১; অনুচ্ছেদে ৪.৪.১১.৪) এবং ক্রিকে চাষের জন্য পোনার সাপ্লাই চেইন সম্পর্কে মন্তব্য রাখা হয়েছে , পৃষ্ঠা - ৫০; অনুচ্ছেদে ১০.১.৮)।
	১.৭ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ক্রিকে চাষ উপযোগী মৎস্য প্রজাতির উৎপাদন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ মডিউল করে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার সুপারিশ রাখা যায়।	সংযোজন করা হয়েছে, (পৃষ্ঠা - ৬১; অনুচ্ছেদে ১২.১ এর সুপারিশমালায়, দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য)।
	১.৮ প্রকল্পের সবল দিকের মধ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি অন্তর্ভূক্ত এবং দূর্বল দিকে ডিজাইনের দূর্বলতার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে।	সংযোজন করা হয়েছে, (পৃষ্ঠা – ৪৪, ৪৫; অনুচ্ছেদে ৯.১)।
২.	২.১ নির্বাহী সার-সংক্ষেপে কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলো রাখা যেতে পারে।	নির্বাহী সার-সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলো সংযোজন করা হয়েছে।
	২.২ প্রতিবেদনে ব্যবহৃত ছবিগুলোতে ক্যাপশন দিতে হবে। এছাড়া কিছু অপ্রাসংগিক ছবি আছে যা বাদ দিতে হবে।	সংযোজন করা হয়েছে।
	২.৩ প্রতিবেদনের ১ম ও ২য় পর্যায়ের সমাপ্তি মূল্যায়নের প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ পৃথক ভাবে উল্লেখ করতে হবে।	প্রতিবেদনের ১ম ও ২য় পর্যায়ের সমাপ্তি মূল্যায়নের প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ পৃথক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, (পৃষ্ঠা ৫১,৫২;অনুচ্ছেদে ১০.২.১ ও ১০.২.২)।
৩.	৩.১ সরকারী অর্থে উন্নয়নকৃত ক্রিকসমূহের সাথে সম্পৃক্ত উপকারভোগীগণের Sustainable Development এর জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ থাকা প্রয়োজন।	সুপারিশ রাখা হয়েছে , (পৃষ্ঠা ৬০; অনুচ্ছেদে ১২.১)।
	৩.২ প্রতিবেদনে সর্বত্র ক্রিক ও নার্সারীর পরিমাণ একই হতে হবে।	প্রতিপালন করা হয়েছে।

ক্রম	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৪.	৪.১ প্রতিবেদনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ছকে এবং বার ডায়াগ্রামে মাছ খাওয়ার পরিবর্তন, নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদার প্রভাব এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রাপ্তির প্রভাব এ সকল ক্ষেত্রে, কেবলমাত্র বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কোন পরিবর্তন হয়নি এ দু'টি ইনডিকেটর ব্যবহার করতে হবে।	উপাত্ত বিশ্লেষণ অধ্যায়ে প্রতিপালন করা হয়েছে।
৫.	৫.১ ক্রিকগুলো শুষ্ক মৌসুমে পানীয় জলের উল্লেখযোগ্য উৎস্য হিসাবে কাজ করছে এ বিষয়টি প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।	সংযোজন করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা - ৫৮;অনুচ্ছেদ ১১.৫.৪)
৬.	৬.১ অনুমোদিত মেয়াদে অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্য সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক মনিটরিং এর জন্য সুপারিশ রাখতে হবে।	সুপারিশ রাখা হয়েছে, (পৃষ্ঠা - ৬০;অনুচ্ছেদে ১২.১)।
	৬.২ প্রকল্প সমাপ্তির পর কিভাবে ক্রিকগুলো পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে এখনই নীতিমালা প্রণয়নের জন্য সুপারিশ করা প্রয়োজন।	সুপারিশ করা হয়েছে, (পৃষ্ঠা - ৬২; অনুচ্ছেদে ১২.১ এর সুপারিশমালায়, দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য)।
৭.	৭.১ প্রথম অধ্যায়ের ভূমিকা অনুচ্ছেদে নিবিড় পরিবীক্ষণের তথ্যদি উল্লেখ করা হয়েছে যা এখান থেকে সরিয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২.১ অনুচ্ছেদের সাথে সমন্বয় করতে হবে।	প্রতিপালন করা হয়েছে, (পৃষ্ঠা ০৪;অনুচ্ছেদে ২.১)।
	৭.২ প্রথম অধ্যায়ের ১.৩ নং অনুচ্ছেদে ২য় প্যারাটি এখানে অপ্রাসংগিক হওয়ায় এখান থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে।	প্রতিপালন করা হয়েছে।
	৭.৩ প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা ডিপিপি'র সাথে সংগতি রেখে বছর ভিত্তিক বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় ছক আকারে দেয়া যেতে পারে।	সংযোজন করা হয়েছে, (পৃষ্ঠা ২;অনুচ্ছেদে ১.৫)।
	৭.৪ সপ্তম অধ্যায়ের ২.৬ নং অনুচ্ছেদটি প্রকল্পের দূর্বলদিক সম্পর্কিত যা উক্ত অধ্যায় থেকে বাদ দিতে হবে।	প্রতিপালন করা হয়েছে।
	৭.৫ অনুচ্ছেদ ৮.৫ এ উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা ২য় অধ্যায়ের শেষে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।	কর্মপরিকল্পনা ২য় অধ্যায়ের শেষে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
	৭.৬ উপসংহার অনুচ্ছেদটি সুপারিশের পরে থাকা এবং এ অধ্যায় এর পূর্বে পর্যবেক্ষণ নামে একটি অধ্যায় অন্তর্ভূক্ত করা বাঞ্চনীয়।	প্রতিপালন করা হয়েছে, (পৃষ্ঠা - ৫৬; একাদশ অধ্যায় করা হয়েছে)।
	৭.৭ Case Study তিনটি একটি পৃথক অধ্যায় করতে হবে।	Case Study পৃথক অধ্যায় করা হয়েছে, (পৃষ্ঠা ৪৩, অষ্টম অধ্যায়)।
৮	৮.১ প্রতিবেদনে পার্বত্য অঞ্চলে মৎস্য চাষ সংক্রান্ত বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক একটি রিসার্স/ স্ট্যাডি গ্রহনের সুপারিশ রাখা যেতে পারে।	সুপারিশ রাখা হয়েছে, (পৃষ্ঠা ৬১;অনুচ্ছেদে ১২.১)।
৯	৯.১ প্রতিবেদনের সুপারিশ অংশে ভবিষ্যতের জন্য কিভাবে ডিপিপির মান উন্নত করা যায় , মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নয়নকৃত জলাশয়ে মৎস্য চাষে ইনপুট শেয়ারিং করা যায় এবং কিভাবে প্রশিক্ষণকে আরও কার্যকরী করা যায় সে বিষয়ে সুপারিশ রাখা যেতে পারে।	প্রতিবেদনের সুপারিশ অংশে ভবিষ্যতের জন্য কিভাবে ডিপিপির মান উন্নত করা যায় , মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নয়নকৃত জলাশয়ে মৎস্য চাষে ইনপুট শেয়ারিং করা যায় এবং কিভাবে প্রশিক্ষণকে আরও কার্যকরী করা যায় সে বিষয়ে সুপারিশ রাখা হয়েছে। (পৃষ্ঠা - ৫৮;অনুচ্ছেদে ১১.৬)
১০	১০.১ প্রকল্পে যেসকল তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে তার সূত্র উল্লেখ করতে হবে।	প্রতিপালন করা হয়েছে।
	১০.২ দুর্গম এলাকায় উন্নয়নকৃত ক্রীকের পোনার সাপ্লাই চেইন সম্পর্কে সুপারিশ রাখতে হবে।	সুপারিশ রাখা হয়েছে, (পৃষ্ঠা - ৬১;অনুচ্ছেদে ১২.১)।
	১০.৩ প্রকল্পের সাসটেইএবেলিটি এর লক্ষ্যে বর্হিগমন প্লানের সুপারিশ রাখতে হবে।	সুপারিশ রাখা হয়েছে, (পৃষ্ঠা - ৬১;অনুচ্ছেদে ১২.১)।

ক্রম	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	১০.৪ ক্রীক নির্বাচণের বিষয়ে অনিয়মের বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।	প্রতিপালন করা হয়েছে, (পৃষ্ঠা - ৫৭;অনুচ্ছেদে ১১.৫.২)।
	১০.৫ অনুমোদিত মেয়াদে অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্য সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার সুপারিশ	সংযোজন করা হয়েছে, (পৃষ্ঠা - ৬০;অনুচ্ছেদে ১২.১)।
	১০.৬ সুপারিশ প্রনয়নের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করে এবং TOR অনুসরন করে সুপারিশ রাখতে হবে।	প্রতিপালন করা হয়েছে।